animal magnetism বা জৈব চুম্বকত্ব ) চিকিৎসকের দেহ হইতে রোগীর দেহে প্রবেশ করে। রোগনিরাময়ের তথাকথিত 'গোপন-তত্ত্ব' তিনি কিছুতেই উদ্ঘাটিত করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর 'মেস্‌মেরিজম্' সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বিশেষজ্ঞরা বলেন, মেস্‌মেয়ারের 'চিকিৎসার' ফলে কিছু রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও 'জৈব-চুম্বকত্ব' বলিয়া কিছু নাই।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানসিক রোগীর প্রকৃত চিকিৎসা সুরু করেন ফিলিপ্ পিনেল ( Philippe Pinel )। তিনি বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগের শ্রেণী বিভাগ করেন। পূর্বে মানসিক রোগীকে নানাপ্রকার কষ্টদান করা হইত। ইহার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে যেমন রোগীকে শাস্তিদান করা হয় না, সেইরূপ মানসিক রোগীর ক্ষেত্রেও সহানুভূতি ও সেবা প্রয়োজন।[২৫]

তাঁহার পর এস্‌কুইরল্ ( Esquirol ) তাঁহার প্রদর্শিত পথে রোগের শ্রেণীবিভাগ করেন। তিনি তাঁহার রচনায় একপ্রকার বায়ুরোগ বা উন্মত্ততার কথা বলেন ( যাহার নাম তিনি *monomania* দিয়াছিলেন ) ; উহার আক্রমণে রোগী জ্ঞানতঃ ইচ্ছা না করিলেও অদমনীয় ভ্রান্তি ( **delusions** )-এর তাড়নায় অপরাধের পথে চালিত হয়।[২৬]

ইঁহাদের পর উল্লেখ করা যাইতে পারে এমিল্ ক্রেপেলিন্-এর নাম। তিনি রোগি-পরীক্ষা করিয়া মানসিক রোগের নানা শ্রেণীকরণ করেন,[২৭] এবং এই প্রসঙ্গে নূতন পরিভাষারও সৃষ্টি করেন। তাঁহার দ্বারা মানসিক রোগের বহু চিকিৎসকই প্রভাবিত হ'ন।

২৫ তাঁহার ভাষায় : "The mentally sick are far from being guilty people. They are ill. Their unhappy states deserve all the consideration which suffering men and women ought to receive."

২৬ ইংলণ্ডে আইনের ক্ষেত্রে অদমনীয় ভ্রান্তির প্রভাব স্বীকার করা হয় ১৮৪৩ সালে। এক ব্যক্তির 'পীড়ন ভ্রান্তি' ( delusion of persecution ) দেখা দেয় ; সে বিশ্বাস করিত যে সে নিপীড়িত হইতেছে। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে সে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট পীলকে হত্যার চেষ্টা করে এবং দৈবক্রমে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে তাঁহার সেক্রেটারী নিহত হ'ন। জুরীর বিচারে ঐ ব্যক্তি 'নিরপরাধী' বলিয়া সাব্যস্ত হয়, কারণ স্বাধীন ইচ্ছার প্রভাবে সে কোন অপরাধ করে নাই ইহাই স্থির হয়।

২৭ আধুনিককালে অনেক মনোবিৎ ক্রেপেলিনের শ্রেণীকরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রোগের শ্রেণীকরণই যথেষ্ট নহে—প্রতি রোগীরই ব্যক্তিগত

এই সময় ফরাসী দেশেও অস্বাভাবিক মন লইয়া মনোবিদ্‌গণের মধ্যে আলোচনা হয়। প্যারির শারকো ( Charcot )-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংবেশন ( hypnosis )-এর মাধ্যমে রোগচিকিৎসা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তাঁহারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে পিয়ের জানে ও ফ্রয়েডের মনোবিকার-তত্ত্ব ( psychopathology ) গড়িয়া উঠে।

রিবো ( Ribot )-র অবদান যথেষ্ট। তিনিও মনোবিকার লইয়া নানা প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন।[২৮] আল্‌ফ্রেড্‌ বিনেও ( যাঁহার নাম বুদ্ধিপরীক্ষা পদ্ধতির সহিত বিশেষভাবে জড়িত ) তাঁহার প্রথম পুস্তকে ( *The Psychology of Reasoning* ) অস্বাভাবিক মন ও সংবেদন-সম্বন্ধীয় পরীক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সহচেতন ব্যক্তিত্ব (co-conscious personality), বহুব্যক্তিত্ব (multiple personality ), একান্তর ব্যক্তিত্ব ( alternating personality ), স্বতঃক্রিয়া ( automatism ) ইত্যাদির আলোচনায় বহুমূল্য উপাদান সংগ্রহ করেন মর্টন প্রিন্স (Morton Prince)। (পৃঃ ২৭৬-৭৮ দ্রষ্টব্য)।

অস্বাভাবিক মনের আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হইল সিগ্‌মুণ্ড্‌ ফ্রয়েডের। তিনি দেখান যে, রোগী যদি অভিস্ফোট (abreaction)-এর ফলে তাহার নির্জ্ঞান স্তরের অবদমিত ইচ্ছাগুলি প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহার মানসিক উত্তেজনা ও তজ্জনিত মানসিক বিকার হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া তিনি দেখাইবার চেষ্টা করেন যে, নির্জ্ঞান স্তরের সুপ্ত ইচ্ছাগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে এবং এই

মানসিক বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে। তুলনীয়: "There is a general tendency to reject the Kræpelinian emphasis upon classificatory schemata as the end-all in psychiatry. Quite to the contrary, there is a growing interest in the psychodynamics of each individual patient." ( *Present-day Psychology*, p. 367).

২৮ ইংরাজীতে অনূদিত তাঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তকের নাম: *The Diseases of Memory*, *The Diseases of Will*, *The Diseases of Personality*; এই পুস্তকগুলির নামগুলি হইতেই ইহাদের বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়।

ইচ্ছাগুলির মূলে আছে কাম ( sex বা libido )। তাঁহার মতবাদ বহুধা বিস্তৃত হইয়াছে—তিনি এবং তাঁহার অনুসঙ্গিগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই মতবাদকে প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিক, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদ উহার প্রচারের প্রাক্কালে মানবীয় চিন্তাধারায় এক বিরাট্ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ফ্রয়েডের প্রাক্তন সহকর্মিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার দল ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে য়ুঙ্গ, আড্‌লার, স্টেকেল্ ও অটো রাঙ্কের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে অনেক যোদ্ধা মানসিক বিকারগ্রস্ত হ'ন; ইঁহাদের সেবা ও আরোগ্যের কার্যে যে সব মনোবিৎ আত্মনিয়োগ করেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য হইলেন উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগাল্। ইনি মনোরোগবিদ্যা ( psychiatry )-তে পারদর্শী ছিলেন। ইনি মনে করিতেন যে, মানুষের সকল কার্যের মূলে আছে চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তি। সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের জন্য প্রয়োজন সুসমঞ্জস আত্মশ্রদ্ধা ( well-balanced sef-regardıng sentiment ) এবং ইহা গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক আত্মসাম্মুখ্য ( self-assertion ) এবং আত্মনিবেদন ( self-submission ) এই দুই প্রবৃত্তির সমন্বয়।[২৯]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি মনোবিকারতত্ত্ব, মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি অস্বভাবি-মনোবিদ্যার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্য ইহার আলোচনার ক্ষেত্র বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং মনোবিদ্যার পৃথক্ শাখাভাবে ইহা তাহার পূর্বতন পৃথক স্থান হারাইয়াছে।[৩০]

২৯ McDougall, *Outline of Abnormal Psychology*, পৃঃ ৫২৬ দ্রষ্টব্য।

৩০ ডাঃ হ্যারিমানের ভাষায়: "The field of abnormal psychology, as its pioneers defined the subject, is now a matter of interest only to the historian of psychology. Many of the topics which were at one time of considerable importance have either been relegated to special fields or have been dropped out of treatises on abnormal phenomena." (*Present-day Psychology*, Ed. by Roback, p. 372.)

## ৭। শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা ( Physiological Psychology ) :

### (ক) বিষয়বস্তু :

শরীর ও মন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত। ইহারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। মনের সুষ্ঠু আলোচনার জন্য দেহের যে যে ক্রিয়া মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা বোধ হইতেই পৃথক্ শাখা হিসাবে শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে।

শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার আলোচনা-পরিধি শারীরবৃত্ত ( Physiology )-এর আলোচনাক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। শারীরবৃত্তে দেহের সকল অংশের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। **শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যায় দেহের কেবলমাত্র সেই সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী, ইন্দ্রিয়, পেশী ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া আলোচনা করা হয় যাহারা মানসিক কার্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং যাহারা মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।** এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়[৩১] :

(১) দেহের সকল কার্যের অধিষ্ঠান হইল প্রধান নার্ভতন্ত্র বা স্নায়ুতন্ত্র ( central nervous system ); ইহার অংশ হইল গুরুমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষক ( cerebrum, mid-brain, cerebellum, medulla oblongata )। অতএব ইহাদের গঠন ও কার্যাবলী আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

(২) মেরুদণ্ড প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার কেন্দ্র এবং নিম্নগামী ও ঊর্ধ্বগামী নার্ভের বা স্নায়ুর পরিবহন-পথ; অতএব মেরুদণ্ড আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে বাহ্য জগৎ হইতে আমরা জ্ঞানলাভ করি; সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলির গঠনবৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী আলোচনা করিতে হইবে।

(৪) আমরা ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে বাহ্য জগৎ হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াই ক্ষান্ত হই না—আমরা বাহ্য জগতের উপর প্রতিক্রিয়া করি। এই প্রতিক্রিয়ার

৩১ শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার অবদান সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—*Psychological Review*, 1941, Vol. 6, পৃঃ ১০৫-১২৬ ( R. B. Loucks-রচিত প্রবন্ধ )।

জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করিতে হয় এবং উহা সম্ভব হয় পেশীসমূহের কার্যক্ষমতার উপর। সুতরাং পেশী কয় প্রকারের আছে এবং কিভাবে গুরুমস্তিষ্ক প্রভৃতি হইতে সঞ্চারিত শক্তির প্রভাবে উহারা কার্য করে তাহা আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়।

(৫) আমাদের ব্যক্তিত্ব-গঠনের মূলে যে সমস্ত 'উপাদান' আছে, তাহাদের মধ্যে 'দৈহিক উপাদানগুলি' অন্যতম। আমাদের ব্যক্তিত্বের কতকাংশ আমরা বংশপ্রভাব ( heredity )-এর ফলে পূর্বপুরুষ হইতে পাইয়া থাকি। সুতরাং আমরা পিতামাতা ও ঊর্ধ্বতন পুরুষ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে কী পাইয়া থাকি ও কিভাবে পাইয়া থাকি তাহা আমাদের শিক্ষিতব্য বিষয়। আবার আমাদের দেহস্থ নালিকাবিহীন গ্রন্থিগুলি ( ductless gland ) এর রসক্ষরণের ফলে আমাদের দৈহিকগঠন, বুদ্ধিবৃত্তি, কার্যক্ষমতা ইত্যাদি প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং ইহাদের কার্যাবলীও আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

(৬) আমাদের মানসিক জীবনে প্রক্ষোভ বা আবেগ এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আবেগের সময় আমাদের দেহের কতকগুলি অঙ্গ বিশেষভাবে কার্য করে; যেমন, ক্রোধের সময় হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্র সবেগে চলিতে থাকে, সমস্ত দেহ ( বিশেষতঃ পদযুগল ) কম্পিত হয়, মুখাবয়ব রক্তাভ হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব দৈহিক বিকারের জন্য স্বতঃক্রিয় স্নায়ু ( autonomic nerves )-এর পথে বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হয়। সুতরাং ইহাদের সহিত আবেগের সম্বন্ধ কী তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয়।[৩২]

(৭) কোন কিছু শিক্ষণকালে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ কার্য করে; সুতরাং শিক্ষণের পশ্চাতে স্নায়বিক কী পরিবর্তন আছে তাহা জানিতে হইবে।

(৮) কতকগুলি অস্বভাবী ব্যবহারের মূলে দৈহিক বিকার আছে বলিয়া বোধ হয়। যেমন, রক্তে শর্করার পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গেলে

৩২ কেহ কেহ মনে করেন যে, আবেগের সময় দেহযন্ত্র সঞ্চালনের ফলে যে সংবেদন হয় তাহাই আবেগের কারণ। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র ( autonomic system ) আবেগের 'অধিষ্ঠান' হইবে। ক্যাননপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা এই মতবাদ পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, আবেগের অন্তর্ভুক্ত দৈহিক শক্তির 'অধিষ্ঠান' হইল হিপোথালামাস ( hypothalamus )। ( পৃঃ ৫০৪-৫০৭ )।

বা মস্তিষ্কে উপদংশরোগের বীজাণু প্রবেশ করিলে, অথবা যৌনগ্রন্থির বিকার ঘটিলে,[৩৩] অথবা অন্য কোন বিশেষ প্রকারের দৈহিক ব্যাধি ঘটিলে মানসিক ব্যবহার অস্বভাবী হইয়া পড়ে। সুতরাং মানসিক রোগের সহিত দৈহিক বিকারের সম্বন্ধও আমাদের আলোচনা করিতে হইবে।

## (খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার পৃথক্ আবির্ভাব ঘটিয়াছিল প্রায় একশত বৎসর পূর্বে। মনোবিদ্‌গণ সংবেদন-সম্বন্ধে আলোচনাকালে স্বতঃই ইন্দ্রিয়-গুলির গঠনবৈশিষ্ট্যের আলোচনায় লিপ্ত হ'ন এবং এইভাবেই শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার পৃথক্ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

কোন মানসিক অবস্থার প্রকাশের সহিত কোন না কোন দৈহিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট আছে এ বিশ্বাস বহু পুরাতন। বোধ হয় এই বিশ্বাসের প্রভাবেই ত্যকার্ত 'মনের অধিষ্ঠান' অনুসন্ধান করেন এবং 'পিনিয়াল গ্রন্থিকে' মনের অধিষ্ঠান ( seat of mind ) বলিয়া অভিহিত করেন।

বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তি ( যথা, বুদ্ধি, আবেগ ইত্যাদির ) অধিষ্ঠান মস্তিষ্কের এক এক অংশে আছে এবং মস্তিষ্কের বাহ্য আকৃতি হইতে এক একটি মানসিক অবস্থা অনুমান করা যায়—এই মতবাদ প্রচার করেন গাল্ ( Gall ) ও তাঁহার সহকর্মী স্পুর্‌ৎসহাইম্ ( Spurzheim )। ইঁহাদের এই মতবাদ প্রচারিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এই মতবাদের নাম মস্তিষ্কবিদ্যা বা ফ্রেনোলজি ( Phrenology )।[৩৪] অবশ্য এই মতবাদ এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে যাঁহাদের শারীরবৃত্তীয় আলোচনা মনোবিদ্যাকে উন্নতির পথে লইয়া চলে তাঁহাদের ভিতর নাম করা চলে অন্ততঃ এই কয়েক জনের—বেল্ ( Bell ), মাজেণ্ডি ( Magendie ), মুয়েলার ( Müller ), ফ্লোরেন্স ( Flourens ), রোলাণ্ডো ( Rolando ) ও হল্ ( Hall )।

---

৩৩ Sir Frederick Mott-এর মতে যৌনগ্রন্থির ( gonads ) অবনতি ঘটিলে চিত্তভ্রংশী বাতুলতা ( schizophrenia ) দেখা দিতে পারে।

৩৪ এই মতের প্রচারকেরা বলিতেন যে, মানবের মানসিক শক্তির ( mental faculties) সংখ্যা ৩৭।

বেল্ ও মাজেণ্ডি দেখাইয়াছেন যে, মেরুদণ্ডে প্রবেশকালে নার্ভ বা স্নায়ু অন্তর্মুখী ( afferent ) ও বহির্মুখী ( efferent ) এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—একই নার্ভ বা স্নায়ু দ্বারা উদ্দীপন-পরিবহন এবং শক্তি-চালনা, এই দুইটি কার্য সাধিত হয় না।

মুয়েলার দেখাইয়াছেন যে, এক এক প্রকারের উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হইবার জন্য এক এক প্রকারের স্নায়ু আছে, অর্থাৎ, নার্ভ বা স্নায়ুগুলির মধ্যে 'শ্রমবিভাগ' আছে।

গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্কের কার্যবিভাগ লইয়া পরীক্ষণ চালান ইতালির ফ্লোরেন্স। অনুরূপ বিষয়ে গবেষণা চালান রোলাণ্ডো।

পরাবর্তক-ক্রিয়া ( reflex action ) ও ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রভেদ লইয়া গবেষণা করেন স্কট্‌ল্যাণ্ডের হল্।

ইঁহাদের পর সংবেদনের দৈহিক ভিত্তি লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন একদল জার্মান বৈজ্ঞানিক—ভেবের্ (Weber), ফেক্‌নার্ ( Fechner ), হেল্‌ম্‌হোলৎস্ ( Helmholtz ) ও ভুণ্ড্‌ট্ ( Wundt )। ১৮৭৪ সালে ভুণ্ড্‌ট্ এক পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহার নাম *Principles of Physiological Psychology*; ইহার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল সংবেদন ও প্রতিক্রিয়া এবং মস্তিষ্কের কার্যাবলী।

গুরুমস্তিষ্ক সমগ্রভাবে কার্য করে, অথবা উহার এক একটি অংশ এক একটি কার্য লইয়া নিযুক্ত থাকে—এই আলোচনার সূত্রপাত হয় মস্তিষ্কবিদ্যা ( Phrenology )-র যুগ হইতে। 'ফ্রেনোলজি' বলে, ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্য মস্তিষ্কের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে; আর উহার বিপক্ষে যায় ফ্লোরেন্সের গবেষণার ফল। ১৮৬০ সাল হইতে একদল বৈজ্ঞানিক ঐ বিষয়ে গবেষণা চালাইতে থাকেন। ইঁহারা সকলেই গুরুমস্তিষ্কে পৃথক্ পৃথক্ কার্যবিভাগ সমর্থন করেন। ইঁহাদের ভিতর উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ব্রোকা ( Broca ), ফ্রিৎশ্ ( Fritsch ) ও হিৎসিগ্ ( Hitzig )।

১৮৮০ সাল হইতে সুরু করিয়া বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া ( Conditioned Reflex ) লইয়া বিবিধ পরীক্ষণ চালান রাশিয়ার বেকটেরেভ ও প্যাভ্‌লভ।

বর্তমান শতকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সহিত আবেগের সম্বন্ধ নিরূপণ করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষণ চালান ক্যানন্ ও শেরিংটন্।

গুরুমস্তিষ্কের কার্য লইয়া নূতন করিয়া পরীক্ষণ সুরু করেন ল্যাশ্‌লে (Lashley)। ইনি মনে করেন যে, গুরুমস্তিষ্ক সামগ্রিকভাবে কার্য করে। মধ্যমস্তিষ্ক (mid-brain and thalamus)-এর সহিত অনুভূতি ও আবেগের সম্বন্ধ লইয়া গবেষণা করেন হেড্ (Head) ও হোম্‌স্ (Holmes)।

[ আমরা অতি সংক্ষেপে শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের কার্যের উল্লেখ করিলাম। যথাস্থানে ইঁহাদের অবদানের কথা আবার উল্লিখিত হইবে। ]

**৮। পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology) ঃ**

**(ক) বিষয়বস্তু ঃ**

যে অর্থে শিশু-মনোবিদ্যা, সমাজ-মনোবিদ্যা ইত্যাদি মনোবিদ্যার শাখা, সেই অর্থে পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যা মনোবিদ্যার শাখাবিশেষ নহে। **মনোবিদ্যার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরীক্ষণের প্রয়োগের ফলেই পরীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছে।** মনোবিৎ যে বিষয় লইয়াই আলোচনা করুন না কেন (তাহা শিশু-মন হউক্, সমাজ-মন হউক্, বা মনঃসম্বন্ধীয় অন্য কোন ক্ষেত্র হউক্) তাহাতেই তিনি পরীক্ষণ প্রয়োগ করিতে পারেন এবং এইভাবেই তথাকথিত পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

**পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মনোবিদ্যার আলোচনা পদ্ধতি হিসাবে পরীক্ষণকে (experiment) গ্রহণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের ভিত্তিতেই মনোবিদ্যা রচনা করা।**[৩৫]

পরীক্ষণ বলিতে আমরা বুঝি আমাদের আয়ত্তাধীন কোন কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে পরীক্ষণ-পাত্র (subject of experiment)-এর ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা। যেমন, পরীক্ষণাগারে পরীক্ষণ-পাত্রকে কোন উদ্দীপক

৩৫ James Drever তাঁহার *Dictionary of Psychology*-তে 'Experimental Psychology'র ব্যাখ্যা দিয়াছেন: "employment of experimental methods to obtain psychological data or to solve psychological problems."

প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পারা যায় কী প্রতিক্রিয়া ঘটে; মানব-শিশু বা মনুষ্যেতর জীবের উপর পরীক্ষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে কিভাবে নূতন অবস্থায় তাহারা শিখিতে পারে; বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার উপর পরীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে কিভাবে জনমত গঠিত হয়, কিভাবে গুজব প্রসার লাভ করে, কিভাবে জনমত অভিভাবন (suggestion) দ্বারা প্রভাবিত হয় ইত্যাদি।

পরীক্ষণ আজ মনোবিদ্যার বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বা বিশেষ কোন শাখায় সীমাবদ্ধ নহে; আধুনিক মনোবিৎ সম্ভব হইলে যে-কোন ক্ষেত্রেই পরীক্ষণ প্রয়োগ করিতে অভিলাষী।[৩৬]

## (খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার অভ্যুদয়ের সহিত যাঁহাদের নাম সংশ্লিষ্ট আছে, তাঁহাদের ভিতর সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যাইতে পারে ভেবের (Weber)-এর নাম। জার্মানীতে বিভিন্ন জীববিদ্যা-বিষয়ক বিজ্ঞানের প্রগতির দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও পরীক্ষণ প্রয়োগ সুরু করেন। তিনি যে সব বিষয় পরীক্ষণ চালান তাহাদের কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি উত্তাপ-সংবেদন সম্বন্ধে পরীক্ষণ চালাইয়া এই মতবাদ প্রকাশ করেন যে, উত্তাপ-সম্বন্ধীয় সংবেদন উদ্দীপকের উপর নির্ভর করে না—চর্মের উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর উহা নির্ভর করে। গরম জলের ভিতর হাত ডুবাইলে যে উত্তাপ বোধ হয় তাহার কারণ চর্মের উত্তাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য কিছুক্ষণ গরম জলে হাত রাখিলে উত্তাপ-সম্বন্ধীয় সংবেদনের তীব্রতা হ্রাস পায়। ভেবেরের একটি বিখ্যাত পরীক্ষণ হইল উদ্দীপকের বৃদ্ধির সহিত সংবেদনের তীব্রতাবৃদ্ধির অনুতাপ নিরূপণ। তিনি পরীক্ষণ দ্বারা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন যে, কী অনুপাতে উদ্দীপক বাড়াইলে সংবেদনের পার্থক্য ঠিক বোধগম্য হইবে। (ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'just noticeable difference', সংক্ষেপে j. n. d.। আমাদের পরিভাষায় ইহাকে

৩৬ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরীক্ষণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বলা হয় 'অবম গ্রাহ্যান্তর')। অতএব কোন্ সংবেদনের ক্ষেত্রে কোন্ ভগ্নাংশের দ্বারা উদ্দীপককে গুণ করিলে অবম গ্রাহ্যান্তর অনুভূত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে ভেবের প্রচেষ্টা করেন।

ইহা ছাড়া, স্পর্শ-সংবেদনের ক্ষেত্রে তিনি আর-একটি পরীক্ষা করেন। চর্মের উপর দুইটি উদ্দীপক প্রয়োগ করিলে দ্বৈত সংবেদনের (doubleness-এর) জন্য উহাদের মধ্যে কিরূপ দূরত্বের পার্থক্য থাকা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধেও তিনি পরীক্ষা চালান। সেইরূপ ঘ্রাণজ-সংবেদন লইয়া তিনি অনুসন্ধান করেন যে, তরল পদার্থ এবং গ্যাস ঐরূপ সংবেদনের উপযুক্ত উদ্দীপক হইতে পারে কি না।

ভেবেরের পর নাম করা যাইতে ফেক্‌নার (Fecchner)-এর।[৩৭] তিনি ভেবের-প্রদত্ত সংবেদন-সংক্রান্ত নিয়মটি লইয়া পরীক্ষণ চালান। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, উদ্দীপকের বৃদ্ধির জন্য উহাকে যদি একটি বিশেষ রাশি দ্বারা গুণ করা যায়, তাহা হইলে সংবেদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইবে এবং এই বৃদ্ধির অনুপাত হইল মূল সংবেদনের সহিত একটি বিশেষ রাশি যোগ করা।

উদ্দীপক-বৃদ্ধির সহিত সংবেদন-বৃদ্ধির অনুপাত-নিরূপণ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা ফেক্‌নার *Elemente der Psychophysik* গ্রন্থে প্রকাশ করেন এবং এইভাবে 'শারীর-মনোবিদ্যা' (psycho-physics) নামক এক বিশেষ শাখার উদ্বর্তন ঘটে।

এই যুগের আর একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হইলেন য়োহানেস্ মুয়েলার (Johannes Müller)। তিনি সংবেদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের (বিশেষতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের) অবদান লইয়া অনুসন্ধান চালান। চক্ষু যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহা জন্মগত কোন ক্ষমতাবলে অথবা অভিজ্ঞতালব্ধ কতকগুলি চিহ্নের মাধ্যমে, ইহা লইয়া তিনি আলোচনা

৩৭ ফেক্‌নারকে ভেবেরের অন্যতম অনুগামী মনে করিলে ভুল হইবে। ফেক্‌নার একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন। লাইপৎসিগে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অবদান ছিল। তিনি 'মরণোত্তর জীবন' (life after death) সম্বন্ধে পুস্তিকা রচনা করেন এবং দর্শনে 'সর্বচেতনবাদ' (panpsyschism)-এ বিশ্বাসী ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার আর-একটি পুস্তক হইল *Zend-Avesta*.

করেন। বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট মনে করিতেন যে, উহা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ( উহা *a' priori form of sensibility* ), আর বার্কলি বলিতেন যে, উহা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত। মুয়েলার এই দুই মতবাদের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেন।

তিনি প্রত্যাবর্তক-ক্রিয়া ( reflex action ) সম্বন্ধেও আলোচনা করেন এবং ভেক বা ব্যাঙের উপর পরীক্ষণ-কার্য চালাইয়া দেখান কিভাবে মেরুদণ্ড হইতে সঞ্চারিত শক্তিদ্বারা ঐ কার্য নিষ্পন্ন হয়।

তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ হইল যে, প্রতি নার্ভের বা স্নায়ুর এক এক বিশেষ প্রকারের সংবেদন বহন করিবার ক্ষমতা আছে। চাক্ষুষ সংবেদনের উদ্দীপক বহন করিবার জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত যে সমস্ত স্নায়ু বা নার্ভ সংযুক্ত থাকে তাহারা কেবলমাত্র ঐ কাযই করিতে পারে; তাহাদের উপযুক্ত উদ্দীপক হইল আলোক-তরঙ্গ ( light-waves ) এবং তাহা দ্বারা আলোক-সংবেদন ( light-sensation ) হয়—যদি কখনও অন্য প্রকারে চক্ষুদ্বয় উদ্দীপিত হয় তাহাতেও ঐ আলোক-সংবেদনই ঘটিবে; যেমন চক্ষুতে হঠাৎ আঘাত লাগিলে মনে হয় যেন একটা আলো দেখা গেল। ( এই মতের নাম 'doctrine of specific energies' )।

ইহা ছাড়া মুয়েলার অনুবেদন ( after-image ) এবং আলোক-প্রতিযোজন ( light-adaptation ) ও অন্ধকার-প্রতিযোজন ( dark-adaptation ) সম্বন্ধেও মূল্যবান্ পরীক্ষণ করেন।

এই সময় চাক্ষুষ-সংবেদন সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়। কোন্ রঙের আলোর কোন্ সময় উজ্জ্বলতা-বৃদ্ধি পায়, সে সম্বন্ধে পরীক্ষণ চালান পুর্‌কিনয়ী ( Purkinjie ); বর্ণ-মিশ্রণ ( colour-mixture )-সম্বন্ধে পরীক্ষণ করেন প্রথমে মুস্‌শেন্‌ব্রোয়েক্ ( Musschenbrök ) এবং পরে মাক্সভেল্ ( Maxwell ); বর্ণ-সংবেদনের জন্য চক্ষুর মধ্যে কয়টি উপাদান থাকিতে পারে সে সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই টমাস ইয়ং ( Thomas Young ) এবং কবি গোয়েট্‌হে ( Goethe )-র যে যে মতবাদ ছিল সেইগুলি

হেল্‌মহোলৎস্ ( Helmholtz ) এবং হেরিং ( Hering ) পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করেন।

পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার পথিকৃৎগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইলেন ভিল্‌হেল্‌ম্ ভুণ্ড্‌ট্ ( Wilhelm Wundt )।[৩৮] বাস্তবিক, ইঁহাকেই পরীক্ষণলমূক মনোবিদ্যার জনক বলা যাইতে পারে। ইনিই সর্বপ্রথম ১৮৭৯ সালে লাইপ্‌ৎসিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার গবেষণাগার স্থাপন করেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু প্রখ্যাতনামা মনোবিৎ তাঁহার গবেষণাগারে তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন।

ভুণ্ড্‌টের বিখ্যাত গ্রন্থ হইল *Principles of Physiological Psychology* ; তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মনোবিদ্যা ও শারীরবৃত্তীয় বিদ্যাকে ( Psychology এবং Physiology ) পরস্পর হইতে পৃথক্ করা যায় না, কারণ দেখা যায় যে, যে উদ্দীপকের উপর আমরা প্রতিক্রিয়া করি, তাহা মনোরাজ্যে কোন না কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করে। তিনি 'মানসিক উপাদানের' অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

যে সমস্ত মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া পূর্ব হইতেই বিভিন্ন গবেষণাগারে ( বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যার ও শারীরবৃত্তীয় বিদ্যার গবেষণাগারে ) আলোচনা চলিতেছিল এবং বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে যাহাদের পরিমাপের প্রচেষ্টা চলিতেছিল ভুণ্ড্‌ট্ প্রধানতঃ সেইগুলিকেই সুসংবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। (ক) প্রথমে তিনি চাক্ষুষ ও শ্রৌত্র সংবেদন ( sensations of vision and hearing ) লইয়া গবেষণা করেন। (খ) হেল্‌মহোল্‌ৎস্ প্রমুখ-প্রদর্শিত পথে তিনি প্রতিক্রিয়াকাল ( reaction time ) সম্বন্ধে পরীক্ষণ চালান। তিনি লক্ষ্য করেন যে, বিষয়ী বা পরীক্ষণ-পাত্র ( subject of experiment ) যদি উদ্দীপকের প্রতি

৩৮ ভুণ্ড্‌ট্ ১৮৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাইডেল্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ্. ডি. এবং এম্. ডি. উপাধি লাভ করেন। তিনি প্রথমে হাইডেলবার্গে হেলম্‌হোলৎসের সহকারী হিসাবে কার্য করেন এবং ধীরে ধীরে শারীরবৃত্তীয় বিদ্যা হইতে মনোবিদ্যার প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৫ সালে তিনি লাইপ্‌ৎসিগের দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯২০ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ঐ কার্যে তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

মনোযোগ রাখেন তাহা হইলে একপ্রকার, আর প্রতিক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ দান করিলে আর-এক প্রকার, প্রতিক্রিয়াকাল ( reaction time ) হইবে। (গ) তিনি ফেক্‌নার-অনুসৃত পথে শারীর-মনোবিদ্যা ( Psycho-physics ) সম্বন্ধে গবেষণা চালান; তবে উদ্দীপকের ন্যায় সংবেদনকে যে আঙ্কিক সংকেতে বা পরিমাণগতভাবে প্রকাশ করা যায়, ফেক্‌নারের এই মত তিনি গ্রহণ করেন নাই। (ঘ) অনুষঙ্গ ( association )-সম্বন্ধে তিনি গ্যাল্‌টনের পন্থায় পরীক্ষণ চালাইতে থাকেন; তবে তিনি তাঁহার পরীক্ষণ-পাত্র বা বিষয়িগণের নিকট ইহাই বলিতেন যে, 'উদ্দীপক' হিসাবে কোন শব্দ বা পদ ব্যবহার করিলে তাঁহারা যেন অপর-একটি পদ 'প্রতিক্রিয়া' হিসাবে ব্যবহার করেন—প্রতিরূপ ( image )-বহুল কোন বর্ণনা দিবার প্রয়োজন নাই।

এই সমস্ত ক্ষেত্র ব্যতীত 'সমষ্টি-মন' ( group mind )-এর আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হ'ন এবং তাঁহার *Folk Psychology* আধুনিক কালের সমাজ মনোবিদ্যার পথপ্রদর্শক বলা যায়।[৩৯]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন মনোবিদের উপর ভুণ্ড্‌টের প্রভাব ছিল অপরিসীম।[৪০] ইঁহাদের মধ্যে ক্রেপেলিন ( Kraepelin ) ও সম্‌মার ( Sommer ) অস্বভাবী মনের ক্ষেত্রে ভুণ্ড্‌টের প্রণালী প্রয়োগ করেন। অনুষঙ্গ এবং মনোযোগ সম্বন্ধে আলোচনাকে ক্যাটেল ( Cattell ) আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করেন। আমেরিকায় তাঁহার মতের প্রচার করেন টিচেনার ( Titchener )—ভুণ্ড্‌টের আদর্শে তিনিও ছিলেন গঠনবাদী ( Structuralist ) এবং ভুণ্ড্‌টের ন্যায় তিনিও মৌলিক মানসিক উপাদান ( mental elements )-এর অস্তিত্বে

৩৯ ভুণ্ড্‌টের অবদান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধ 'Wilhelm Wundt: His Contributions to Psychology and Philosophy' ( *Calcutta Review*, June, 1961 ) দ্রষ্টব্য।

৪০ ভুণ্ড্‌টের অনুগামিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন :—Stanley Hall, Cattell, Wolfe, Pace, Scripture, Angell, Witmer, Warren, Patrick, Stratton, Judd, Tawney, Titchener, Kræpelin, Münsterberg, Störring, Kirschmann, Lehmann, Külpe, Meumann, Marbe, Kiesow, Lipps, Krüger, Merkel, Lange, Martius.

বিশ্বাসী ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ভুণ্ডটের মতকে সরল করেন।

আমরা এইখানেই পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম। প্রথমে সংবেদনের ক্ষেত্রে পরীক্ষণের প্রয়োগ শুরু হয় এবং ক্রমশঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ প্রসার লাভ করে। বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আজ মনোবিদ্যার সকল শাখাতেই পরীক্ষণ-পদ্ধতি অল্পবিস্তর প্রযুক্ত হইতেছে। তাই আজ আর মনোবিদ্যার কোন বিশেষ শাখাকে 'পরীক্ষণমূলক' বলিয়া অভিহিত করার সার্থকতা নাই।

# চতুর্থ অধ্যায়

## মনোবিদ্‌গণের বিভিন্ন সম্প্রদায়

পূর্বেই বলা হইয়াছে মনোবিদ্যা একটি নূতন বিজ্ঞান। সেইজন্য মনোবিদ্যা বিজ্ঞান হিসাবে সম্যক্ উন্নতি করিলেও ইহার বিষয়বস্তু, আলোচনা-পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে কয়েকটি বিভিন্ন সম্প্রদায় ( ইংরাজীতে যাহাকে বলে school of psychology ) গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ইহাদের মতবাদ আলোচনা করিব।

### ১। গঠনবাদ ( বা অবয়ববাদ ) এবং ক্রিয়াবাদ (Structuralism and Functionalism ) :

মনকে আলোচনা করা মনোবিদের কার্য; কিন্তু কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনকে দেখা উচিত? মন কি বিভিন্ন 'উপাদান' দ্বারা গঠিত বস্তুর ন্যায়, অথবা উহা সদা কার্যশীল সত্তা-বিশেষ?

(ক) একদল মনোবিৎ বলেন যে, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করিতে হইলে উহাদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাঁহারা বলেন যে, মনোবিদের কার্য রসায়নশাস্ত্রবিদের কার্যের সহিত তুলনীয়—কোন মিশ্র-পদার্থের রাসায়নিক ব্যাখ্যা করিতে হইলে উহাকে বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষণ করিতে হয়: যেমন, উদজান ( hydrogen )-এর দুই অণু এবং অম্লজান ( oxygen )-এর এক অণু লইয়া জল গঠিত—সুতরাং জলকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য রাসায়নিক এই দুই উপাদানের উল্লেখ করিবেন। সেইরূপ **জটিল মানসিক অবস্থাগুলি কতকগুলি সরল উপাদান (elements)-এর সমন্বয়; অতএব উহাদের সম্যক্ ব্যাখ্যার জন্য ঐ সব উপাদানের উল্লেখ প্রয়োজন। এই মতবাদের নাম অবয়ববাদ বা গঠনবাদ** ( Structuralism ), কারণ এই মতের সমর্থকেরা বিবিধ মানসিক অবস্থাসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ উপাদান দ্বারা সংগঠিত যৌগিক পদার্থ-বিশেষ মনে করেন।

অপরপক্ষে আর-একদল মনোবিৎ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, **মানসিক অবস্থাগুলি স্থিতিশীল জড়পদার্থ** ( static compound )

**নহে; উহারা ক্রিয়াধর্মী, উহারা গতিশীল** (dynamic)। **সুতরাং মনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য মন কী কার্য করে তাহাই বলিতে হইবে। এই মতের নাম ক্রিয়াবাদ** ( **functionalism** ); **কারণ এই মতের সমর্থকেরা মানসিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই মনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।**

(খ) অবয়ববাদীরা কোন মানসিক অবস্থার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য **অন্তর্দর্শন-প্রণালী** ( **introspective method** )-**এর সাহায্য গ্রহণ করেন**; তাঁহারা মনে করেন যে, অন্তর্দর্শনের ক্ষমতা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করিবার জন্য মনোবিদের বিশেষভাবে শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন এবং এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত মনোবিদ্‌রাই মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ সুষ্ঠুভাবে করিতে পারেন।

ক্রিয়াবাদীরা মনের বাহ্য ব্যবহার পর্যালোচনা করার জন্য **বাহ্যদর্শন-প্রণালী** ( **extrospection বা objective method** )-এর **উপরই অধিকতর আস্থাশীল।**

( গ ) অবয়ববাদীরা মনের অবস্থাগুলির নিরীক্ষণকার্যে নিযুক্ত থাকেন; **তাঁহারা কেবলমাত্র দেখেন মনের কি কি অবস্থা আছে এবং উহাদের মধ্যে আবার কি কি উপাদান আছে।** তাঁহারা মানসিক অবস্থার অস্তিত্বের উপর জোর দেন বলিয়া এই মতবাদকে আবার **অস্তিত্ববাদী** মনোবিজ্ঞান ( existential psychology ) বলা হয়।

**ক্রিয়াবাদীরা মনের ক্রিয়াগুলি আলোচনা করেন বলিয়া তাঁহারা মনকে গতিশীল** বলিয়া বর্ণনা করেন। এইজন্য তাঁহাদের মনোবিদ্যাকে **'গতীয় মনোবিদ্যা'** ( dynamic psychology ) এই আখ্যা দেওয়া হয়।

(ঘ) ব্যক্তি-বিশেষের মনকে আলোচনা করিবার কালে গঠনবাদী বা অবয়ববাদীরা বলিবেন উহার মনে কি কি চিন্তন, অনুভূতি বা প্রতিরূপ আছে, অর্থাৎ কোন **উপাদানের অস্তিত্বের** উপর তাঁহারা গুরুত্ব আরোপ করিবেন। ক্রিয়াবাদীরা কিন্তু ঐরূপ বর্ণনা করিবার জন্য বলিবেন যে, ব্যক্তি-বিশেষ চিন্তা **করিতেছে** বা অনুভূতি বোধ **করিতেছে**, অর্থাৎ তাঁহারা বলিবেন যে চিন্তা বা অনুভূতি বলিয়া কোন মানসিক উপাদান তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা জানেন **চিন্তন-প্রক্রিয়া, অনুভূতি-প্রক্রিয়া।**

(ঙ) গঠনবাদীরা বা অবয়ববাদীরা **সাধারণতঃ যান্ত্রিকতাবাদ** ( **mechanism** )-**এর মাপকাঠিতে মানসিক অবস্থাগুলির সংমিশ্রণ**

**ব্যাখ্যা করেন**; অপরপক্ষে, অনেক ক্রিয়াবাদী **মানুষের ব্যবহার বা ক্রিয়াকে কোন উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় হিসাবে** দেখেন, অর্থাৎ ক্রিয়াবাদীদের অনেকে উদ্দেশ্য-সাধনবাদ ( teleology )-এর সমর্থক।

**সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ**

উপরে আমরা এই মতবাদদ্বয়ের পার্থক্য বর্ণনা করিলাম। এখন আমরা উহাদের উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিব।

উইলিয়াম জেম্‌স্ তাঁহার *Principles of Psychology* নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এক পাদটীকায় 'গঠন' (structure) এবং 'ক্রিয়া' ( function ) পদ দুইটি প্রথম ব্যবহার করেন। এক হিসাবে জেম্‌সের পূর্বেই জার্মান লেখকদের মধ্যে ( ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ) এই দুইটি পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিয়াছিল। ভুণ্ড্‌ট্ (Wundt) তাঁহার পুস্তকে ( *Grundzüge der physiologischen Psychologie* ) 'অন্তর্দর্শনপ্রাপ্ত অবস্থা' ( observed states )-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টতঃই গঠনবাদমূলক। অপরপক্ষে, ব্রেণ্টানো ( Brentano ) তাঁহার পুস্তকে ( *Psychologie vom empirischen Standpunkte* ) 'মানসিক ক্রিয়া'র কথা বলিয়াছেন, যেমন, ধারণা করা, চিন্তা করা, ঘৃণা করা, স্নেহ করা। ভুণ্ড্‌ট্ যে সমস্ত মানসিক অবস্থার কথা বলিয়াছেন, সেইগুলি আন্তর অভিজ্ঞতা বা অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত; ব্রেণ্টানো যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার কথা বলিয়াছেন বাহ্যবস্তুর সহিত সেগুলি সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সহিত সম্পর্কের ফলেই এই সমস্ত ক্রিয়ার অভ্যুদয়।

ভুণ্ড্‌টের পথ অনুসরণ করেন কুয়েল্‌পে ( Külpe ) এবং এবিংহাউস্ ( Ebbinghaus )। ভুণ্ডটের মতবাদ বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আমেরিকায় প্রচার করেন ই. বি. টিচ্‌নার ( E. B. Titchener )। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার মতে মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির বিশ্লেষণ করাই মনোবিদ্যার কাজ। তিনি বলেন **সংবেদন** ( sensation ), **প্রতিরূপ** ( image ), **অনুভূতি** (affection) এই তিনটি সকল মানসিক অবস্থার 'মূল উপাদান' (element) এবং ইহাদের 'সংমিশ্রণে' বিভিন্ন জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়।

টিচ্‌নারের মতের প্রবর্তনের পর হইতেই মনোবিদ্যার উপর জীববিদ্যার

প্রভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। জীববিদ্যার প্রভাবে মনোবিদ্‌গণ মনে করিতে লাগিলেন যে, বাহ্য অবস্থার সহিত প্রতিযোজনের জন্য প্রত্যক্ষ করা, চিন্তা করা, বিচার করা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়া দেখা দেয়। সেই সময় হইতে ক্রিয়াবাদের প্রসার ঘটিতে লাগিল। ক্রিয়াবাদ-প্রচারের ব্যাপারে অগ্রণী হইলেন জে. আর্. এঞ্জেল ( J. R. Angell )। টিচ্‌নারের অনুগামিগণ কোন্ কোন্ মানসিক অবস্থা আছে তাহা নিরূপণ করিয়াই আলোচনা সমাপ্ত করিলেন, কিন্তু এঞ্জেল ইত্যাদি ক্রিয়াবাদিগণ কোন মানসিক ক্রিয়া কেন ঘটে এবং কিরূপে দেখা দিল তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রিয়াবাদের প্রচলনের পর হইতেই অবয়ববাদের আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া আসিল। আজিকার দিনের মনোবিদ্যার বিভিন্ন সম্প্রদায়—যথা, ওয়াট্‌সনের ব্যবহারবাদ, ম্যাক্‌ডুগালের উদ্দেশ্যসাধনবাদ, কফ্‌কা ইত্যাদির 'গেস্টাল্‌ট্'বাদ, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদ—সবই ক্রিয়াবাদের সমর্থক। এই দিক্ হইতে দেখিলে আমরা বলিব যে, অবয়ববাদ মনোবিদ্যার ইতিহাসে এক পরিসমাপ্ত অধ্যায়। তবে আধুনিক পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার ভিত্তি-স্থাপনায় ইহার অবদান অপরিসীম ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

## ২। ব্যবহারবাদ বা চেষ্টিতবাদ ( Behaviorism ) ঃ

মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা করেন ভুণ্ড্‌ট্; কিন্তু তিনি কেবল চেতনার বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন মানসিক উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা করেন এবং এইজন্য প্রধানতঃ অন্তর্দর্শনের পন্থা তিনি অবলম্বন করেন; তাঁহার অনুসৃত পথ অবলম্বন করেন টিচ্‌নার। ( পূর্ব অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

এইপ্রকার মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে বর্তমান শতকের প্রারম্ভে যাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন জন্ বি. ওয়াট্‌সন্ ( John B. Watson ) তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার মতবাদের নাম **চেষ্টিতবাদ বা ব্যবহারবাদ (Behaviorism)**। এই মতের সমর্থকেরা **মানুষকে একটি সজীব যন্ত্র মনে করেন**। যন্ত্রের পরিচয় উহার কার্য বা ব্যবহারের মাধ্যমে। সুতরাং মানুষেরও পরিচয় তাহার বাহ্য ক্রিয়া বা ব্যবহারের মাধ্যমে। 'মানুষকে জানিতে হইলে তাহার

বাহ্য ক্রিয়া পরিদর্শন করিতে হইবে'—এই কথা ভুণ্ড্‌ট্‌, টিচ্‌নার ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিকেরা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া ওয়াটসন্‌ অভিযোগ করেন।[১] প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মনস্তাত্ত্বিকেরা আত্মাকেই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু মনে করিতেন; ভুণ্ড্‌ট্‌ ইত্যাদি 'আত্মা' শব্দের পরিবর্তে 'চেতনা' পদের ব্যবহার প্রচলন করিলেন—ওয়াট্‌সনের মতে ভুণ্ড্‌টের দলের ইহাই একমাত্র 'অবদান'; কিন্তু ইহার সার্থকতা বিশেষ কিছুই নাই, কারণ তথাকথিত এই চেতনা-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না।

ব্যবহারবাদের প্রসারে কেবলমাত্র ভুণ্ড্‌টীয় মনোবিদ্যার প্রতি বিরোধি-মনোভাবই ইন্ধন প্রদান করিয়াছিল তাহা নহে। প্রাণি-মনোবিদ্যা (animal psychology)-তে অন্তর্দর্শনের কোন স্থান নাই; সেই প্রাণি-মনোবিদ্যা ওয়াট্‌সনের সময়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সুতরাং তিনি ভাবিলেন যে, অন্তর্দর্শন পরিহার করিয়া প্রাণি-মনোবিদ্যা যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, সেইরূপ মানুষের মনের আলোচনাও অন্তর্দর্শন পরিহার করিলে সুফল পাইবে।[২] থর্নডাইক্‌ (Thorndike), বেক্‌টেরেভ্‌ (Bechterev), পাভ্‌লভ্‌ (Pavlov) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মনুষ্যেতর বিভিন্ন জীবের উপর গবেষণা করিয়া যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেগুলি ব্যবহারবাদ গঠনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এখন ব্যবহারবাদের মূল কথা আলোচনা করা যাউক্‌:

(১) ব্যবহারবাদীরা তাঁহাদের আলোচনায় 'মন' ও 'চেতনা' পদ সর্বদাই পরিহার করিয়া চলেন; শুধু তাহাই নহে, যে পদ 'মন' ও 'চেতনার' অস্তিত্ব-মাত্রও ইঙ্গিত করে এমন পদের ব্যবহার তাঁহারা যুক্তিযুক্ত মনে করেন

১ ".....visual observation of how people actually behave is a much more reliable way of testing assumptions about human behaviour than reliance on introspective evidence...After all, they said, what are these externally unobservable goings-on which were referred to as mental contents? Are not these queer 'imageless thoughts' very unsubstantial and impure data..... ?" (Brett's ***History of Psychology***, Abridged Ed., p. 664).

২ ওয়াট্‌সনের ভাষায়, ".....a statement in terms of objective results would be far more valuable.....If this is done, work.....on the human being will be directly comparable with the work on animals."

না। যেমন, তাঁহারা 'সংবেদন' ( sensation ) পদটি ব্যবহার না করিয়া 'প্রতিক্রিয়া' পদটি ব্যবহার করেন; অর্থাৎ আমরা যাহাকে চাক্ষুষ সংবেদন ( visual sensation ), রাসন সংবেদন ( gustatory sensation ) ইত্যাদি বলিব, ব্যবহারবাদীরা সেইগুলিকে চাক্ষুষ প্রতিক্রিয়া ( visual reaction ), রাসন প্রতিক্রিয়া ( gustatory reaction ) ইত্যাদি বলিবেন।

মোট কথা, **আমরা যেগুলিকে মানসিক অবস্থা বলিয়া থাকি, ব্যবহারবাদীরা সেইগুলিকে বাহ্য-উদ্দীপক-প্রসূত ব্যবহার বা ক্রিয়া** বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা এইজন্য **'উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া'** ( Stimulus→Response, বা সংক্ষেপে, S→R ) এই সূত্র সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

(২) ব্যবহারবাদীরা কোন **সহজাত সংস্কার** ( instinct )**-এ বিশ্বাসী নহেন।** কোন সহজাত সংস্কারে বিশ্বাস করিতে হইলে সংস্কারের ধারক ও বাহক হিসাবে মানসিক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য তাঁহারা সহজ-প্রবৃত্তি বা সংস্কারে বিশ্বাসী নহেন।

(৩) আমরা সচরাচর বিশ্বাস করি যে, জন্মাবধি প্রতি ব্যক্তিই বংশ-পরম্পরায় কতকগুলি গুণের অধিকারী হয়। **ব্যবহারবাদীরা বংশ-প্রভাব** ( heredity )**-এর পরিবর্তে পরিবেশ** ( environment )**-কে ব্যক্তিত্বের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করেন।** মন বলিয়া যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মানসিক গুণের অধিকারী হইবে, এ কথা স্বীকার করা যায় না।[৩] যে-কোন শিশুকে যে-কোন পরিবেশের মধ্যে রাখিয়া আমরা তাহাকে আমাদের পছন্দমত

৩ পরিবেশবাদ (Environmentalism) যে কেবলমাত্র ব্যবহারবাদীরাই সমর্থন করেন, তাহা নহে; তবে ব্যবহারবাদ পুরাপুরি সমর্থন করিলে শেষ পর্যন্ত পরিবেশবাদকেই মানিতে হয়। ওয়াট্‌সন্ যে সহজ-প্রবৃত্তি ও বংশপ্রভাবের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন, তাহাও ধীরে ধীরে। ১৯১৪ সালে যখন তিনি প্রাণি-মনোবিদ্যার উপর পুস্তক রচনা করেন, তখনও তিনি সহজ প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯২৪ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহার *'Behaviorism'* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তখন তিনি পরিবেশবাদের পূর্ণ সমর্থক হ'ন। মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর পরিবেশের একচ্ছত্র আধিপত্য ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন, ".....any type of specialist I might select—doctor, lawyer, artist merchant-chief and, yes, even beggar -man and thief, regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, vocations and race of his ancestors." ( ***Behaviorism***, p. 82).

ব্যক্তিত্ব দান করিতে পারি, ইহাই ওয়াট্‌সন্ দাবী করেন। যদি আমরা কোন শিশুকে দার্শনিক করিতে চাহি, তাহা হইলে আশৈশব তাহাকে দার্শনিকদের গোষ্ঠীতে রাখিয়া দিলেই চলিবে। আবার যদি তাহাকে দস্যু বা ডাকাত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে ডাকাতদের দলে রাখিলেই হইবে।

(৪) আবেগসম্বন্ধে ব্যবহারবাদীরা বলেন যে, উহা মনের অনুভূতি নহে। মনই নাই ত' মনের অনুভূতি থাকিবে কি করিয়া? **তথাকথিত আবেগ দেহযন্ত্রের পরিবর্তন বা আলোড়ন ব্যতীত আর কিছুই নহে।** আবেগের সময় আমাদের মুখমণ্ডল, স্বরযন্ত্র, বাহুযুগল, পদযুগল ইত্যাদি অবয়বে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। তাহা ছাড়া, দেহের অভ্যন্তরে অন্ত্র ও গ্রন্থিগুলি দ্বারাও পরিবর্তন সাধিত হয়। **আবেগ অর্থে ঐ সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর (বিশেষতঃ, আভ্যন্তর) পরিবর্তনের সমন্বয় বুঝায়।**[৪]

(৫) স্মৃতিসম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস এই যে, মনের অবচেতন স্তরে পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি (images) থাকে এবং অনুষঙ্গের (association) ফলে উহারা জাগরিত হয়। ব্যবহারবাদীরা মন এবং উহার চেতন-অবচেতন স্তরে আস্থাবান্ নহেন; এইজন্য তাঁহাদের পক্ষে স্মৃতির ব্যাখ্যাদান নিতান্ত দুরূহ। ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন্ শেষ পর্যন্ত বলিলেন যে, **তিনি 'স্মৃতি' বলিয়া কোন মানস অবস্থা স্বীকার করেন না এবং তথাকথিত স্মৃতি এক প্রকার পূর্বরচিত বাক্‌যন্ত্রীয় বা আন্তরযন্ত্রীয় সংগঠন মাত্র।**[৫]

(৬) শিক্ষণ (learning) সম্বন্ধেও ব্যবহারবাদীরা এক বিচিত্র

---

৪ ওয়াট্‌সন্ প্রক্ষোভ বা আবেগকে প্রধানতঃ আন্তরযন্ত্রীয় পরিবর্তন বলিয়া মনে করেন। তাঁহার ভাষায়, "Notwithstanding the fact that in all emotional responses there are overt factors, such as the movement of the eyes and the arms and the legs and the trunk, visceral and glandular factors predominate." (*Behaviorism*, p. 130). আবেগ সম্বন্ধে ব্যবহারবাদীদের এই মতবাদ জেম্‌স্ ও লাঙ্গে প্রদত্ত মতবাদ (*James-Lange Theory of Emotion*)-এর সহিত তুলনীয়।

৫ ওয়াট্‌সন্ বলেন, "The behaviorist never uses the term 'memory'," "Memory in the behaviorist's sense is any exhibition of manual, verbal or visceral organization put on prior to the time of the test." (*Ibid.*, pp. 177, 190).

মতবাদ পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে **সকল শিক্ষণই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** ( conditioned reflex )-**এর ফল**।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া এমনই একটি সরল অনৈচ্ছিক ক্রিয়া যাহাতে উদ্দীপকের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগমাত্র তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; যেমন, চক্ষুর উপর হঠাৎ প্রখর আলোকপাত হইলে, আমরা তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করি; আবার, হস্ত যদি হঠাৎ কোন উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ আমরা উহা সরাইয়া লই। এইসব ক্রিয়ার উপর আমাদের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব নাই—আমাদের গঠনই এইরূপ যে ইন্দ্রিয় ও উদ্দীপকের সংযোগ ঘটিলে উপযুক্ত কার্য **করিতেই** হইবে।

বেক্‌টেরেভ্‌ ও পাভ্‌লভ নামক দুইজন রুশীয় শরীরতত্ত্ববিৎ প্রত্যাবর্তক বা প্রতিবর্তক ক্রিয়া লইয়া গবেষণা করেন। পাভ্‌লভ্‌ কুকুরের উপর পরীক্ষা চালাইয়া দেখেন যে, কুকুরকে মাংস দিবার সময় যদি কয়েক দিন ধরিয়া ঘণ্টা বাজান যায়, তাহা হইলে পরে ঘণ্টা বাজাইলেই কুকুরের লালানিঃসরণ হয়। এই কার্যকে বলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ( conditioned reflex ) ক্রিয়া। এখানে লালানিঃসরণ একটি প্রতিক্রিয়া। ইহার সাধারণ উদ্দীপক ভোজ্যদ্রব্য; কুকুরটির ক্ষেত্রে যখন দেখা গেল যে, ঘণ্টাধ্বনি শুনামাত্র লালানিঃসরণ হইতেছে, তখন উহা সাধারণ উদ্দীপকের 'প্রতিকল্প উদ্দীপক' ( substitute stimulus ) হিসাবে কার্য করিতেছে বুঝিতে হইবে।

পাভ্‌লভের এই পরীক্ষণ ওয়াট্‌সনের মনকে প্রভাবিত করে। সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে, পুরাতন অভিজ্ঞতাকে নূতনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার শক্তি অর্জনই শিক্ষণের ফল। ওয়াট্‌সন্‌ মনকে স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে পুরাতন অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠে না। তিনি যান্ত্রিকতাবাদের সমর্থক; অতএব তিনি সকল কার্যকে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে নূতন শিক্ষণ মাত্রই—তাহা বল খেলাই হউক্‌ বা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নই হউক্‌—সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া। ( পৃঃ ৩৫০ )।

(৭) যেহেতু মন বলিয়া কিছু নাই, সেই হেতু 'চিন্তন' বলিয়া কোন মানসিক অবস্থা নাই। **যাহাকে আমরা সচরাচর চিন্তন বলি, তাহা**

৬ বেক্‌টেরেভ্‌ তাঁহার গবেষণায় বিষয়বস্তুকে associated reflex or অনুষঙ্গ-প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া বলিতেন।

**বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়া মাত্র।** ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে : চিন্তন যদি বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়ামাত্র হয়, তাহা হইলে যখনই চিন্তা করি, তখনই কোন শব্দ শুনা যায় না কেন? উত্তরে ব্যবহারবাদিগণ বলিবেন : যখন আমরা নীরবে চিন্তা করি, তখনও বাক্‌যন্ত্র ক্রিয়া করে; তবে সে ক্রিয়া এত সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত হয় যে কোন শব্দ শুনা যায় না। অতএব **নীরব চিন্তা হইল অনুচ্চারিত বাক্।**[৭]

**সমালোচনা :**

ব্যবহারবাদের সমালোচনা-কালে প্রথমেই আমাদের মনে হয় যে, ইহা **বিদ্রোহী মনের চরম মতবাদ।** ভুণ্ড্‌ট্ ও জেম্‌সের মনোবিদ্যার বিরোধিতা করিতে যাইয়া ওয়াট্‌সন্ যে কেবল অন্তর্দর্শনই পরিহার করিলেন তাহা নহে, শেষ পর্যন্ত তিনি মনকেই অস্বীকার করিয়া বসিলেন। আমরা কিন্তু বুঝিতে পারি না যে মনকে বাদ দিয়া কি করিয়া মনোবিদ্যা সম্ভব হয়? এ কথা সত্য যে, মন অন্যান্য জড়পদার্থের ন্যায় বাহ্য দ্রব্য নয় যে উহাকে কোন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যাইবে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে মনের কোন সত্তা নাই। **অন্তর্দর্শনের দ্বারা সকল মানসিক অবস্থা সকল সময় সঠিকভাবে জানা না যাইতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন মানসিক অবস্থার পশ্চাতে যে 'অহং-জ্ঞান' আছে তাহা কি অস্বীকার করা যায়?**

ইহা সত্য যে, অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণে কি অন্তর্দর্শন পরিহার করা যুক্তিসঙ্গত? মনোবিদ্যা এমনই একটি বিষয় যাহা কেবল বিষয়গত পদ্ধতি বা বাহ্যদর্শন ( objective method )-এর উপর নির্ভর করিতে পারে না; কারণ অন্তর্দর্শন হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে বাহ্যদর্শনের সুবিধা হয়। যে কখনও নিজের মনকে জানে না, সে অপরের মনের বাহ্য প্রকাশগুলিকে ব্যাখ্যা করিবে কি করিয়া?

৭ Thought=subvocal speech.

৮ যদি 'মন' বলিয়া কিছু না থাকে, তাহা হইলে ওয়াট্‌সন্ ১৯১৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার পুস্তকের নাম *Psychology from the Standpoint of a Behaviorist* দিলেন কেন? 'Psychology' পদটি psyche অর্থাৎ আত্মা শব্দ হইতে উদ্ভূত। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে মনের সত্তা অস্বীকার করিলেও তিনি 'মন'-পদটির মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই?

মানুষের ব্যবহার বা ক্রিয়া অতীব জটিল। এই সব জটিল ব্যবহারকে 'উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া' ( বা S→R ) এই সবল সূত্রদ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। যেমন, যদি ব্যবহারবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যখন অধ্যাপক 'ক্লাসে' প্রবেশ করিলেন, তখন 'উদ্দীপক' অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী দর্শন মাত্র তাঁহার বিষয়বস্তু তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং যেই ঘণ্টা শুনিলেন, তখন এই নূতন উদ্দীপক আসিয়া পুরাতন উদ্দীপকের কার্যকারিতা নষ্ট করিয়া দিল এবং অধ্যাপক ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া যাইলেন ( পৃঃ ১৭ দ্রষ্টব্য )। ব্যবহারবাদী ব্যতীত কেহই এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন না। অধ্যাপনা-রূপ উচ্চ স্তরের কার্য কেন, এমন কি অতি সাধারণ কার্যও ( যেমন, ট্রামে বাসে উঠা-নামা ইত্যাদি ), মনহীন যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব নহে; কারণ **সকল ক্ষেত্রেই সমগ্র পরিস্থিতি বুদ্ধি দ্বারা বুঝিলে তবেই উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সম্ভব।**[৯]

ওয়াট্‌সন্ বংশপ্রভাবকে অস্বীকার করিয়া ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রয়োজনীয় 'উপাদান'-কে অস্বীকার করিয়াছেন। **মানুষের ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র পরিবেশ-দ্বারাই গঠিত নহে।** মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর পরিবেশের প্রভাব আছে ইহা সুনিশ্চিত; কিন্তু তাই বলিয়া পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইয়া ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন করা যায়, ইহা স্বীকার্য নহে। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য ( individual differences ) লইয়া আধুনিক কালে যে সমস্ত বিজ্ঞান-সম্মত অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহাতে **বংশপ্রভাব** যে **ব্যক্তিগত পার্থক্য বহুলাংশে ঘটাইয়া থাকে** ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

আবার, সহজবৃত্তিকে অস্বীকার করিয়া ওয়াট্‌সন্ ভুল করিয়াছেন। **মানুষের ভিতর সহজবৃত্তি বা সহজাত সংস্কার এবং বুদ্ধিশক্তির সমন্বয় ঘটিয়াছে।** যেমন, ক্ষুধা মানুষের একটি সহজবৃত্তি। বাহিরের কোন উদ্দীপকের সহিত সংযোগ স্থাপিত না হইলেও ক্ষুধার প্রবৃত্তি ভিতর হইতে আসে; অর্থাৎ ক্ষুধার তাড়না বাহ্য উদ্দীপক দ্বারা জাগরিত হয় না বা খাদ্যের প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষার জন্য কোন প্রকার অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।

৯ উড্‌ওয়ার্থের W—S—Ow—R—W এই সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৯—১১ )।

**আবেগের যে ব্যাখ্যা** ওয়াট্‌সন্ দিয়াছেন, তাহাও **গ্রহণযোগ্য নহে**। সাধারণ মত হইল যে আবেগ মানসিক ধারণা হইতে উদ্ভূত বা উহার সহিত জড়িত। ওয়াট্‌সন্ মনকে অস্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আবেগ বা প্রক্ষোভকে দৈহিক প্রকাশের সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতেই দেখিতে পাই যে, **এই দৈহিক প্রকাশ-গুলি মানসিক অনুভূতির অনুগমন করে। সুতরাং এই দুইটি এক নহে।**

শিক্ষণসম্বন্ধে ব্যবহারবাদী যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাও বিশেষ সুষ্ঠু নহে। সকল প্রকার শিক্ষণকার্যকে ওয়াট্‌সন্ যান্ত্রিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ারই রূপান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। **মানুষের ক্রিয়া অতীব জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাহার এই ক্রিয়ার জটিলতা ও বৈচিত্র্যকে কোন একটি বিশেষ ক্রিয়াতেই রূপান্তরিত করা যায় না।** সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন আদি (original) উদ্দীপক এবং প্রতিকল্প (substitute) উদ্দীপকের অনুষঙ্গ। আমাদের প্রশ্ন হইল: যখনই আমরা কোন কিছু শিখিবার চেষ্টা করি, তখনই কি আদি উদ্দীপক ও প্রতিকল্প উদ্দীপক কিছু দিন বা কয়েকবার সর্বদাই পাশাপাশি থাকে? তাহা ছাড়া, সকল শিক্ষণেরই মূলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া থাকে, ইহা কি সত্য? মোটরগাড়ী চালনা শিক্ষার কথা ধরা যাউক্। যে অর্থে হঠাৎ চোখের উপর তীব্র আলো পড়িলে সকলে চোখ বুজিয়া ফেলি, সেই অর্থে মোটরগাড়ী কি সকলের ক্ষেত্রেই সাধারণ উদ্দীপকভাবে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? তাহা ছাড়া, এখানে আদি উদ্দীপকই বা কী, আর প্রতিকল্প উদ্দীপকই বা কী? বাস্তবিকই শিক্ষণমাত্রই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া হইতে পারে না।

মনকে অস্বীকার করার ফলে চিন্তনসম্বন্ধে ওয়াট্‌সন্ অতি অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে চিন্তন মাত্রেই বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়া (কখনও বা সরব আর কখনও বা নীরব)। ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা অনেক সময় চিন্তা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দের অভাব বোধ করিতাম না, কারণ যখনই চিন্তা করি তখনই ত' ওয়াট্‌সনের মতে বাক্‌যন্ত্র ক্রিয়া করিতেছে, আর বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার ফলেই ত' শব্দের সৃষ্টি। তাহা ছাড়া, যদিও বা 'চিন্তন=বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়া' ইহা সত্য হয়, তাহা

হইলেও কি আমরা বলিতে পারি 'বাক্‌যন্ত্রের ক্রিয়া=চিন্তা'? অনেক সময়, কিছু না বুঝিয়াও আমরা মুখস্থ বলিয়া যাইতে বা পড়িয়া যাইতে পারি; অর্থাৎ চিন্তা নাই, অথচ বাক্‌যন্ত্র ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে।[১০] **বাস্তবিক চিন্তা কোন যান্ত্রিক ক্রিয়া নহে—ইহার মধ্যে বোধশক্তি বা ধী-শক্তির প্রয়োজন।** সুস্থ মনের চিন্তার মধ্যে একটি সুসামঞ্জস্য থাকে বা চিন্তাধারাগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র থাকে এবং চিন্তা বিভিন্নমুখী, বৈচিত্র্যময় ও অভিনবত্ব-পূর্ণ হইতে পারে। যান্ত্রিকতাবাদের সাহায্যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা সম্ভব নহে।

### ৩। গেস্টাল্ট্ মতবাদ ( Gestalt Psychology ):

'গেস্টাল্ট্' ( gestalt ) একটি জার্মান শব্দ। ইহার সঠিক প্রতিশব্দ নির্ণয় করা দুরূহ। ইহার মোটামুটি অর্থ হইল **'আকার'** বা **'রূপ'**। ইংরাজী 'ফর্ম' ( form ) 'প্যাটার্ন' ( pattern ) বা 'কন্‌ফিগারেশন' ( configuration ) ইহার প্রতিশব্দ ধরা হয়। ইহার পরিভাষা বা প্রতিশব্দ দুরূহ বলিয়া মূল জার্মান পদটিই সচরাচর ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

ব্যবহারবাদের ন্যায় গেস্টাল্ট্ মতবাদও পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিরোধিতা করিয়া অগ্রসর হয়। ভুণ্ড্‌ট্ ইত্যাদি মনোবিদ্‌গণ মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করাকেই মনোবিদ্যার প্রধান কার্য মনে করিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, যে-কোন জটিল মানসিক অবস্থা কতকগুলি মূল উপাদানের সমন্বয় এবং ঐ সমন্বয় অনুষঙ্গের ফলে সাধিত হয়।

গেস্টাল্ট্‌বাদীরা এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন যে, **বিশ্লেষণের ফলে মানসিক অবস্থার স্বরূপ জানা যায় না।** ইট, পাথর, চূণ, সুরকি ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ উপাদানের সাহায্যে যেভাবে

---

১০ উড্‌ওয়ার্থ বলেন : "I personally do not accept the equation, thought=speech.....I often have difficulty in finding the word required to express a meaning which I certainly have 'in mind'. I get stuck, not infrequently, for even a familiar word. Another reason is that you certainly cannot turn the equation around and say that speech=thought." (*Contemporary Schools of Psychology*, p. 75).

একটি বাড়ী তৈয়ারী হয়, সেইভাবে **বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে কোন মানসিক অবস্থা গঠিত হয় না।**[১১]

### গেস্টাল্ট্‌বাদ বনাম ব্যবহারবাদ ঃ

যদিও ব্যবহারবাদীদের ন্যায় গেস্টাল্ট্‌বাদীরা পূর্বতন মতবাদের বিরোধিতা করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্।

(১) ব্যবহারবাদী এবং গেস্টাল্ট্‌বাদীরা ভুণ্ডট্ ও টিচেনার দ্বারা অনুসৃত অন্তর্দর্শন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্যবহারবাদীরা অন্তর্দর্শন-প্রণালী ত্যাগ করেন, যেহেতু তাঁহাদের মতে 'মন' বলিয়া দেহ হইতে পৃথক্ কোন মানসিক সত্তা নাই; আর গেস্টাল্ট বাদীরা বলেন যে, অন্তর্দর্শন সম্ভব, কিন্তু অন্তর্দর্শনের উদ্দেশ্য যদি মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ হয়, তাহা হইলে ইহা নিরর্থক।

(২) ব্যবহারবাদী ও গেস্টাল্ট্‌বাদীরা উভয়েই 'সংবেদন'-রূপ সরল উপাদান পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্যবহারবাদীরা বলেন, সংবেদন বলিয়া কোন মানসিক অবস্থা নাই, উহা প্রকৃতপক্ষে দৈহিক ক্রিয়া-বিশেষ; আর গেস্টাল্ট্‌বাদীরা বলেন যে, সংবেদনরূপ কোন পৃথক্ 'সরল উপাদান' নাই।

(৩) ব্যবহারবাদী ও গেস্টাল্ট্‌বাদীরা উভয়েই অনুষঙ্গবাদের বিরোধিতা করেন। ব্যবহারবাদীদের বিরোধিতার কারণ হইল যে, অনুষঙ্গবাদীরা অভিজ্ঞতা ও মানসিক অবস্থার উপর আস্থাশীল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহাতিরিক্ত কোন মানসিক অবস্থা নাই। গেস্টাল্ট্‌বাদীদের বিরোধিতার কারণ হইল যে, তাঁহাদের মতে মানসিক অবস্থাগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় না এবং অনুষঙ্গরূপ কোন বাহ্যশক্তি উহাদের সমন্বয় সাধন বা সংগঠন করিতে পারে না।

### গেস্টাল্ট্ মতবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

গেস্টাল্ট্ মতবাদের প্রথম অভ্যুদয় জার্মানীতে ১৯১২ খৃঃ অব্দে হইয়াছিল বলা যায়। এই মতের প্রবর্তক হইলেন মাক্স ভের্টহাইমের (**Max**

১১ অনুষঙ্গবাদী পূর্বতন মনোদ্‌গণের মনোবিদ্যাকে ইঁহারা 'Brick-and-mortar-psychology' বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেন। গেস্টাল্ট্ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অনুষঙ্গবাদের সমালোচনার জন্য Köhler-প্রণীত *Gestalt Psychology* দ্রষ্টব্য।

Wertheimer ), কুর্ট কফ্‌কা ( Kurt Koffka ) এবং ভোল্‌ফগাঙ্গ্‌ কোয়েলার ( Wolfganag Köhler )।[১২]

গেস্টাল্ট মতবাদের মূল কথা হইল যে, আমরা **সকল বস্তুকেই সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করি, কোন বস্তুর অংশগুলি পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষ করি না** এবং যে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুগুলি পরস্পরের **অতি নিকটবর্তী** অথবা যাহাদের ভিতর **সাদৃশ্য** আছে, সেইরূপ বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না দেখিয়া **সমষ্টিগতভাবে দেখি।**

গেস্টাল্ট্‌ বা সামগ্রিক আকার লইয়া যথাযথভাবে পরীক্ষণ শুরু করেন ভের্ট্‌হাইমের। তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল নিশ্চল ছবির ভিতর গতি-প্রত্যক্ষ ( perception of movement )। তিনি ছবির পরিবর্তে সরলরেখা ব্যবহার করিয়াছিলেন। যদি প্রথমে একটি সরলরেখা দেখান হয় এবং তাহার অব্যবহিত পরেই,—যেমন $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ড বা ০·০৬০ সেকেণ্ড বাদেই—যদি একই আকারের অপর একটি সরলরেখা দেখান হয়, তাহা হইলে মনে হয় যে একই রেখা যেন একস্থান হইতে অপর স্থানে সরিয়া গেল। ঐ দুইটি রেখা প্রক্ষেপণের সময় যদি আরও কমাইয়া দেওয়া হয় ( যেমন, উহা যদি $\frac{১}{৩০}$ বা ০·০৩০ সেকেণ্ড করা হয় ), তাহা হইলে আর কোন গতি প্রত্যক্ষ করা যাইবে না, তবে দুইটি সরলরেখাকে একই সময়ে পাশাপাশি দেখা যাইবে। আবার ; যদি একটি লম্বভাবে অবস্থিত সরলরেখার পরই একই আকারের আর-একটি সমান্তরাল রেখা অতি অল্প ব্যবধানের পরই দেখা যায়, তাহা হইলে মনে হয়, যেন একই রেখা ৯০° কোণ গঠন করিয়া পড়িয়া গেল ( পৃঃ ৬০৪ )।

তখন ভের্ট্‌হাইমের সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে আমাদের গুরুমস্তিষ্ক ( cortex বা cerebrum ) প্রথমে একটি রেখার অবস্থিতি, পরে আর-একটি রেখার অবস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া পরে উহাদের সংশ্লেষণ করে না। এরূপক্ষেত্রে প্রথম সংবেদনের প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয়টিতে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১২ এই তিন জনের পদবীর আদি অক্ষর লইয়া কেহ কেহ গেস্টাল্ট্‌-সম্প্রদায়কে K K. W. সম্প্রদায় বলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ইঁহাদেরও পূর্বে এরেন্‌ফেল্‌স্ (Ehrenfels) ১৮০০ খৃঃ অব্দে শব্দ-সংবেদন লইয়া গবেষণা করিবার সময় gestalt qualität পদটি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পূর্বতন মনোবিদ্‌গণ বলিতেন যে, একই বস্তুর অবস্থিতি আমরা যদি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিন্দুতে প্রত্যক্ষ করিয়া যাই, তাহা হইলে অনুমান করি যে উহা গতিশীল। গেস্টাল্ট্‌বাদীরা কিন্তু বলেন যে, গতিসম্বন্ধে জ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ। সেইরূপ প্রাক্তন মনোবিদ্‌রা বিশ্বাস করিতেন যে, দূরত্বসম্বন্ধে জ্ঞানও অনুমানলব্ধ, কিন্তু গেস্টাল্ট্‌বাদীরা বলেন যে উহা প্রত্যক্ষলব্ধ।[১৩]

গেস্টাল্ট্‌বাদীরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন বস্তুকে সমষ্টিভুক্তভাবে বা 'সমগ্র'ভাবে দেখি ( পৃঃ ৫৮৩-৮৪ )—

(ক) যে সব বস্তু পরস্পরের **সন্নিকটবর্তী**—যেমন, একটি ক্ষেত্রে যদি অনেকগুলি বিন্দু থাকে, যেগুলি পরস্পরের নিকটবর্তী—সেইগুলিকে একত্র প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

(খ) যে সব বস্তুর মধ্যে **সাদৃশ্য** আছে, যেমন, একটি ক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি ত্রিভুজ এবং কতকগুলি বৃত্ত অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে সদৃশ বস্তুগুলিকে—ত্রিভুজগুলিকে বা বৃত্তগুলিকে—আমরা সমষ্টিগতভাবে প্রত্যক্ষ করি।

(গ) যদি কোন সমগ্র বস্তুর অংশগুলি বিভিন্ন অবস্থায় পরস্পরের নিকটবর্তী থাকে, তাহা হইলে আমরা উহাদের **বিচ্ছিন্নতা অগ্রাহ্য** করিয়া একটি সমগ্রবস্তু প্রত্যক্ষ করি; যেমন, একটি বৃত্তকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিলে উহাদের বৃত্তাংশরূপে না দেখিয়া সমগ্র বৃত্তরূপেই দেখি।

(ঘ) যদি বিভিন্ন বস্তু **একই দিকে গতিশীল** হয়, তাহা হইলে উহাদের একত্রে প্রত্যক্ষ করি, যেমন, অনেকগুলি মোটরগাড়ী যদি একই দিকে ছুটিতে থাকে, তাহা হইলে সমষ্টিগতভাবে উহাদের গতিকে দেখি।

তাহা ছাড়া, গেস্টাল্ট্‌বাদীরা **মূর্তি** ( figure ) এবং **পটভূমি বা ক্ষেত্র** ( ground ), এই দুইটির পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, আমরা এক একটি বস্তুকে পৃথক্‌ভাবে দেখি। কিন্তু গেস্টাল্ট্‌বাদীরা বলেন, যখন **কোন বস্তুর মূর্তি** ( figure ) **আমরা**

১৩ এরেন্‌ফেল্‌স্‌ ও অষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের মনোবিদ্‌গণ সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য করিতেন। এরেন্‌ফেল্‌স্‌ বলিতেন যে, প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির ইন্দ্রিয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংবেদন গ্রহণ করে এবং পরে প্রত্যক্ষকারী উহাদের মধ্য হইতে 'সমগ্র মূর্তি' গঠন করিয়া লয়। ভের্টহাইমের, কোয়েলার ও কফ্‌কা —অর্থাৎ বার্লিন সম্প্রদায়ের মনোবিদ্‌গণ—বলেন যে, যদিই বা সংবেদনের পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে, গুরু-মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীতে উদ্দীপক পৌঁছিবামাত্র উহা সামগ্রিক আকার বা প্যাটার্নে রূপান্তরিত হয়।

**প্রত্যক্ষ করি, তখন উহাকে উহার ক্ষেত্র বা পটভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি না।** নদীতীরবর্তী কোন বৃক্ষকে প্রত্যক্ষ করিবার সময় আমরা বৃক্ষকে পৃথক্‌ভাবে দেখি না—বরং 'নদীতীর'-এই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই বৃক্ষটিকে দেখি।[১৪]

সেইরূপ বিভিন্ন বিশেষ অবস্থার উপযুক্ত প্রতিযোজক কার্য (adaptive behaviour) করিবার সময়ও আমরা 'সমগ্র অবস্থা'র পরিপ্রেক্ষিতেই উপযুক্ত প্রতিযোজক ক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়া থাকি। যখন কোন বুদ্ধিশীল জীব নূতন অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন কী ভাবে কার্য করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান (insight) জাগে। এক্ষেত্রে গেস্টাল্ট্‌বাদীরা আরও বলেন যে, কোন কার্য অসিদ্ধ অবস্থায় থাকা এবং কার্য সিদ্ধ হইলে যেরূপ অবস্থা হইবে, এই উভয়ের মধ্যে যে 'অন্তরায়' (gap) আছে, তাহা আমরা মনে মনে বা কল্পনাদ্বারা পূরণ করি—এই পূরিত অবস্থা কী হইবে তাহা পূর্ব হইতে বুঝিতে পারার ক্ষমতাই হইল 'পরিজ্ঞান'।[১৫]

গেস্টাল্ট্‌ মতবাদ ধীরে ধীরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করিয়াছে। কুর্ট লেভিন্‌ (Kurt Lewin) এই মতবাদকে মানসিক ইচ্ছা (motivation)-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষের সময় যেমন ক্ষেত্র ও মূর্তি (ground and figure) পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেইরূপ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যক্তি-মনের ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই স্থলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হইল 'ক্ষেত্র'-বিশেষ।[১৬]

## উপসংহার :

ব্যবহারবাদীদের বিদ্রোহ যেমন একটি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল, গেস্টাল্ট্‌বাদীদের বিদ্রোহ কিন্তু সেরূপ কোন তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে নাই। তবে গেস্টাল্ট্‌বাদ যে সর্বত্র সমভাবে স্বীকৃত, তাহা নহে।

১৪ বর্তমান গ্রন্থের ঊনবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৫ বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৬ Lewin-এর মতবাদের জন্য *A Dynamic Theory of Personality* এবং *Principles of Topological Psychology* দ্রষ্টব্য।

ইটালীয় মনোবিৎ রিগ্‌নানো ( Rignano ) ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, 'গেস্টাল্ট্' পদটির অর্থ সুনিশ্চিত নহে—ইহা কখনও বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝায়, আবার কখনও ইহা 'অর্থ' বা 'বস্তু' এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আবেগ ও অনুভূতি দ্বারা কিরূপ প্রভাবিত হয়, তাহা লইয়া গেস্টাল্ট্‌বাদীরা কোন আলোচনা করেন নাই।

যাহা হউক, গেস্টাল্ট্‌বাদ প্রত্যক্ষ ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

### ৪। মনঃসমীক্ষণ ( Psychoanalysis ) :

### (ক) ফ্রয়েডীয় মতবাদ—

মনঃসমীক্ষণের উদ্ভব হইয়াছিল মানসিক রোগনিরাময়ের কৌশল হিসাবে, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা হইতে একটি পৃথক্ মনঃ-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব বা মতবাদ ( theory ) সৃষ্ট হয়।

### মতের উদ্ভব :

এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক হইলেন জিগমুণ্ড্ ফ্রয়েড ( Sigmund Freud )। ১৮৫১ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে তিনি ভিয়েনায় ছিলেন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভেষজ-বিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি শারীরবিদ্যার গবেষণাগার ( physiological laboratory )-তে দেহতত্ত্বসম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন ; কিন্তু পরে জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি ১৮৮১ সাল হইতে চিকিৎসকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। সেই সময় ফ্রান্সের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শারকো ( Charcot )-এর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং ১৮৮৫ সালে ফ্রয়েড তাঁহার নিকট গমন করেন। এই ফরাসী চিকিৎসকের নিকট ফ্রয়েড্ ক্রমাগত শুনিতে লাগিলেন যে, সকল মানসিক রোগেরই মূলে আছে কামপ্রবৃত্তি ( sexuality )। পরবৎসর ভিয়েনা প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি হিষ্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার চিকিৎসাকার্যে সম্মোহন বা সংবেশন ( hypnosis ) পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি এই ব্যাপারে জোসেফ্ ব্রয়ার ( Josef Breuer ) নামক এক প্রবীণ

চিকিৎসকের সহযোগিতা লাভ করেন। তাঁহারা দুই জনেই চিকিৎসার জন্য সংবেশন-পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, সংবিষ্ট অবস্থায় ( hypnotized state-এ ) রোগী তাহার 'মনের কথা' বলিয়া যাইতে পারিলে অনেকটা সুস্থতা লাভ করে। তখন তাঁহারা 'মনের কথা' বলিয়া যাওয়া পদ্ধতি ( talking out method )-এর উপকারিতা বুঝিতে পারিলেন। ইহার নামকরণ হইল **অভিস্ফোট** ( abreaction ) বা **বিরেচন** ( catharsis )। বাস্তবিক, অভিস্ফোট হইল উপায় বা প্রক্রিয়া, এবং বিরেচন হইল তাহার ফল।

যাহা হউক্ ব্রয়ার পরে এইরূপ রোগীর চিকিৎসা পরিত্যাগ করিলেন; কারণ একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রয়ার লক্ষ্য করিলেন যে, এক রোগিণী ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আসক্তা হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে ব্রয়ারের ভয় হইল যে, তাঁহার সুনামের ক্ষতি হইবে এবং সেইজন্য তিনি এইরূপ চিকিৎসাকার্য হইতে বিরত হইলেন। ফ্রয়েড্ কিন্তু বিচলিত হইলনে না। তিনি এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, চিকিৎসক এইরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রেমাস্পদ হইতে পারেন না, তিনি প্রকৃত প্রেমাস্পদের প্রতিকল্প ( substitute ) মাত্র। সুতরাং দেখা ইতেছে যে, অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা বা অন্য কোন আবেগ প্রকৃত 'বস্তুর' অভাবে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে সংক্রমিত ( transferred ) হয়। ফ্রয়েড্ ক্রমশঃ সংবেশনের পদ্ধতি ছাড়িয়া দেন এবং অভিস্ফোটকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন। তিনি এই পদ্ধতিকে **'অবাধ ভাবানুষঙ্গ-পদ্ধতি'** ( **Free association method** ) এই নূতন নামে অভিহিত করেন। মোট কথা, ফ্রয়েড্ মনে করিলেন যে, যত সামান্য বা যত তুচ্ছই হউক্, রোগী যদি মনের বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিয়া বিনা বাধায় তাহার মনের কথা বলিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সে সুস্থতার পথে যাইবে।

### অবদমিত ইচ্ছার প্রাধান্য ঃ

এইভাবে ধীরে ধীরে ফ্রয়েডের মতবাদ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ফ্রয়েড যে মনোবিদ্যার ভিত্তিস্থাপন করেন তাহার মূল কথা হইল যে, **আমাদের মানসিক সকল কার্যই কামজ** ( libidinous বা erotic )। মন স্থিতিশীল

কোন সত্তা নহে—ইহা গতিশীল ; বাসনা, কামনা, ইচ্ছা ইত্যাদিই হইল মনের ধর্ম। যেহেতু আমাদের ইচ্ছা যৌনপ্রবৃত্তি ( libido বা sex instinct ) দ্বারা পরিচালিত এবং যেহেতু আমাদের সমাজব্যবস্থায় ইহার পূরণ সম্ভব নহে, সেইহেতু আমাদের অধিকাংশ ইচ্ছাই **অবদমিত** ( repressed ) থাকে। এইসব **অবদমিত ইচ্ছা** সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হইয়া **মনের নির্জ্ঞান স্তরে** ( unconscious ) থাকে এবং স্বপ্ন, মানসিক রোগের লক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে উহারা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

স্বপ্নে আমরা যে সব প্রতিরূপ ( image ) প্রত্যক্ষ করি বা রোগের মধ্যে যেসব লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকি, উহারা সকলেই অবদমিত ইচ্ছা ( যাহা আসলে হইল যৌন-আকাঙ্ক্ষা ) দ্বারা নির্ধারিত। স্বপ্নে যাহা পরিস্ফুট বা ব্যক্ত থাকে ( যাহাকে ইংরাজিতে বলা যাইতে পারে *manifest content* ), তাহাই উহার আসল অর্থ নহে ; উহার পশ্চাতে থাকে প্রকৃত অর্থ এবং উহা সুপ্ত বা লীন থাকে ( ইংরাজিতে ইহাকে বলে *latent content* )। সুপ্ত বা অব্যক্ত অর্থ এতই 'মন্দ' বা সামাজিক আদর্শ-বিরোধী যে উহা আত্মগোপন করিয়া 'নিরপরাধী'র আকার ধারণ করিয়া থাকে, এবং ঐ সুপ্ত বাসনা 'প্রতীক' (symbol)-এর সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করে।[১৭] হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করে ( যেমন, হাত-পা ছোঁড়া ইত্যাদি ) সে সমস্তই যৌনক্রিয়ারই রূপান্তর[১৮] এবং উহাদের মাধ্যমে অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভের পথ খুঁজিয়া বেড়ায়।

## মনের স্তর-বিভাগ :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ফ্রয়েড্‌ অবদমিত ইচ্ছার আধাররূপে মনের মধ্যে নির্জ্ঞান স্তর ( unconscious stage )-এর কল্পনা করিয়াছেন। মনকে তিনি তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন—**সংজ্ঞান বা চেতন** ( conscious ), **আসংজ্ঞান** ( preconscious ) এবং **নির্জ্ঞান বা অবচেতন**

১৭ বর্তমান গ্রন্থে 'স্বপ্ন' সম্বন্ধে আলোচনা ( পৃঃ ৬৫৮-৬৬২ ) দ্রষ্টব্য।

১৮ এই সব লক্ষণগুলিকে বলা হইয়াছে pantomimic representations of sex act.

( **unconscious** )। যাহা সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে জ্ঞাত আছি, তাহা লইয়া 'সংজ্ঞান'-স্তর গঠিত। উহার পরেই আছে 'আসংজ্ঞান-স্তর'।[১৯] যাহা এখন সংজ্ঞান-স্তরে আছে, তাহা আসংজ্ঞান-স্তরে যাইতে পারে এবং যাহা আসংজ্ঞান-স্তরে আছে তাহা সহজেই সংজ্ঞান বা চেতনের স্তরে উঠিতে পারে। তাহার পরে আছে **নির্জ্ঞান স্তর**। **অবদমিত বা সুপ্ত বাসনা-কামনার ইহাই আধার**। নির্জ্ঞান স্তরের উপাদানগুলি স্মৃতির দ্বারা সহজলভ্য নহে। ইহাদের যেন কতকটা জোর করিয়া এখানে পাঠান হইয়াছে।

আর একদিক হইতে মনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—**অহং ( ego ), অদস্ বা ইদম্ ( id )** এবং **অধিশাস্তা (super-ego)** (১নং চিত্র)। 'অদস্' বা 'ইদম্' নির্জ্ঞান-স্তরকে ব্যাপিয়া আছে এবং ইহা হইল সহজপ্রবৃত্তির শক্তির উৎস। ইহা অহং এবং অধিশাস্তার বিপরীতধর্মী। 'অধিশাস্তা' আমাদের নৈতিক জ্ঞানের বা অনমনীয় বিবেক ( conscience )-এর সহিত তুলনীয়। 'অহং' হইতেছে বিচক্ষণতা ( prudence )-এর প্রতীক, আর 'অদস্'কে বলা যাইতে পারে সহজ প্রবৃত্তির আদিম বিদ্রোহী ভাব। 'অহং' যেন বাহ্য সমাজ ও অদসের দাবীর আপোষ-নিষ্পত্তির কার্যে ব্যাপৃত; অর্থাৎ উহা একবার অদসের দাবী মিটাইবার চেষ্টা করে, আর একবার বাহ্য জগতে সামাজিক আদর্শ পালন করার

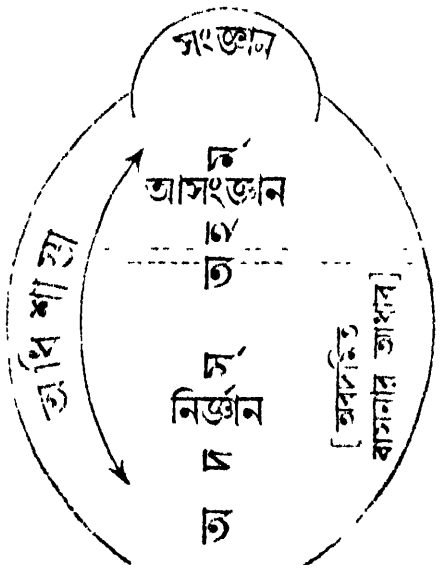


১ নং চিত্র
উপরের চিত্রে ফ্রয়েডীয় মতানুসারে মনের বিভিন্ন স্তরের নির্দেশ করা হইয়াছে।
[ফ্রয়েডের *New Introductory Lectures* দ্রষ্টব্য]।

১৯ আসংজ্ঞান-স্তরকে চিকিৎসকের গৃহের ante-chamber-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মনের এই স্তর-বিভাগ আপেক্ষিক। ফ্রয়েডের ভাষায় ইহাদের মধ্যে 'sharp dividing lines' নাই। ( Freud, *New Introductory Lectures on Psychoanalysis*, p. 105 দ্রষ্টব্য )।

চেষ্টা করে। যে সব বাসনা সামাজিক আদর্শের একান্ত বিরোধী সেইগুলিকে "অহং' পুনর্বার 'অদস্'-এর রাজত্বে ফেরত পাঠাইয়া দেয়।

**ঈডিপাস্ এষণা—**

অধিশাস্তার উদ্ভব হইয়াছিল আদিম মানবের মধ্যে। প্রতি শিশুই কতকাংশে উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা প্রাপ্ত হয়; আবার প্রতি শিশুর অন্তরে ইহা নূতন করিয়া সৃষ্ট হয়। শিশুর ব্যর্থ যৌন কামনা হইতে ইহার উদ্ভব হয়। শিশুও যৌন-কামনার প্রেরণায় কামনার বস্তু খুঁজিয়া বেড়ায় এবং তাহার যৌন অনুযায়ী পিতামাতার একজনের মধ্যে তাহার কামনার পাত্রকে পায়, অর্থাৎ পুং-শিশু মাতার প্রতি এবং স্ত্রী-শিশু পিতার প্রতি আসক্ত হয়। ইহারই নাম ফ্রয়েড্ দিয়াছেন **ঈডিপাস্ এষণা বা গূঢ়ৈষা** ( Œdipus complex )।

গ্রীক্ উপাখ্যানে ঈডিপাস্ একটি করুণ চরিত্র। তিনি ছিলেন থীব্‌সের রাজার সন্তান। তাঁহার জন্মের সময় দৈববাণী হয় যে, ভাবীকালে তিনি পিতৃহন্তা হইবেন এবং পিতাকে হত্যা করিয়া মাতাকে বিবাহ করিবেন। সুতরাং জন্মের পর তাঁহার পিতা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নির্বাসন দিলেন। প্রতিবেশী রাজ্যের এক রাজা শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং শিশুও তাহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিল। যৌবনে একবার তিনি "দৈববাণী মন্দির" পরিদর্শন করেন এবং সেইখানে তিনি শুনিলেন যে, তিনি পিতাকে হত্যা করিয়া মাতাকে বিবাহ করিবেন। ইহাতে তিনি পালক-পিতার গৃহ পরিত্যাগ করেন, কারণ তিনি পালক-পিতাকেই প্রকৃত জনক বলিয়া জানিতেন। বিদেশে ভ্রমণকালে তাঁহার প্রকৃত পিতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। পিতৃ-পরিচয় তাঁহার নিকট অজ্ঞাত রহিল। পিতার সহিত তাঁহার বচসা হয় এবং তিনি তাঁহাকে হত্যা করেন। ক্রমশঃ তিনি থীব্‌স্-এ পৌছিলেন এবং সেখানে তিনি এক গোপন সমস্যার সমাধান করিতে পারার জন্য রাজা বলিয়া নির্বাচিত হ'ন এবং মৃত রাজার বিধবাকে বিবাহ করেন। বহুদিন পরে ( ঈডিপাস্ যখন এই বিবাহের ফলে চারিটি সন্তানের জনক হইয়াছেন ) ঈডিপাস্ প্রকৃত সত্য জানিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহার প্রকৃত জনককে হত্যা করিয়া স্বীয় জননীকে বিবাহ করিয়াছেন! মনের দুঃখে তিনি নিজের চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলেন এবং শেষ জীবন নিতান্ত দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত করেন।

ঈডিপাসের এই করুণ আখ্যায়িকা হইতে ফ্রয়েড্ এই শিক্ষা গ্রহণ করিলেন যে, পিতা বা মাতার প্রতি কামনা সকলেরই অন্তরে একান্ত তীব্র থাকে ( যদিও ইহা একান্ত নিন্দনীয় বা সমাজ-বিগর্হিত বলিয়া পরিগণিত হয় )। ঈডিপাসের এই সমস্যা সকল শিশুরই অন্তরের একান্ত সমস্যা। বালক-শিশুর অন্তরে মাতার প্রতি আসক্তি জন্মে এবং পিতার প্রতি মন বিদ্রোহী হইয়া পড়ে; ইহাকে ফ্রয়েড আখ্যা দিয়াছেন ঈডিপাস্-এষণা ( Œdipus complex ) স্ত্রী-শিশুর অন্তরে ইহার বিপরীত এষণা ( inverted œdipus complex )। থাকে। শিশুর অন্তরে এইজন্য একটা সংগ্রাম চলিতে থাকে এবং এই সংগ্রাম বা দ্বন্দ্ব চতুর্থ বা পঞ্চম বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান যদি সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়, তাহা হইলে উত্তর জীবনে শিশুর ব্যক্তিত্ব সুসমঞ্জস হইতে পারে; নহিলে তাহার ব্যক্তিত্বের গতি ব্যাহত হয়।

তবে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈডিপাস্-এষণার গতি সর্বদাই সরল পথে চলে না; প্রতি শিশুরই ভিতর উভয়লিঙ্গত্ব ( bisexuality ) থাকে বলিয়া অবস্থা জটিল হয়। ইহার ফলে পুং-শিশু হয়ত' পিতার প্রতি বৈরীভাব ত্যাগ করে এবং মাতার সহিত একাত্মতা ( identification ) স্থাপিত করিয়া পিতার ভালবাসা পাইবার চেষ্টা করিতে পারে; অর্থাৎ শিশুর অন্তরে একটা উভয়মুখিতা বা উভয়বলতা ( ambivalence ) দেখা দেয়।[২০]

## বিবিধ বৈপরীত্য :

ফ্রয়েড্ **আর-একটি দ্বৈতভাবের বা বৈপরীত্য** ( polarity )-এর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইল জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা এই

---

২০ ফ্রয়েড বলিয়াছেন : "One gets the impression that the simple Œdipus complex is by no means its commonest form, but rather represents a simplification or schematization which, to be sure, is often enough or adequate for practical purposes..... A boy has not merely an ambivalent attitude towards his father and an affectionate object-relation towards his mother, but at the same time he also behaves like a girl and displays an affectionate feminine attitude to his father and a corresponding hostility and jealousy towards his mother. It is this complicating element introduced by bisexuality that makes it so difficult to obtain a clear view of the facts." (*The Ego and the Id*, pp. 42-43.)

দুইয়ের বৈপরীত্য। প্রথমটি হইল **প্রাণশক্তি** ( Eros ) আর দ্বিতীয়টির নাম **আত্মধ্বংস-বৃত্তি** ( Death instinct ); প্রাণশক্তি ( eros )-এর মধ্যে কাম অন্তর্ভুক্ত—ইহারই জন্য মানুষের আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখা যায়।[২১] ফ্রয়েড্ কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করেন যে, মানুষের মধ্যে যেমন আত্মরক্ষার চেষ্টা থাকে, সেইরূপ আবার তাহার মধ্যে আত্মধ্বংসেরও চেষ্টা থাকে। তাই মানুষ কখনও আত্মহত্যা করে, আবার কখনও কখনও মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও সেই পথে যায়।[২২]

কামের মধ্যে আবার আর-একপ্রকার বৈপরীত্য আছে। ইহা হইতেছে **ধর্ষকাম** ( sadism ) এবং **মর্ষকামের** ( masochism ) বৈপরীত্য। কামের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহারে বিপরীতধর্মিতা দেখা যায়। কখনও কখনও কেহ কেহ **প্রেমাস্পদকে যন্ত্রণা দিয়া সুখলাভ** করে—ইহারা হইল ধর্ষকামী; আবার কখনও কখনও কেহ কেহ **প্রেমাস্পদের নিকট যন্ত্রণা বা ব্যথা পাইয়া সুখলাভ** করে—ইহারা হইল মর্ষকামী।[২৩] ফ্রয়েড্ 'ধর্ষকামী' পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং সকলপ্রকার

২১ প্রথমে ফ্রয়েড্ যৌনবৃত্তি এবং অহং-বৃত্তি (sexual instinct ও ego-instinct)—এই দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্যের কথা বলিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যৌনবৃত্তি বাহ্য বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট এবং অহং-বৃত্তির লক্ষ্য আত্মরক্ষা ও আত্মগরিমা। মনঃসমীক্ষণের আরও প্রগতির ফলে ফ্রয়েড্ লক্ষ্য করিলেন যে, কামের বস্তু অহং নিজেই; সুতরাং অহং-বৃত্তির মধ্যেই কাম অন্তর্ভুক্ত এবং উহাদের মধ্যে বৈপরীত্যের কথা বলা সমীচীন নহে। আরও কিছু দিন পরে ফ্রয়েড্ বলিলেন কাম (libido) প্রাণশক্তি (Eros)-এর বিকাশ এবং ইহার সহিত বৈপরীত্য আছে আত্মধ্বংস-বৃত্তি (death instinct)। ফ্রয়েডের ভাষায়: "We are venturing on the further step of recognising the sexual instinct as the Eros, the all-sustaining.....Our standpoint was a dualistic one from the beginning, and is so to-day more sharply than before, since we no longer call the contrasting tendencies egoistic and sexual instincts, but life-instincts and death-instincts." (*Beyond the Pleasure Principle*, p. 67.) তিনি আবার বলেন: "The picture which life presents to us is the result of the working of the Eros and the death-instinct together and against each other." (*The Problem of Lay Analysis*, p. 291.)

২২ এইজন্যই কি আমরা শিকারে যাই, যানবাহনপূর্ণ বিপদসঙ্কুল রাস্তায় বাইসাইকেল চড়ি, সমুদ্রে সাঁতার কাটি, পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে যাই? কে জানে!

২৩ নিপীড়নের মধ্য দিয়া যৌনতৃপ্তিলাভের বাসনার ইংরাজী নাম sadism হইয়াছে de Sade নামক এক ফরাসী ঔপন্যাসিকের নামানুসারে। কারাবস্থায় তিনি কতকগুলি উপন্যাস রচনা করেন যাহাতে তিনি এইরূপ বিকৃত যৌনরুচিসম্পন্ন চরিত্র অঙ্কন করেন। সেইজন্য এইরূপ বিকৃতি যৌনরুচির নাম হইয়াছে sadism।

অত্যাচার, নিপীড়ন বা যন্ত্রণাদানের পশ্চাতে ধর্ষকামের অস্তিত্ব আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তাহা ছাড়া, তিনি বলেন যে, প্রতি শিশুই তাহার জীবনের প্রথম তৃতীয়-চতুর্থ বৎসরে পায়ুকাম ও মর্ষকামের অবস্থা ( anal-sadistic stage )-এর মধ্য দিয়া যায়। এই অবস্থায় যেমন নিজের মলমূত্রাদির প্রতি আসক্তি থাকে, সেইরূপ অন্যকে নিপীড়নেরও ইচ্ছা থাকে।

ধর্ষকাম ও মর্ষকাম সর্বদাই যে দৈহিক নিপীড়নের রূপ ধারণ করে, তাহা নহে—গৌণ বা বিকল্প উপায় ( symbolic form )-এও ইহাদের তৃপ্তি হইতে পারে। যেমন, প্রেমাস্পদকে সর্বসমক্ষে তিরস্কার করিয়া বা হীন প্রতিপন্ন করিয়া ধর্ষকামী তৃপ্তিলাভ করে, আবার আত্মসমর্পণ বা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া মর্ষকামী চরিতার্থতা লাভ করিবার চেষ্টা করে।

মানসিক রোগীর চিকিৎসাকালে ফ্রয়েড্ এক বিকৃত ধরণের স্ব-কামী ( auto-erotic ) ব্যক্তি লক্ষ্য করেন। তিনি দেখেন যে, এইসব লোকের কাম বহির্মুখী নয়—ইহা অন্তর্মুখী। অর্থাৎ বাহ্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কামাসক্ত না হইয়া ইহা নিজের প্রতি কামাসক্ত হয়। অতএব কামের মধ্যে স্ব-কাম ও পর-কামের বৈপরীত্য দেখা দেয়। এই **স্ব-কামের** নাম ফ্রয়েড্ দিয়াছেন **নার্সিসাসতুল্যকাম** ( narcissism )।[২৪] স্বকামী ব্যক্তি নিজের রূপ বার বার অবলোকন করিয়া, নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া, নিজের কথা ভাবিয়া তৃপ্তি পায়।

সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, ফ্রয়েডের মতে মনের মধ্যে বহুবিধ বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ; যথা :

(১) সংজ্ঞান বনাম নির্জ্ঞান,

(২) প্রাণশক্তি বনাম আত্মধ্বংসকামনা,

(৩) ধর্ষকাম বনাম মর্ষকাম,

(৪) স্ব-কাম বনাম পর-কাম।

২৪ নার্সিসাস ছিলেন গ্রীক উপাখ্যানের এক আত্মবিভোর যুবক। তিনি এক তরুণীর প্রেম উপেক্ষা করেন। হতাশায় তরুণীটি ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। আর ইহার ফলে নার্সিসাসের প্রতি শাস্তি হইল যে, তিনি এক ঝরণার ধারে আমরণ দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ ফুলগাছে রূপান্তরিত হইল ; এই ফুলেরও নাম নার্সিসাস বা নার্সিস্।

**(খ) আড্‌লারের মতবাদ—ব্যক্তি-মনোবিদ্যা বা প্রাতিস্বিক মনোবিদ্যা ( Individual Psychology ) ঃ**

ফ্রয়েড্‌কে কেন্দ্র করিয়া মনঃসমীক্ষণবাদীদের যে সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল ক্রমশঃ তাহাতে ভাঙ্গন দেখা দিল। ফ্রয়েডের ভিয়েনা সম্প্রদায় হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন ভিল্‌হেল্‌ম্‌ স্টেকেল ( Wilhelm Stekel ) ও ফ্রিৎস্‌ ভিটেল্‌স্‌ ( Fritz Wittels )—তাঁহাদের সহিত সামান্য ব্যাপারেই ফ্রয়েডের মতবিরোধ হয়। পরে গভীরতর কারণে দুইজন অনুগামীর সহিত ফ্রয়েডের মতবিরোধ ঘটে—তাঁহারা হইলেন আল্‌ফ্রেড্‌ আড্‌লার ( Alfred Adler ) ও কার্ল য়ুঙ্গ্‌ ( Carl Jung ); ইঁহাদের পরে ফ্রয়েডের দল ত্যাগ করেন অটো রাঙ্ক ( Otto Rank )। আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে আড্‌লারীয় মতবাদ আলোচনা করিব।

ভিয়েনার উপকণ্ঠে পেনৎসিঙ্গ ( Penzing ) নামক স্থানে ১৮৭০ খৃঃ অব্দে আড্‌লারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শস্যব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁহার পিতামাতা উভয়েই হাঙ্গেরীর ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি ১৮৯৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রে উপাধি লাভ করেন এবং ভিয়েনার হাসপাতালে কার্য গ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহাতে মানসিক রোগীর চিকিৎসা-ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হইত না। তখনকার দিনে ফ্রান্সে শার্‌কো ও পিয়ের জানে ( Pierre Janet )[২৫] মানসিক রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন; এবং ফ্রয়েড্‌ও তখন ধীরে ধীরে খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। আড্‌লার ইঁহাদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হ'ন এবং ক্রমশঃ তিনি ফ্রয়েডের অনুগামী হ'ন।[২৬]

২৫ পিয়ের জানে বলিতেন মানসিক রোগের অন্যতম কারণ অসম্পূর্ণতা-বোধ (*sentiment d'incompletude*)—ইহারই আলোকে আড্‌লার তাঁহার "হীনতাবোধ" বা হীনমন্যতা (inferiority feeling) সম্বন্ধীয় মতবাদ গঠন করেন। তিনি বলেন : 'Janet's emphasis upon the neurotic's *sentiment d' incompletude* is so wholly in harmony with the results offered by me that I am justified in seeing in my work an extension of this most important fundamental fact of the mental life of the neurotic." (*The Neurotic Constitution* : Introduction.)

২৬ একটি মত হইতেছে, ফ্রয়েড্‌ যখন একবার Vienese School of Medicine-এ

১৯০৭ সালে আড্‌লার 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্বন্ধে হীনতাবোধ' ( *Minderwertigkeit von Organen* বা Inferiority of Organs ) এই বিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তখন হইতে ফ্রয়েড্‌ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, আড্‌লার যদিও ফ্রয়েডের গ্রন্থ হইতে তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃতি দিয়াছিলেন, তিনি পূর্ণভাবে ফ্রয়েডীয় কামবাদ (doctrine of libido ) গ্রহণ করেন নাই। ফ্রয়েড্‌ বলিতেন যে, শিশুর সকল কার্যাবলী সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তি ( pleasure-seeking ) হইতে উদ্ভূত এবং 'সুখ' অর্থে তিনি কামজ সুখ বুঝিতেন। আড্‌লার যদিও বলিলেন যে, সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তির সহিত শিশুর কু-অভ্যাস সংশ্লিষ্ট, তাহা হইলেও উহা মুখ্য কারণ নহে; মুখ্য কারণ হীনতাবোধ ( inferiority complex )। **কোন অসুস্থ বা বিকৃত অঙ্গ থাকার জন্য শিশুর মনে হীনতাবোধ দেখা দেয় এবং তাহারই প্রতিবাদে শিশুর কু-অভ্যাস বা অন্য কোন মানসিক রোগের উদ্ভব হয়।**[২৭]

বাস্তবিক কোন অঙ্গ বিকৃত বা অসুস্থ নাও থাকিতে পারে; কিন্তু মানসিক অসুস্থতার জন্য এক মানসিক হীনতাবোধ গড়িয়া উঠে। মনের দিক্‌ হইতে একটা অভাব বোধ থাকিলে তাহারই প্রতিকারকল্পে নানারূপ কার্য দেখা দেয়। মোট কথা, **শক্তির বা ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ( will for power ) হইতেই কার্যের উৎপত্তি। ফ্রয়েড্‌ বলেন, কামই সকল কার্যের প্রেরণা দান করে; কিন্তু আড্‌লার বলেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা, ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষা বা সকলের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের ইচ্ছা সকল কার্যের মূল উৎস-স্বরূপ। আমাদের ব্যক্তিত্ব ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।**

বক্তৃতা দেন, তখন যদিও শ্রোতৃবর্গের অনেকেই বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াছিলেন, আড্‌লার তাঁহার স্বপক্ষে যান এবং তাঁহাকে সমর্থন করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন।

আর একটি মত হইতেছে যে, ফ্রয়েডের *Interpretation of Dreams* পড়িয়া আড্‌লার ফ্রয়েডের প্রতি আকৃষ্ট হ'ন।

২৭ আড্‌লার বলেন, "all forms of neurosis and developmental failure are expressions of inferiority and disappointment." (*The Practice & Theory of Individual Psychology.*)

ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যায় মানবমনের নির্জ্ঞান স্তরকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং ফ্রয়েডীয়েরা সাধারণতঃ মনে করেন যে, চেতন-স্তর ইহার প্রভাবাধীন। আড্‌লার মনে করেন যে, **চেতন-স্তর এবং নির্জ্ঞান-স্তর কোন ব্যক্তির পরস্পর-বিরোধী দুইটি অংশ নহে, বরং দুইটি মিলিয়া একটি সমগ্র সত্তা। নির্জ্ঞান-স্তরে যাহা হীনতাবোধরূপে দেখা দেয়, চেতন-স্তরে তাহাকেই দূর করিবার ইচ্ছা বা প্রযত্ন দেখা দেয়।**

আবার ফ্রয়েড্‌ বলিয়াছেন যে, কাম তাহার চরিতার্থতার জন্য 'বাস্তবতার সূত্র' ( reality principle ) ধরিয়া চলে ; কিন্তু আড্‌লার বলেন যে, শক্তির আকাঙ্ক্ষার জন্য আমরা বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি রাখি না। বরং অবাস্তব কল্পনার মাধ্যমে আমরা আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করি এবং হীনতাবোধের হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করি।[২৮]

আড্‌লারের মতে, আমাদের জীবনের **তিনটি প্রধান সমস্যা** হইল **প্রেম, জীবনযাত্রানির্বাহ বৃত্তি ও সামাজিক জীবন** (love, occupation and social life )। ফ্রয়েড্‌ বলেন যে, এই প্রেম সর্বদাই কামজ এবং ইহার চরিতার্থতার বাসনা শৈশব হইতেই দেখা দেয়। তাই শিশুর জীবনে ঈডিপাস্‌-এষণা[২৯] দেখা দেয় এবং ইহারই সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভর করে তাহার ভাবী জীবনের ব্যক্তিত্ব। আড্‌লার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, যৌন-প্রবৃত্তি আমাদের জীবনের একটা বৃহৎ অংশ অধিকার করিলেও ইহাই সব কিছু নহে। শিশু তাহার জীবনে প্রধানতঃ সামাজিক জীবনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। যদি শিশু তাহার সামাজিক জীবনে পরাজয়ের ভাব ( defeatism ) বোধ না করে, যদি সে আশাবাদী হয়, তাহা হইলে উত্তর জীবনে তাহার যৌনবৃত্তি সুষ্ঠু চরিতার্থতা লাভ করিবে। অপরপক্ষে যদি শৈশব

২৮ Woodworth আড্‌লারীয় মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন ; "Where Freud conceived the ego as well-attuned to the reality principle. Adler held that it was specially prone to falsify reality. The phantasies of the individual...consist mainly in...ways of escape from the sense of inferiority." (*Contemporary Schools of Psychology*, p. 173.)

সেইরূপ Lewis Way বলেন : "The individual...adapts not to reality, but to the picture he has formed of reality. He goes through life acting 'as if' his guiding fiction were the reality." (*An Introduction to Adler's Psychology*, p. 91.)

হইতেই সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সে নিজেকে হীন মনে করে এবং তাহার ফলে প্রতিপক্ষের ( কাল্পনিক বা বাস্তব ) প্রতি যদি সর্বদা একটা ভীতিসঙ্কুল মনোভাব গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার যৌনবৃত্তিও ভাবীকালে সুষ্ঠুভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ( adjusted ) হইতে পারে না।

আড্‌লার বলেন যে, ব্যক্তিমনের প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য তাহার অতীতের বা শৈশবের যৌন-ইতিহাস পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই—**ব্যক্তির পরিচয় তাহার জীবনযাত্রা-প্রণালীর ( style of life ) মাধ্যমে। এই জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং জীবনাদর্শ কেবলমাত্র বংশ-প্রভাব ( heredity ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে—ইহা সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ ( social and family environment ) দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত।**[৩০]

প্রতি ব্যক্তিরই একটি জীবনাদর্শ থাকে এবং তাহার সকল কার্য ঐ আদর্শের আলোকেই পরিচালিত হয়। সামাজিক জীবনে, উপার্জনের ক্ষেত্রে এবং প্রেমের ব্যাপারে সকল ক্ষেত্রেই ঐ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। জীবনাদর্শ ও জীবনযাত্রা-প্রণালী ( style of life ) পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই গঠিত হয়। **পারিবারিক জীবনে যে সন্তানের যে স্থান তাহার দ্বারা ব্যক্তিগত আদর্শ অনেকাংশে নিরূপিত হয়।** জ্যেষ্ঠ সন্তানের ইচ্ছা হয় যাহা কিছু পুরাতন আছে, তাহাকে রক্ষা করা—তাই সে রক্ষণশীল। দ্বিতীয় সন্তান প্রথম হইতেই পিছনে পড়িয়া আছে, তাই সে অন্য সকলকে পরাভূত করিবার ইচ্ছা পোষণ করে। কনিষ্ঠ সন্তানেরও এই রকম মনোভাব থাকে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'অতিরিক্ত আদরে' তাহার নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী। 'আদুরে' ছেলের লক্ষ্য হইল ন্যায়-অন্যায় যে-কোন পন্থায় ( অথবা 'আব্দার' দ্বারা ) অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তাহার হীনতাকে চাপা দেওয়া। আবার প্রতিভাশালী ব্যক্তির সন্তানের মনে পিতা বা মাতার সহিত তুলনার ফলে একটা নৈরাশ্যের ভাব জাগে এবং তাই সে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার

৩০ দ্রষ্টব্য : Lewis Way—"Adler's Psychology pays equal attention to both heredity and environment. But it makes neither factor into a cause which inescapably determines a person's behaviour." (*Alfred Adler*, p. 82. )

করিয়া অলস হইয়া পড়ে। ঘৃণিত বা অবাঞ্ছিত সন্তান ক্রমশঃ নিজেকে স্বীয় পরিবার হইতে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে।[৩১]

ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শের ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর সন্ধান যে কেবলমাত্র পারিবারিক জীবনে ব্যক্তি-বিশেষের স্থান হইতেই জানা যায়, তাহা নহে। **ব্যক্তি-বিশেষের কল্পনা, তাহার শৈশবের ও যৌবনের 'স্বপ্ন', তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিরুচি, বিতৃষ্ণা, আবার তাহার উঠা-বসা, চলাফেরা এমনকি নিদ্রাকালীন দৈহিক ভঙ্গিমা হইতেও তাহার জীবনাদর্শের খবর পাওয়া যায়।** আড্‌লারের মতে যে ব্যক্তি চিৎ হইয়া ঘুমাইতে ভালবাসেন, তিনি খুব বড় হইতে চান; আবার যিনি চাদর ঢাকা দিয়া কুঁকড়াইয়া শুইতে ভালবাসেন, তিনি যেন সাহস করিয়া কিছু করিতে পারেন না। আবার যিনি উপুড় হইয়া শুইতে ভালবাসেন, তিনি যেন কতকটা একগুঁয়ে স্বভাবের।[৩২]

মানসিক রোগীর চিকিৎসাকালে দেখা যায় যে, সমাজ-জীবনের সহিত প্রতিযোজন (adapt) করিতে না পারিয়া সে নানারকম প্রতিক্রিয়া সুরু করে। **রোগীর মনে প্রথমে হীনতাবোধের সৃষ্টি হয়—এই হীনতাকে দূর করিবার জন্য মিথ্যা মহত্ত্ববোধ (superiority complex)-এর আবির্ভাব হয়। রোগীর রোগের বিভিন্ন লক্ষণগুলি হইতেছে হীনতাকে দূর করিবার প্রচেষ্টা মাত্র।**[৩৩] হীনতাবোধের বিরুদ্ধে

---

৩১ এই দিক্ হইতে বিচার করিলে ইহা কি মনে হয় না যে, ফ্রয়েডের ন্যায় আড্‌লারও পারিবারিক জীবনকে শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান মনে করেন?

৩২ আড্‌লারের ভাষায়: "When we see a person sleeping upon the back, stretched out like a soldier at attention, it is a sign that he wishes to appear as great as possible. One who lies curled up like a hedgehog with the sheet drawn over his head is not likely to be a striving or courageous character...A person who sleeps on his stomach betrays stubbornness and negativity." (*Problems of Neurosis*, p. 215.)

৩৩ ম্যাক্‌ডুগাল্ ইহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: "The neurotic disorder, then, is the product of this morbidly exaggerated desire for superiority, for godlikeness. It is a morbid development or issue of a conflict present in every child." (*An Outline of Abnormal Psychology*, p. 430.)

আবার: "The neurotic, then, aims at an unattainable and fictitous goal and uses fictitious means, his symptoms, in his struggle to reach it." (*Ibid.*, p. 431.)

রোগীর মন যে প্রতিবাদ জানায়—আড্‌লার তাহার নাম দিয়াছেন **পৌরুষ প্রতিবাদ ( masculine protest )**। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার ফলে পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। তাই আড্‌লার হীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নাম দিয়াছেন পৌরুষ প্রতিবাদ।

অনেক সময়ই দেখা যায় যে, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি মানসিক চিকিৎসা পছন্দ করে না, এমন কি তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ফ্রয়েডের মতে এই বিরোধিতার উৎস হইতেছে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছা। আড্‌লার বলেন যে, এই বিরোধিতা হইতেছে সমগ্র চিকিৎসা-প্রণালীর বিরুদ্ধে—রোগীর অবচেতনস্তরে আশঙ্কা হয় যে, যেহেতু রোগের লক্ষণগুলির মাধ্যমেই নিজের মহত্ত্ব ( superiority ) প্রতিষ্ঠার সে চেষ্টা করিতেছে, রোগ সারিয়া যাইলে সে কী করিবে, অর্থাৎ কিরূপে তাহার হীনতা দূর হইবে? অথবা, যেহেতু সে হীন, বাস্তব জীবনের কর্তব্য করিতে হইলে কি করিয়া সে সফলতা অর্জন করিবে?

ফ্রয়েডের ন্যায় আড্‌লারও স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ( dream analysis )-এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তবে ফ্রয়েড্‌ স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া অতীত জীবনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা জানিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু আড্‌লার মনে করেন যে, **স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তির ভবিষ্যতের কল্পনা জানা যায়**—অর্থাৎ **জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য জীবনের আদর্শ কি ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে** তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পরিশেষে আমরা আড্‌লারের মনোবিদ্যার আর-একটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব। ইহা হইল সামাজিকতা-বোধের[৩৪] উপর তাঁহার গুরুত্ব আরোপ। যদিও তিনি তাঁহার মতবাদকে 'ব্যক্তি'-মনোবিদ্যা আখ্যা দিয়াছেন তাহা হইলেও তিনি 'ব্যক্তি' পদটি সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া এক বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। **তিনি ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে**

৩৪ আড্‌লার এই প্রসঙ্গে যে জার্মান শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইল *gemeinschaftsgefühl*; ইহার সঠিক অনুবাদ দুরূহ। 'Social feeling', 'social interest', 'human solidarity', 'the connectedness of man to man' ইত্যাদি পদদ্বারা ইহার অর্থ ইংরাজীতে প্রকাশ করা হয়।

**দেখেন নাই—'ব্যক্তি' বলিতে তিনি সামাজিক পরিবেশের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ব্যক্তিই বুঝিয়াছেন।**[২৫]

জীবনের প্রকৃত অর্থ নষ্ট হইয়া যায় যদি সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ দেখান না যায়। যে ব্যক্তি অপরের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অপরকে দেখে না, যে সব কিছুই নিজের স্বার্থানুসারে ব্যাখ্যা করে, সে পারিবারিক জীবন বা কর্মক্ষেত্রে কোথাও সাফল্য অর্জন করিতে পারিবে না। সামাজিকতাবোধের একান্ত অভাব ঘটিলে পরিণাম নিতান্ত ভয়াবহ হইবে। **সামাজিকতাবোধের অভাব ব্যক্তি-বিশেষকে মানসিক রোগগ্রস্ত বা অপরাধপ্রবণ করিয়া তুলে আর বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে সংঘাত বা সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।**[৩৬] ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উত্তেজনা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায় যদি সামাজিকতাবোধের সম্যক্ কৃষ্টিসাধন করা যায়।

আড্‌লার এই প্রসঙ্গে নারীর সমতা বিধানের কথাও বলিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, আমাদের সমাজ জীবনে নারীকে হীন স্থান দান করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অনেক অশান্তি দেখা দেয়। পুরুষের সহিত নারীর প্রকৃত সমতাবিধান না করিলে এই অশান্তি দূরীভূত হইবে না।[৩৭]

**(গ) য়ুঙ্গের মতবাদ—বৈশ্লেষিক মনোবিদ্যা (Analytical Psychology):**

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ফ্রয়েডের প্রাক্তন অনুগামীদের ভিতর যাঁহারা

---

৩৫ আড্‌লারের ভাষায়: "Individual Psychology tries to see individual lives as a whole." (*The Science of Living*, p. 31.)

আড্‌লারীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করিয়া ড্রাইকুর্স (Dreikurs) বলেন: "Adler's system provides the general frame of reference of which a holistic concept of the personality becomes feasible and applicable, through the socio-teleological approach.....It implies a recognition of man's social nature and purposive character of all his actions." (*Present-day Psychology*, Ed. by Roback, p. 713).

৩৬ আড্‌লার বলেন: "Lack of social interest, always due to an inferiority feeling, drives the individual into neurosis or crime, and groups and nations towards the abyss of self extermination." (Ansbacher & Ansbacher, *The Individual Psychology of Alfred Adler*, p. 140.)

৩৭ তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন: "Our civilization is not only a right-handed but a masculine one." (*Problems of Neurosis*, p. 66). এই প্রসঙ্গে চিত্ত-পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায়) আড্‌লার সম্বন্ধে গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাঁহার দল ত্যাগ করেন, তাঁহাদের ভিতর একজন বিখ্যাত মনোবিৎ হইলেন **কার্ল গুস্তাভ্ য়ুঙ্** ( Carl Gustav Jung )।

সুইৎসার্ল্যাণ্ডে ১৮৭৫ সালে ২৬শে জুলাই তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাসেলে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেখানে শিক্ষা সমাপনান্তে মনোরোগ বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ ( psychiatrist ) ভাবে তিনি মানসিক রোগীর চিকিৎসা সুরু করেন। এইভাবে কার্য করার সময় তিনি ফ্রয়েডীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হ'ন এবং উহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সাফল্যলাভ করেন। ১৯০৭ সালে ফ্রয়েডের সহিত ব্যক্তিগতভাবে তিনি পরিচিত হ'ন এবং তিনি ক্রমশঃ ফ্রয়েডের গুণমুগ্ধ অনুগামী হইয়া উঠেন; আবার ফ্রয়েড্ও তাঁহার প্রতি এমন অনুরক্ত হ'ন যে, তিনি য়ুঙ্কে আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষণবাদ সমিতির সভাপতি করিতে তৎপর হ'ন এবং সফলকামও হ'ন। ফ্রয়েডের সহিত য়ুঙ্গের হৃদ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হইল না। য়ুঙ্ ফ্রয়েড্কে শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার মতবাদ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই—তিনি ফ্রয়েড্কে একদেশদর্শী মনে করিতেন। ১৯১২ সালে তিনি *Psychology of the Unconscious* প্রকাশ করেন—ইহাতে তিনি ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। ১৯১৩ সালে ফ্রয়েডের সহিত য়ুঙ্গের বিচ্ছেদ ঘটে। ইহার পর হইতে তিনি স্বাধীনভাবে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। ১৯৬১ সালে ইনি পরলোক গমন করেন।

য়ুঙ্গের মনোবিদ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা এখানে আলোচনা করিব—

(ক) য়ুঙ্ 'কাম' ( libido ) সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদের পরিবর্তন সাধন করেন। 'Libido' বা কাম বলিতে ফ্রয়েড্ কেবলমাত্র যৌনশক্তিকেই বুঝিয়াছিলেন। য়ুঙ্গ উহাকে ব্যাপক অর্থদান করেন। য়ুঙ্ বলেন যে, উহা **সকল প্রকার সহজ বৃত্তিজনিত শক্তিকেই** ( instinctive energy ) বুঝায়।[৩৮] তবে তিনি ইহাও বলেন যে, libido-এর দুইটি প্রধান বৃত্তি

---

৩৮ য়ুঙ্ বলেন: "From a broader standpoint *libido* can be understood as vital energy or as Bergson's *elan vital*."

ল্যাটিন ব্যুৎপত্তির দিকে দেখিলে ইহাই যথার্থ মনে হয়। "The Latin word *libido* has

আছে—একটি যৌনবৃত্তি আর একটি পোষণবৃত্তি।[৩৯]

(খ) মানসিক রোগীর রোগনির্ণয়ের ব্যাপারে ফ্রয়েড সাধারণতঃ রোগীর ঈডিপাস-এষণার বা গূঢ়ৈষার কিরূপ সমাধান হইয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করিতেন। য়ুঙ্গ্‌ লক্ষ্য করেন যে, শৈশবে সুষ্ঠু প্রতিযোজনের অভাব হইলেই যে ভবিষ্যতে লোকে মানসিক রোগে আক্রান্ত হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। য়ুঙ্গ্‌ মনে করেন যে, **মানসিক রোগের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ হইল নূতন অবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিযোজনের অভাব।** ফ্রয়েড্‌ মনে করেন যে, রোগের লক্ষণের মাধ্যমে শৈশবের কল্পনার রাজ্যে রোগীর প্রত্যাবৃত্তি ( regression ) ঘটে। কিন্তু এরূপ প্রত্যাবৃত্তির কারণ কি? ইহার কারণ শৈশবের অতৃপ্ত কামনা নহে—ইহার কারণ বর্তমানের সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতা অভাবে পশ্চাদপসরণ। সুতরাং ফ্রয়েড্‌ যেখানে রোগীর অতীতের মধ্যে রোগের কারণ অনুসন্ধান করেন, য়ুঙ্গ্‌ সেখানে **বর্তমানের সমস্যাগুলির মধ্যে রোগের কারণ** আবিষ্কারের চেষ্টা করেন।[৪০]

মানসিক রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে য়ুঙ্গ্‌ ফ্রয়েডের ন্যায় অবাধ ভাবানুষঙ্গ ( free association ) এবং স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ( dream-analysis ) পদ্ধতি অবলম্বন করেন (অবশ্য য়ুঙ্গ্‌ **স্বপ্ন-বিশ্লেষণের দ্বারা রোগীর অতীতের ঈডিপাস-এষণা অপেক্ষা বর্তমানের সমস্যার আভাসই পান**)।

(গ) নির্জ্ঞানের স্বরূপ ও বিস্তৃতি লইয়া ফ্রয়েড্‌ ও য়ুঙ্গের মধ্যে মতভেদ আছে। ফ্রয়েড্‌ নির্জ্ঞানকে প্রতি ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত ( individual ) ব্যাপার মনে করেন—ব্যক্তিগত অতৃপ্ত অবদমিত বাসনা লইয়া উহা গঠিত। য়ুঙ্গ্‌ মনে করেন যে, **নির্জ্ঞান-স্তরে যে কেবলমাত্র অবদমিত ইচ্ছাই থাকে তাহা নহে, উহার মধ্যে সংজ্ঞান বা চেতন-স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন**

by no means an exclusively sexual meaning (though it is frequently used in this way) but has the general sense of desire, longing, urge." (Frieda Fordham, ***An Introduction to Jung's Psychology***, p. 17 fn.).

৩৯ ম্যাকডুগালের ভাষায়: "Jung distinguishes two great instincts as fundamental, two principal differentiations of the ***libido***, namely, sexual and the nutritive." (***Abnormal Psychology***, p. 189)

৪০ য়ুঙ্গের ভাষায়: "I no longer find the cause of the neurosis in the past but in the present. I ask, what is the necessary task which the patient will not accomplish?" (***Collected Papers on Analytical Psychology***, p. 232.)

**উপাদান থাকে ; আবার মনের অগোচরে যাহা শিক্ষা করা হইয়াছে, তাহাও নির্জ্ঞান-স্তরে স্থান পায়।**

এই প্রসঙ্গে য়ুঙ্গের মতবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল **'সমষ্টিগত বা জাতিগত নির্জ্ঞান'** ( *collective or racial unconscious* ) সম্বন্ধে মতবাদ। ( ২নং চিত্র )। আমাদের নির্জ্ঞানের মধ্যে যে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা নহে—**উহার মধ্যে জাতির বা বিশেষ বিশেষ মানবগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষারও সন্ধান পাওয়া যায়।** এক একটি জাতি এক বিশেষ ধরণে বা আদর্শে ভাবিয়া থাকে—ঐ পথেই সমগ্র জাতির চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়—ইহাকেই য়ুঙ্গ্ আখ্যা দিয়াছেন **আদিম প্রতিরূপ** ( primordial images ) ; পরে উহার নামকরণ করেন **মূল-আদর্শ** ( Archetypes )। জাতিগত নির্জ্ঞানের মধ্যে ইহারা অবস্থান করে, অর্থাৎ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তিরই নির্জ্ঞান স্তরে ইহারা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তি-বিশেষের জীবনধারাকে একটি সাধারণ লক্ষ্যের পথে বহুল পরিমাণে চালিত করে। **জাতিগত বা সমষ্টিগত নির্জ্ঞান ব্যক্তি-বিশেষ পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে বংশপ্রভাব হিসাবে উত্তরাধিকার-সূত্রে** পাইয়া থাকে। আদিম প্রতিরূপ মস্তিষ্কের গঠনের ভিতরেই সুপ্ত থাকে। এই কারণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত উপকথা, কাহিনী, আখ্যায়িকা ইত্যাদির মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়।[৪১]

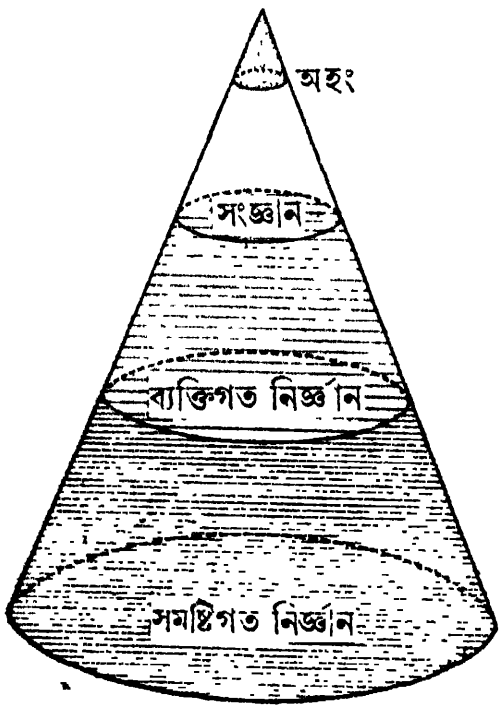


২নং চিত্র য়ুঙ্গের মতানুসারে মনের স্তরবিভাগ। (Jacobi, *Psychology of C.G. Jung* দ্রষ্টব্য)।

য়ুঙ্গ মনে করেন যে, 'মূল-আদর্শ' যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষের মনে গঠিত হইয়াছে। মানুষ যখন ধরণীর বক্ষে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, তখন হইতে আজ পর্যন্ত কত

৪১ য়ুঙ্গের ভাষায় : In every individual, in addition to the personal

অগণিত বিষয়ে কত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সে লাভ করিতেছে, আর এই সবের সহিত জড়িত আছে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ। ইহাদের সব কিছুরই আলেখ্য পড়িয়াছে জাতিগত বা সমষ্টিগত নির্জ্ঞানের উপর। এই সব 'মূল-আদর্শ'গুলি প্রতিরূপ ( images ) ও আবেশ বা প্রক্ষোভের মাধ্যমে মানবমনে আবির্ভূত হয়।[৪২]

য়ুঙ্গ্‌ মনে করেন, **ব্যক্তিগত মন জানিতে হইলে ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের সহিত সমষ্টিগত নির্জ্ঞানকে জানিতে হইবে।** সমষ্টিগত নির্জ্ঞানের স্তর হইতে ব্যক্তিমনে চেতনার উদ্ভব হয়। এইজন্য প্রয়োজন **জাতীয় উপকথা, অতিকথা বা পৌরাণিকী কাহিনীর ( myth ) সম্যক্‌ আলোচনা।**

(ঘ) স্বপ্ন-বিশ্লেষণের ব্যাপারে য়ুঙ্গ্‌ ফ্রয়েডের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ফ্রয়েড্‌ স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিয়া যখন উহার সুপ্ত-অর্থ ( latent content ) উদ্‌ঘাটিত করিতেন, তখন সাধারণতঃ উহার মধ্যে 'ঈডিপাস'-স্তরের অতৃপ্ত কামনা আবিষ্কার করা যায়, ইহা বিশ্বাস করিতেন। য়ুঙ্গ্‌ কিন্তু এই মত গ্রহণ করেন না। প্রথমতঃ, তিনি বিশ্বাস করেন না যে, মাতা ও পুত্রের বা পিতা ও পুত্রীর সম্বন্ধ মূলতঃ যৌনসম্পর্ক। তাহা ছাড়া, য়ুঙ্গ্‌ মনে করেন যে, **স্বপ্নের ভিতর** অতীতে ব্যক্তিবিশেষের কোন্‌ বাসনা পূর্ণ হইতে পারে নাই তাহা অপেক্ষা **বর্তমানে কোন্‌ সমস্যার সে সম্মুখীন হইয়াছে,** তাহাই ভাল করিয়া জানিতে পারা যায়। অতএব য়ুঙ্গের মতে তাঁহার স্বপ্ন-বিশ্লেষণ প্রণালী **প্রগতিশীল** ( progressive ) বা **ভবিষ্যৎমুখী** ( futuristic ), কিন্তু ফ্রয়েডীয় প্রণালী প্রত্যাবর্তনশীল ( regressive )। আবার, ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিয়া ব্যক্তিগত

memories, there are also...the great 'primordial images', the inherited potentialities of human imagination. They have always been potentially latent in the structure of the brain. The fact of this inheritance also explains the otherwise incredible phenomenon, that the matter and themes of legends are met with all the world over in identical forms." (Quoted by McDougall, *Ibid.*, p. 193.)

৪২ শ্রীমতী ফর্ড্‌হাম তাঁহার পুস্তিকায় 'মূল-আদর্শের' অভ্যুদয় সম্বন্ধে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন :

"The archetypes are the result of the many recurring experiences of life ; like the rising and setting of the sun, the coming of spring and autumn in temperate climates and of the rains in more torrid zones, birth and death, the finding of mate, or of food, or escape from danger ; it is, however, fantasies rather than actual images of the experience that remain. They typify the triumphs and disasters, hopes and fears, joys and sorrows of our remote ancestors." (***An Introduction to Jung's Psychology***, p. 25. ).

নির্জ্ঞানকে কিছু পরিমাণে জানা যায়, কিন্তু য়ুঙ্গের মতে **ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের সহিত সমষ্টিগত নির্জ্ঞানকে জানা যায়।** এইজন্য স্বপ্ন-বিশ্লেষণের জন্য জাতীয় জীবনে প্রচলিত উপকথা ( myth )-এর জ্ঞান প্রয়োজন।

(ঙ) ফ্রয়েড্ যেমন ব্যক্তির মনোজীবনে দ্বৈতভাবের ( polarites ) কথা বলিয়াছেন, য়ুঙ্গ ও সেইরূপ দুইটি বিরুদ্ধ দিকের ( opposite ) কথা বলিয়াছেন। তবে ফ্রয়েড 'কাম'কে ( libido ) প্রাণশক্তির ( Eros ) অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহার সহিত আত্মধ্বংস প্রবৃত্তির ( death instinct ) বৈপরীত্য করিয়াছেন। য়ুঙ্গের মতে 'কামের' ( libido—ব্যাপক অর্থে ) গতি দুইটি 'বিপরীতের' মধ্যে থাকে। বিপরীতের সংঘাত ব্যতীত শক্তি বাড়ে না। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের 'বিপরীত বৃত্তি' আছে।

(চ) য়ুঙ্গ্ মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের দুইটি দিক্ আছে—একটি প্রকাশমান এবং বাহ্য জগতের সহিত প্রতিযোজনের কার্যে সর্বদা নিযুক্ত; দ্বিতীয়টি অপ্রকাশমান এবং সমষ্টিগত নির্জ্ঞান-স্তরের অংশ। য়ুঙ্গ্ প্রথমটির নাম দিয়াছেন 'ব্যক্তিত্বের আবরণ বা মুখোস' ( *Persona* ) এবং দ্বিতীয়টির নাম দিয়াছেন 'জৈবত্ব' ( *Anima* )। 'বাহ্য আবরণ' বলিতে বুঝায় **যেভাবে আমরা অপরের নিকট প্রতীত হই**—ইহা যেন **ব্যক্তি ও সমাজের দাবী বা আদর্শের সহিত আপোষ-মীমাংসার ফলে গঠিত** ( *compromise between the individual and society* )। আবার ইহাদের ভিতর একটি বৈপরীত্য[৪৩] আছে—যে বাহ্য আবরণ বা প্রকাশে ( অর্থাৎ Persona-তে ) 'পুরুষ', সে নির্জ্ঞান স্তরে বা Anima-তে 'স্ত্রীলোক' এবং যে বাহ্য আবরণে (Persona-তে) স্ত্রীলোক, সে নির্জ্ঞানে (Anima-তে) পুরুষ।

প্রসঙ্গতঃ আমরা য়ুঙ্গের ব্যক্তিত্ব বিভাগের কথা আলোচনা করিতে পারি। মানুষ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীভুক্ত—**অন্তর্বৃত বা আত্মকেন্দ্রিক** ( introvert ) এবং **বহির্বৃত বা বাহ্যকেন্দ্রিক** ( extrovert )। যাহারা অন্তর্বৃত তাহাদের 'কাম' তাহাদের নিজেদের উপর আরোপিত হয়। তাহারা **নিজেদের কথা** আলোচনা করিতে, চিন্তা করিতে বড় ভালবাসে; অপর

৪৩ কেহ কেহ মনে করেন যে, য়ুঙ্গের মতে Anima ও Persona এই দুয়ের যে পার্থক্য তাহা ঠিক বৈপরীত্য নহে। উহারা পরস্পরের পরিপূরক ( complementary ) এবং উভয়ে মিলিয়া ব্যক্তি-বিশেষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করে।

পক্ষে যাহারা বহির্বৃত তাহারা **'বাহিরের জগতের কথা'** বেশী ভাবে। তাহারা সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, মেলা-মেশায় বেশী তৃপ্তি পায়। য়ুঙ্গ্‌ আরও বলেন যে, বহির্বৃত ও অন্তর্বৃতের মধ্যে একটি বৈপরীত্য আছে। যে সংজ্ঞান-স্তরে বহির্বৃত, সে নির্জ্ঞান স্তরে অন্তর্বৃত এবং যে নির্জ্ঞান স্তরে অন্তর্বৃত, সে সংজ্ঞান-স্তরে বহির্বৃত। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ( questionairre method দ্বারা ) এই বিষয়ে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। ( পৃঃ ২৮১-৮৩ )। নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন এবং উহাদের উত্তরে অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত কী বলিবেন বলিয়া আশা করা যায়—তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইল :

| | প্রশ্ন | অন্তর্বৃতের উত্তর | বহির্বৃতের উত্তর |
|---|---|---|---|
| (১) | আপনি কি নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসেন ? | হাঁ | না |
| (২) | আপনি কি ট্রামে, বাসে, ট্রেণে অপরিচিত যাত্রীর সহিত আলাপ করা পছন্দ করেন ? | না | হাঁ |
| (৩) | আপনি কি জনসমক্ষে বক্তৃতা দিতে পছন্দ করেন ? | না | হাঁ |
| (৪) | আপনি কি নীরবে নিজের অতীত চিন্তা করিতে পছন্দ করেন ? | হাঁ | না |
| (৫) | আপনি কি বনভোজন ইত্যাদি পছন্দ করেন ? | ন | হাঁ |

এই ব্যাপারে মানব-মনের আর-একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, সংজ্ঞান-স্তর ( conscious level )-এ যে ব্যক্তি অন্তর্বৃত, নির্জ্ঞান-স্তরে সেই আবার বহির্বৃত ; আবার যে সংজ্ঞান-স্তরে বহির্বৃত, নির্জ্ঞান-স্তরে সে অন্তর্বৃত। কারণ নির্জ্ঞান-স্তর আবার সংজ্ঞান-স্তরের দোষত্রুটির ক্ষতিপূরণ করে।[৪৪]

---

৪৪ "In the case of an introvert, for example, there exists alongside, or rather behind his conscious attitude, an unconscious extroverted attitude which automatically compensates his conscious one-sidedness.....The unconscious, so far as we can now see, has a compensatory function in respect to consciousness." ( Jung, *Contributions to Analytical Psychology*, pp. 306-07. )

**সমালোচনা ঃ**

ফ্রয়েডের মতবাদ যে যুগান্তকারী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মানুষের জীবনের উপর নির্জ্ঞান-স্তরের (এবং তৎসহ যৌনবৃত্তির) প্রভাব যে কি অপরিসীম সে বিষয়ে তিনিই সর্বপ্রথম বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কার্যের পূর্বে সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা যাইত না; উহাদের অনেক সময় 'অদ্ভুত', 'অস্বাভাবিক' ইত্যাদি আখ্যা দিয়া অব্যাখ্যাত রাখা হইত। কেহ কেহ আবার ঐসব ব্যবহারের 'মানসিক' ব্যাখ্যা দান করিতে না পারিয়া উহাদের দেহযন্ত্রের বৈকল্য বলিয়া বর্ণনা করিতেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐসব ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত হয় নাই। এই দিক্ হইতে বিচার করিলে 'নির্জ্ঞান' সম্বন্ধীয় সংজ্ঞার যথেষ্ট মূল্য আছে।

তবে ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যার প্রধান দোষ হইল যে, উহা অতিশয়োক্তি এবং একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট। তিনি মানবজীবনের সকল কার্যেরই যৌনবৃত্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সর্ববাদিসম্মত নহে। **যৌনবৃত্তি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করিলেও শৈশব হইতে উহাই একমাত্র নিয়োজক বা প্ররোচক ইহা বলা যায় না।** ফ্রয়েড্ সকল ক্ষেত্রেই যৌনবৃত্তির কথা বলার জন্য তাঁহার ব্যাখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত, এমনকি অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে মনে হয়।

ফ্রয়েডের অনুগামিগণের মধ্যেই এইজন্য কেহ কেহ (যথা, আড্‌লার, য়ুঙ্, রাঙ্ক, স্টেকেল্) তাঁহার দল পরিত্যাগ করিয়া নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। 'নির্জ্ঞান' ও 'কাম', এই দুইটি পদের য়ুঙ্-প্রদত্ত ব্যাপক অর্থ অনেকে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মনে করেন। তবে 'নির্জ্ঞান' সম্বন্ধে য়ুঙ্গের সংজ্ঞার সর্বত্র সামঞ্জস্য নাই। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, নির্জ্ঞান হইতে জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, শিশুর 'অহং-জ্ঞান' হইবার পূর্বে সে 'নির্জ্ঞান'-স্তরে থাকে[৪৫]; কিন্তু এইসব মতবাদ সর্বজনগ্রাহ্য নহে। আড্‌লারের ব্যাখ্যারও অভিনবত্ব আছে—মানুষের জীবনে ক্ষমতালাভের ইচ্ছা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা কিরূপ দৃঢ় থাকে, সামাজিকতাবোধ মানবজীবনকে কিরূপ নিয়ন্ত্রিত করে ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ

৪৫ C. G. Jung, *Contributions to Analytical Psychology*, পৃঃ ৩১৫ দ্রষ্টব্য

করিয়াছেন। তাঁহারও ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত হইয়াছে। মানুষের কার্যকে হীনতাবোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সকল ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহা ছাড়া, ব্যক্তি-বিশেষ পারিবারিক জীবনে যে স্থান অধিকার করে তাহার প্রভাব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন বা জীবনযাত্রা-প্রণালী ( style of life ) বা নিদ্রাকালে শয়নপদ্ধতি হইতে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সার্বিক নিয়ম হিসাবে স্বীকৃত হইতে পারে না।

## ৫। অভিপ্রায়-বাদ, উদ্দেশ্যসাধনবাদ বা 'হরমিক্' মনোবিদ্যা ( Purposivism or Hormic Psychology ) :

আমরা যে সমস্ত কার্য করি উহাদের পশ্চাতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন-না-কোন উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যে আছে কোন কার্যের ফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি এবং উহা পাইবার জন্য তীব্র কামনা বা বাসনা। অভিপ্রায়বাদী মনোবিদ্‌গণ তাঁহাদের মতবাদে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি অপেক্ষা কামনা-জনিত তাড়না বা প্রচেষ্টার উপরই প্রাধান্য আরোপ করিয়াছেন।

অভিপ্রায়ের প্রাধান্য অনেক মনোবিদ্‌ই স্বীকার করিয়াছেন। মনঃ-সমীক্ষণবাদীরা ( যথা, ফ্রয়েড্, আড্‌লার, য়ুঙ্ ), এমন কি গেস্টাল্ট্‌বাদীরা অভিপ্রায়ের কথা বলেন। তবে আধুনিককালে ইহাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দান করিয়া ইহারই নামে স্বীয় মতবাদের নামকরণ করিয়াছেন **উইলিয়াম্ ম্যাক্‌ডুগাল্**। তাঁহার মতবাদের অপর নাম 'হরমিক্' ( hormic ) মনোবিদ্যা। 'হর্‌মে' ( *horme* ) পদটি গ্রীক্ হর্-মে ( *hor-may* ) হইতে উদ্ভূত এবং এই গ্রীক পদটির অর্থ হইল 'তীব্র তাড়না' ( strong urge )। ১৯০৮ সালে ম্যাক্‌ডুগালের *Introduction to Social Psychology* প্রকাশিত হয় এবং এই সময় হইতেই তাঁহার হর্‌মিক্ মতবাদ প্রচারিত হইতে থাকে।[৪৬]

**হরমিক্ মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সহজপ্রবৃত্তিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দান।** তিনি বলেন যে, আমাদের সকল ব্যবহারের

৪৬ ১৯০৮ সালের পূর্বে ম্যাক্‌ডুগাল চেষ্টিতবাদের সমর্থক ছিলেন ; এবং তিনি প্রধানতঃ দেহ-সম্বন্ধীয় আলোচনায় রত ছিলেন। তাঁহার *Physiological Psychology* নামক পুস্তিকায় এবং কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি প্রান্তসন্নিকর্ষ (synapse)-কে চেতনা (consciousness)-এর অধিষ্ঠান (seat) বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

মূলে আছে সহজ-প্রবৃত্তির তাড়না অর্থাৎ আমাদের কার্যের মাধ্যমে কোন-না-কোন সহজ-প্রবৃত্তি উহার উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় অনুসন্ধান করে।

সমাজ-মনোবিদ্যার উপর ম্যাক্‌ডুগালের এই বিখ্যাত পুস্তক রচনার একটি উদ্দেশ্য হইল সামাজিক বিজ্ঞানসমূহে মন সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা ব্যতীত যে সব উক্তি করা হইত তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা এবং মনোবিদ্যাকে বুদ্ধিবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য হইতে মুক্তি দান করা। পূর্বতন মনোবিদ্যায় আবেগ ও প্রেষণা ( emotion and motivation ) সম্বন্ধে পর্যাপ্ত আলোচনা হয় নাই এবং কেবলমাত্র অন্তর্দৃষ্টি-প্রণালী ব্যবহার করার ফলে [৪৭] উহা প্রাণি-মন, শিশু-মন, অস্বভাবি-মন এবং সমাজ-মন সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে। বুদ্ধিবাদের প্রভাবে মানুষের সকল ব্যবহারকে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও যুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করা হইত। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ক্রিয়ার মূলে আছে কতকগুলি যুক্তি-নিরপেক্ষ তাড়না বা প্রেরণা ( irrational impulses )—বুদ্ধিবৃত্তিগুলি ইহাদেরই নির্দেশে পরিচালিত হয় [৪৮]; অর্থাৎ **সহজ প্রবৃত্তিসমূহই** ( instincts ) **হইল আদিম প্রেরণা বা প্রধান চালক।**

সহজ-প্রবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া ম্যাক্‌ডুগাল্ বলেন যে, উহার তিনটি দিক্ ( aspect ) আছে :

(ক) প্রথমে **গ্রাহক** ( receptor ) **ভাবে** আমাদের সহজ বৃত্তিগুলি কার্য করে এবং বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক **প্রত্যক্ষ করে** ও আমাদের বিশেষপ্রকার কার্যে প্ররোচিত করে।

(খ) ইহাদের **সারধর্ম হইল আবেগ** ( emotion ); প্রতি সহজ প্রবৃত্তিই কোন-না-কোন আবেগের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত।

৪৭ এ কথা কেবলমাত্র ভুণ্ড্‌ট্, টিচেনার ও তাঁহাদের অনুগামিগণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

৪৮ ম্যাক্‌ডুগালের ভাষায় : "It is the mental forces, the sources of energy, which set the ends and sustain the course of all human activity—of which forces the intellectual processes are but the servants, instruments, or means—that must be clearly defined and whose history in the race and in the individual must be made clear, before the social sciences can build upon a firm psychological foundation." ( *Introduction to Social Psychology*, p. 3. )

(গ) উহারা আবার ব্যক্তি-বিশেষকে এমন **কার্যে প্ররোচিত করে** যাহার সাধনের মাধ্যমে ঐ প্রবৃত্তিগুলি তৃপ্তিলাভ করে বা উহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

ম্যাক্‌ডুগাল বলেন যে, সর্বসমেত **চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তি**[৪৯] (যাহারা প্রত্যেকে এক একটি আবেগের সহিত সংশ্লিষ্ট) আমাদের বিভিন্ন কার্যে প্ররোচিত করে। **প্রতি কার্যেরই উদ্দেশ্য হইল কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়া; উহার জন্য প্রয়োজন প্রেরণা এবং উহার পশ্চাতে 'চালক' ভাবে কার্য করে কোন সহজ-প্রবৃত্তি।** এই দিক্ হইতে বিচার করিলে সহজ-প্রবৃত্তি মাত্রেরই লক্ষ্য হইল কোন উদ্দেশ্য সাধন বা লক্ষ্যে উপনীত হওয়া (goal-seeking)।

এই সহজ-প্রবৃত্তিগুলি প্রতি মানবের পক্ষে সহজাত অর্থাৎ উহারা অভিজ্ঞতালব্ধ নহে, পরন্তু উহারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

সহজ-প্রবৃত্তিগুলির সমন্বয়ে বিভিন্ন রস (sentiment)-এর উদ্ভব হয়। আত্ম-সাম্মুখ্য এবং আত্ম-নিবেদন করার সহজ প্রবৃত্তির সমন্বয়ে আত্মাভিমুখী বা অহংপ্রত্যয়ী রস (self-regarding sentiment)-এর উদ্ভব হয়। (পৃঃ ৮১ দ্রষ্টব্য)।

ম্যাক্‌ডুগালের হরমিক্ মতবাদ সকল প্রকার **যান্ত্রিকতাবাদের পূর্ণ-বিরোধী**। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের প্রতি আভিমুখ্যই মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৫০]

**সমালোচনা ঃ**

ম্যাক্‌ডুগালের হরমিক্ মতবাদের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি মনোবিৎ-সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি ঃ

৪৯ ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত *Outline of Psychology* গ্রন্থে ম্যাক্‌ডুগাল চৌদ্দটি সহজ-প্রবৃত্তির কথা বলেন।

৫০ Murchison-সম্পাদিত *Psychologies of 1930* গ্রন্থে স্ব-মত ব্যক্ত করিয়া ম্যাক্‌ডুগাল বলেন: "(...hormic psychology) asserts that active striving towards a goal is a fundamental category of psychology, and is a process of a type that cannot be mechanistically explained or resolved into mechanistic sequences." (p. 4.)

(১) যান্ত্রিকতাবাদের সাহায্যে মনের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা চলে না। মানসিক ক্রিয়ার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অচেতন জড়ের ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্য মন কী **লক্ষ্যে উপনীত** হইবার প্রচেষ্টা করিতেছে তাহা জানা প্রয়োজন।

(২) মন কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি-বিশিষ্ট সত্তা নহে। উহা **যুক্তি-নিরপেক্ষ আবেগ ও প্রেরণার দ্বারা চালিত** হয়। সহজ-প্রবৃত্তি ও আবেগের প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি মনোবিৎদের এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন।

(৩) অন্তর্দৃষ্টি-প্রণালীর সাহায্যে শুধু কয়েকজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া মনোবিদ্যা গড়িয়া উঠিতে পারে না। মনোবিদ্যার প্রগতি ও ব্যাপকতার জন্য বিভিন্ন স্তরের মনের (যথা, প্রাণি-মন, শিশু-মন, সমাজ-মন ইত্যাদির) আলোচনা প্রয়োজন। এই কারণে **বিষয়গত পদ্ধতি** (objective method) **অবলম্বন** একান্ত প্রয়োজন।

যদিও ম্যাক্‌ডুগালের মতের অভিনবত্ব আছে এবং যদিও বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে উহা এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা হইলেও উহা **কতকাংশে একদেশদর্শী** বলিয়া মনে হয়।

(১) মনের ক্ষেত্রে যেমন আবেগ ও প্রেরণার অবদান আছে, সেইরূপ বুদ্ধিরও স্থান আছে। **মনের সকল প্রকার বাহ্যপ্রকাশকেই যুক্তি-নিরপেক্ষ চৌদ্দটি আদিম সহজ-প্রবৃত্তির আত্মতৃপ্তির প্রয়াস বলিলে ভুল হইবে।**

(২) **সহজ-প্রবৃত্তির সংখ্যা নির্ধারণ কতকটা যথেচ্ছ** বলিয়া বোধ হয়। ম্যাক্‌ডুগাল সহজ প্রবৃত্তির যে তালিকা দিয়াছেন তাহাদের সবগুলিই যে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সহজাত প্রবৃত্তি তাহা নহে। তাহাদের অনেকগুলিই শিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত না হইলেও উহা দ্বারা পরিমার্জিত, ইহা অনেক মনোবিৎই মনে করেন। বার্ণার্ড প্রমুখ লেখকেরা ম্যাক্‌ডুগালের মতের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, তথাকথিত আদিম প্রবৃত্তিগুলি (যেমন, যৌন প্রবৃত্তি, পিতামাতার বাৎসল্য ইত্যাদি) সামাজিক পরিবেশের সহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে গঠিত জটিল কার্যপ্রণালী—উহারা উত্তরাধিকারসূত্রে

প্রাপ্ত সরল প্রবৃত্তি নহে।[৫১] উড্‌ওয়ার্থ বলেন যে, এমন অনেক মানসিক বৃত্তি আছে যেগুলি মানবের আবেগ ও প্রেরণা অপেক্ষা বুদ্ধির সহিত ঘনিষ্ঠতরভাবে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং ম্যাক্‌ডুগাল-বর্ণিত আদিম সহজ-প্রবৃত্তির দ্বারা উহাদের সুব্যাখ্যা হয় না।[৫২]

৫১ L. L. Bernard, *Instinct: A study of Social Psychology* দ্রষ্টব্য।

৫২ ম্যাক্‌ডুগাল ও উড্‌ওয়ার্থের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য এড্‌না হাইড্‌ব্রেডার (Edna Heidbreder)-রচিত *Seven Psychologies* পৃঃ ৩১৭–৩১৯ দ্রষ্টব্য।

# পঞ্চম অধ্যায়

## মনোবিদ্যা-পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

### ১। সাধারণ উপকারিতা ( General Utility ) ঃ

বুদ্ধিশীল মানুষ হিসাবে আমাদের কৌতূহল অপরিসীম। এই কৌতূহল কেবলমাত্র বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান-আহরণের কার্যেই পরিসীমিত নহে। নিজের এবং অপরের মনকে জানা এবং ঐ জ্ঞানের সাহায্যে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা মানুষের অন্তরে চিরজাগরূক। মানুষের এই বাসনাকে সফল করার বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করে মনোবিদ্যা।

মানুষের বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে তাহাতে মানুষের জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু এই জ্ঞানলাভ করিয়াই মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। এই জ্ঞানলাভ কি করিয়া বা কিসের মাধ্যমে সম্ভব হয়, মানুষ তাহাও জানিতে চায়। **জ্ঞানের উদ্ভব, জ্ঞানের প্রকারভেদ, জ্ঞানের উপাদান ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে জানিতে হইলে মনোবিদ্যার সাহায্য প্রয়োজন।**

আবার জ্ঞান-আহরণ করাই মানবমনের একমাত্র ধর্ম নহে। মানুষের মনে আছে বিভিন্ন অনুভূতিবোধ। এই সব **অনুভূতি এবং প্রক্ষোভ বা আবেগের উদ্ভব কি করিয়া হয়, কিভাবে ইহারা জটিল রূপ ধারণ করে, মনের উপর ইহাদের প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী, কিভাবে ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইত্যাদি** বিষয় মনোবিদ্যা জ্ঞানদান করে।

আবার আমরা যে সব কার্য করি, তাহারা কতদূর আমাদের ইচ্ছাধীন আর কতদূর ইচ্ছাধীন নহে, উহাদের প্রেরণাশক্তি কোথা হইতে আসে, বিভিন্ন কর্মে কিভাবে দক্ষতা লাভ করা যায়—**ক্রিয়ার এই সকল বহুমুখী বৈচিত্র্য** সম্বন্ধে মনোবিদ্যা যথেষ্ট আলোকপাত করিয়া থাকে।

জ্ঞান, অনুভূতি এবং কর্ম—মনের এই বিভিন্ন প্রকাশকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আলোচনা করিয়া **মানুষের আত্মজ্ঞানলাভ** ( self-

knowledge )-এর পথকে সুগম করিয়া তোলে মনোবিদ্যা। আবার, এইরূপ আত্মজ্ঞানলাভ করিলে মানুষ নিজের আত্মিক উন্নতি ( self-culture ) করিতে পারে।

ব্যক্তি-বিশেষের মন অপর মন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না। অন্য মন হইতে নিজেকে পৃথক্ করিয়া কেহ আত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারে না। এইজন্য **অপরের মনকে জানা** তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, প্রতি মানুষই চায় কোন-না-কোন মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে, কোন-না-কোন মনকে শিক্ষিত ও সমুন্নত করিয়া তুলিতে, কোন-না-কোন ব্যক্তির মানসিক শক্তির গোপন উৎস অনুসন্ধান করিতে। বলা বাহুল্য, মনোবিদ্যা এইরূপ ইচ্ছা পূরণের সহায়তা করে।

উপরের আলোচনা হইতেই আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিদ্যারও **তাত্ত্বিক** ( theoretical ) এবং **প্রায়োগিক** ( practical ) এই দুইটি দিক্‌ই আছে; অর্থাৎ মনোবিদ্যা কেবলমাত্র শুদ্ধজ্ঞান আহরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, উহা আবার কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। বাস্তবিকই বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা পৃথক স্বীকৃতি পাইবার পর হইতেই মানুষের **ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ঘটিতেছে**।[১] আমরা নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদদ্বয়ে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এক্ষেত্রে অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা পরস্পরের সহিত বিজড়িত।

১ মনোবিদ্যা-সম্বন্ধীয় গবেষণাগারে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগের কথা প্রথম চিন্তা করিতে সুরু করেন ১৮৯০ সালে ক্যাটেল্ ও ভিট্‌মার। বিনে কর্তৃক বুদ্ধি-পরীক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবনের পর হইতে ( বিশেষতঃ ১৯১১ সালে গডডার্ড কর্তৃক তাঁহার পুস্তক ইংরাজীতে অনূদিত হইবার পর ) বিভিন্ন মানসিক শক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার বিশেষ প্রয়োগ হইতে থাকে।

বর্তমানকালে American Psychological Association-এর ৮টি শাখা প্রয়োগ-মনোবিদ্যা ( Applied Psychology ) লইয়া আলোচনা করে—যথা, Clinical Psychology, Consulting Psychology, Industrial & Business Psychology, Educational Psychology, School Psychology, Counselling & Guidance Psychology, Psychology in Public Service ও Military Psychology. এইগুলি ব্যতীত সমাজ-মনোবিদ্যা লইয়া একটি পৃথক্ সংস্থা আছে।

**২। ব্যক্তিগত জীবনে মনোবিদ্যার প্রয়োগ ( Application of Psychology to Individual Life ) :**

বিভিন্ন প্রকারের অসুস্থ বা অ-স্বভাবী মনের চিকিৎসার জন্য মনোবিদ্যায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন। অসুস্থ মনের অসুস্থতার মূল কারণ জ্ঞানের অগোচরে নির্জ্ঞান স্তরে নিহিত থাকে—সাধারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা উহাদের জানা যায় না। এই সকল অন্তর্নিহিত কারণকে উদ্‌ঘাটিত করিতে হইলে মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি মনোবিদ্যা-সম্মত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে ফ্রয়েড্, য়ুঙ্গ্, ম্যাক্‌ডুগাল্ ইত্যাদি মনোবিদ্যা-বিশারদগণের অবদান অতুলনীয়।

মানসিক সমস্যা যে কেবল অসুস্থ মনেরই থাকে তাহা নহে, তথাকথিত সুস্থ মনেরও বহুবিধ সমস্যা আছে। ইহাদের সমাধানে মনোবিদ্যার সাহায্য অপরিহার্য।

আমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের সুস্থমনঃসম্পন্ন মনে করে, তাহাদেরও বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় এবং ইহাদের সকলগুলির সহজ সমাধান সম্ভব নয়; বরং ইহাদের কতকগুলি প্রকট হইয়া আমাদের জীবনে দেখা দেয়। এই সকল ক্ষেত্রে **মনোবিদ্যা-বিশারদগণ বিচক্ষণ পরামর্শদান দ্বারা আমাদের সমস্যা সমাধানে বা দূরীকরণে প্রভূত সহায়তা করিয়া থাকেন।**

উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে যে সব সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে ( এবং মনোবিদ্যা যাহাদের সমাধানে সাহায্য করিতে পারে ) সেইরূপ কতকগুলি সমস্যার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিতে পারি :

পারিবারিক জীবনের সমস্যা :

১। কেন আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরা আমাকে বিদ্রূপ করে ?

২। কেন আমি আমার বাড়ীর 'অমুক'-কে ( ভাই বা বোন বা অন্য কেহ ) মোটেই সহ্য করিতে পারি না ?

৩। এত চেষ্টা করিয়াও কেন বাড়ীর লোকের ( সাধারণভাবে সকলের অথবা পরিবারস্থ কোন বিশেষ ব্যক্তির ) 'মন' পাই না ?

৪। আমার বাবা-মা অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী বা 'সেকেলে'; আমি আমার নিজের 'আধুনিক' মতবাদ লইয়া কি করিয়া তাঁহাদের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছাত্রজীবনের সমস্যা:

১। আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। কিভাবে উহার উন্নতি করিব?

২। আমি কি সহপাঠী বা সহপাঠিনীদের বিদ্রূপের পাত্র হইয়া পড়িতেছি? কেন আমার উহাদের ভাল লাগে না?

৩। আমি কেন ক্লাসে সকলের সামনে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে ভয় পাই বা লজ্জা পাই?

৪। আমি বাড়ী হইতে দূরে ছাত্রাবাসে থাকি। বাড়ীর জন্য সর্বদাই চিন্তিত থাকি। এই চিন্তা কি করিয়া দূর করিতে পারি?

৫। আমার কেমন যেন ভয় হয় যে, আমি লেখাপড়া শিখিয়া 'মানুষ' হইতে পারিব না! আমি কি আমার পিতামাতার অধম সন্তান?

ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্মজীবনের সমস্যা:

১। আমি কেন কাজে কোন উৎসাহ পাই না? আমি প্রত্যহ যন্ত্রচালিতবৎ কাজ করি কেন?

২। আমি সহকর্মীদের সহিত মিশিতে পারি না কেন?

৩। এত চেষ্টা করিয়াও আমি কেন 'উপরওয়ালার' মন পাই না?

৪। কাজ করিতে করিতে আমার মাথার মধ্যে সব যেন গোলযোগ হইয়া যায়। হঠাৎ ভয় হয় আমার যেন কী হারাইয়া যাইতেছে।[২] এর কারণ কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাধারণ কতকগুলি সমস্যা:

১। আমার যেন সকলের উপরই বিরক্তিভাব জাগে;
বা আমার যেন সকল কাজেই লজ্জা আসে;

২ সুকুমার রায়-রচিত 'আবোল তাবোল'-এ বর্ণিত 'হেড্ অফিসের বড়বাবু' বাস্তব জীবনে বোধ হয় একেবারে অসম্ভব নয়!

বা আমার যেন সকল কাজেই ভয় হয় ;

বা আমি যেন আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছি ;

বা আমি যেন সকলকেই সন্দেহ করি—

এমন কেন হয় ?

২। আমি কেন লোকের নাম মনে রাখিতে পারি না ?

৩। আমি এখন বড় হইয়াছি ; অথচ আঙ্গুল চুষিবার অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছি না কেন ?

৪। মাঝে মাঝে কথা কহিতে কহিতে আমার কেন কথা আট্‌কাইয়া যায় ?

৫। আমার সর্বদাই ভয় হয় যে, আমি যেন কোন অসুখে ভুগিতেছি !

৬। মনোবিদ্‌দের উপর আমার ভীষণ রাগ হয় ! তাহারা যেন জোর করিয়া আমার নিকট হইতে 'গোপন কথা' বাহির করিবার চেষ্টা করে।

৭। অতি সামান্য ব্যাপারেও আমি যেন অতিরিক্ত চিন্তা করি !

৮। আমার মাথার মধ্যে বহু 'স্কীম' বা পরিকল্পনা আছে ; কিন্তু কোনটাই কার্যে পরিণত করিতে পারি না কেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইল তাহা হইতে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার জটিলতা ও বহুমুখিতার কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই সব সমস্যার সমাধানে মনোবিদ্যা আমাদের প্রভূত সাহায্য দান করে।

## ৩। সামাজিক জীবনে মনোবিদ্যার উপকারিতা ( Utility of Psychology in Social Life ) :

সামাজিক জীবনের বহুক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিতেছে। সমাজের বিস্তৃতির সহিত সামাজিক সমস্যার সংখ্যা ও জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তদনুসারে মনোবিদ্যার প্রয়োগ-ক্ষেত্রও ব্যাপকতর হইতেছে।[৩] এখানে আমরা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ করিব :

**শিক্ষা :** শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ সুদূরপ্রসারী। শিক্ষাদান-কালে শিক্ষককে বহুপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। বিভিন্ন

৩ প্রথম অধ্যায়, ৫ম অনুচ্ছেদ

বয়ঃক্রমের ছাত্রছাত্রীর মানসিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য জানা না থাকিলে কোন্ স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ক্ষমতা কিরূপ হইবে—কি প্রকারে শিক্ষাদান করিলে শিক্ষিতব্য বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে—তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইবে। এইজন্য মনোবিদ্যার (বিশেষতঃ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিদ্যা ও শিশুমনোবিদ্যার) সম্যক্ জ্ঞান প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, শিক্ষিতব্য বিষয় কিরূপে চিত্তাকর্ষক করা যায়, কিরূপে ছাত্রছাত্রীর স্মৃতি ও মনঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়িতে পারে, কিভাবে তাহারা স্বাধীন চিন্তা করিতে পারে, কিভাবে তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমুন্নত করা যায় ইত্যাদি শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেন শিক্ষা-মনোবিদ্যা-বিশারদগণ (পৃঃ ৬৫-৬৮ দ্রষ্টব্য)।

**যদি বিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবন বাস্তব জীবনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে পারে, যদি ছাত্রছাত্রীদের মানসিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তবেই শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে।** তাই এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মনোবিৎ শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করিতে উপদেশ দেন।

(২) **শিল্পসংস্থা**ঃ মনোবিদ্যার প্রয়োগের আর-একটি ক্ষেত্র হইতেছে ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য হইল স্বল্পব্যয়ে অধিক উৎপাদন; কিন্তু এই ইচ্ছা পূরণ করিতে হইলে **কর্মীদের নিয়োগ** এবং **তাহাদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ**[৪], **কর্ম-ব্যবস্থা, কর্ম-বণ্টন ইত্যাদি** বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অর্থাৎ **মনোবিদ্যা-নির্দিষ্ট পন্থায়** নির্ধারিত হওয়া উচিত (পৃঃ ৭০-৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৪ মনোবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে কারখানার পরিবেশের সামান্য পরিবর্তন করিলে অনেক সময় কিরূপ সুফল পাওয়া যায় তাহার উদাহরণ নিম্নলিখিত কাহিনী হইতে পাওয়া যায়ঃ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় টেক্সাসের (Texas) উপকণ্ঠে এরোপ্লেন তৈয়ারীর একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপনে এই কারখানার কার্য চলিত। বাহির হইতে যাহাতে আলো দেখা না যায়, সেইজন্য বড় কোন জানালা ছিল না। ছাতগুলি ছিল খুব উঁচু (মাটি হইতে প্রায় ৫০ ফিট উঁচু), এবং ছাতের কাছে ছোট ছোট 'ভেন্টিলেটর' ছিল। ভিতরের উত্তাপের সমতা বিধানের জন্য শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ (air-conditioning)-এর ব্যবস্থা হয়। আশা করা হইয়াছিল যে, উহাতে শ্রমিকদের কোন অসুবিধা হইবে না। আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিন পরেই শ্রমিকরা অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, বাতাসের অভাবে ভীষণ গরম বোধ হইতেছে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল যে, তাহাতে কোন ত্রুটি নাই। তখন কর্মাধ্যক্ষ সমস্ত ব্যাপারটি

সকল লোক সকল কর্মের উপযুক্ত নহে—যে যে কর্মের উপযুক্ত, সে যদি তাহাতে নিযুক্ত না হইয়া অন্য কর্মে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে আশানুরূপ কর্মকুশলতা দেখাইতে পারিবে না। এইজন্য মনোবিদ্যাসম্মত উপায়ে মানসিক ক্ষমতা নির্ণয় করিয়া কর্মি-নিয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

**শিল্পজাত দ্রব্যের কিভাবে বহুল প্রসার হয়,** ঐ সব দ্রব্য কিভাবে ক্রেতাদের 'মনোহরণ' করিতে পারে, ক্রেতাদের অবগতির জন্য উপযুক্ত বিজ্ঞাপন দান কিভাবে করা যায়, ইত্যাদি বিষয়ের পর্যালোচনা করিবার জন্য মনোবিদ্যার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।[৫]

আবার শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মনোমালিন্যের জন্য নানারূপ শ্রমিক-বিরোধ দেখা দেয়—এই সব **বিরোধের কারণ দূরীকরণের জন্য** এবং কর্মক্ষেত্রে সাধারণভাবে **শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির** ব্যাপারে মনোবিদ্যা-বিশারদের পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক।[৬]

(৩) **সমাজের সাধারণ সমস্যা: সমাজের সাধারণ সমস্যার মানসিক কারণ নির্ধারণ এবং উহার সমাধান,** এই দুই ব্যাপারে মনোবিদ্যার অবদান অপরিসীম। সামাজিক গোষ্ঠী ( social groups ) বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যথা, জনতা, বিভিন্ন সঙ্ঘ, জাতি ইত্যাদি। **ব্যক্তি-মন এবং বিভিন্ন প্রকারের সমাজ-মনের পারস্পরিক প্রভাব কিরূপ তাহা মনোবিদ্যাসম্মত উপায়ে জানা প্রয়োজন।** জনসাধারণের

---

মনোবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলেন। তিনি আদেশ দিলেন যে, দেওয়ালের উঁচু 'ভেন্টিলেটর'-গুলির কাছ দিয়া কাগজের শিক্‌লি ঝুলাইয়া দেওয়া হউক্। ফলে, শ্রমিকগণ যখনই বাতাসের আশায় উপর দিকে চাহিয়া দেখিতেন, তখনই দেখিতেন যে কাগজের শিক্‌লিগুলি বেশ জোরেই বাতাসে দুলিতেছে। ইহার ফলে ক্রমশঃ 'বাতাসের অভাব' সম্বন্ধে অভিযোগ কমিয়া গেল। ( Keith Davis, *Human Relations in Business*, পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য। )

৫ অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গ্রাহকগণের চাহিদা ইত্যাদি আলোচনা করিবার জন্য Market Research Officer নিযুক্ত হ'ন—তাঁহারা অনেক ব্যাপারে মনোবিদ্‌দের সাহায্য লইয়া থাকেন।

৬ আজকাল আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক স্থানে শিল্পমনোবিদ্যা-বিশারদ্‌গণ সংস্থা গঠন করিয়া ( যাহাদের 'Firms of Industrial psychologists' নামে অভিহিত করা হয় ) বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পরামর্শদান করিয়া থাকেন। ( C. T. Morgan, *Introduction to Psychology*, p. 21. )

এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি যে, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বা 'মানবীয় সম্পর্ক' ( human relations ) অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় অনেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-মঙ্গল কারণিক ( Labour Welfare Officer ) নিযুক্ত হ'ন।

বিভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কার ( 'কু' এবং 'সু' )-এর মূল কারণ কি, একদেশদর্শিতা কেন হয়, জনসাধারণের মনে কেন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং উত্তেজনাকালীন মনের অবস্থা কিরূপ হয়, জনমত কিরূপে গঠিত হয়, জনমত নির্ধারণের উপায় কী ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতে হইলে মনোবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ একান্ত আবশ্যক ( পৃঃ ৬০-৬২ দ্রষ্টব্য )।

(৪) **রাষ্ট্রঃ** সুশৃঙ্খল সমাজে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের বিবর্তন হয়। **রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে কিরূপে সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় এবং উহা কিভাবে অব্যাহত রাখা যায়,** রাষ্ট্র কিভাবে জনসাধারণের আস্থা লাভ করিবে, রাষ্ট্র কিভাবে জনমত নির্ধারণ করিয়া জনগণের প্রয়োজনের কথা অবহিত হইবে ইত্যাদি বিষয়ে মনোবিদ্যাসম্মত উপায়ে চিন্তা করা রাষ্ট্র-নায়কগণের উচিত।

তাহা ছাড়া, **রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে যাহাতে যোগ্যতা-অনুসারে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হয়,** সেই বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রতি রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। এই যোগ্যতা-নিরূপণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষা প্রয়োজন এবং এই বিষয় মনোবিদ্যাসম্মত প্রণালী গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

আবার **এক রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন নানা কারণে মনোবিদ্যার সাহায্যের প্রয়োজন হয়।**[৭] সৈন্যবিভাগে যাহাতে উপযুক্ত লোক নির্বাচিত হ'ন, সৈন্য-পরিচালনার কার্য যাহাতে নায়কত্ব-গুণবিশিষ্ট লোকের হস্তে ন্যস্ত হয় ইত্যাদি ব্যাপারে মনোবিদের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে।[৮] রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাগরিকদের

৭ আধুনিককালে যুদ্ধ-ব্যাপারে মনোবিদ্যার প্রয়োগের প্রচেষ্টা হইতে 'সমর-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা' (Military Psychology) নামক এক পৃথক্ শাখা হইয়াছে। (*Psychological Bulletin*, June, 1941, দ্রষ্টব্য)।

৮ সাম্প্রতিক কালে নাৎসী জার্মানিতে সেনানায়ক নির্বাচনের সময় কঠোরভাবে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হইত। এইসব পরীক্ষাদ্বারা দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা নিরূপণের চেষ্টা হইত। ( W. C. Varnum, *Psychology in Everyday Life*, pp. 8-12 দ্রষ্টব্য। ) তদানীন্তন জার্মানির লোক নির্বাচনের আদর্শের উল্লেখ করিয়া W. Lubrich বলিয়াছেন: "...technical skill must naturally be tested—but the prime requisite is the search for soldierly qualities which can be determined through the study of the *whole personality*."

সৈন্যবিভাগ বা অপর যে-কোন বিভাগে লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সকল লোকের সকলপ্রকার কার্যের যোগ্যতা নাই। বিশেষ প্রকার কার্যের জন্য বিশেষ প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োজন।

মধ্যে স্বপক্ষে প্রচার ও শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার ইত্যাদি কার্য মনোবিদ্যাসম্মত উপায়েই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়।[৯]

যুদ্ধকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি কি করিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যায়, অর্থাৎ ঐ সকল যন্ত্র কিভাবে ব্যবহার করিলে সহজে ক্লান্তি না আসে বা দৈহিক ও মানসিক কোন অসুবিধা না হয়, সেই জন্য মনোবিদ্যার সহায়তা প্রয়োজন।[১০]

মনোবিদ্যা যে কেবল যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্যদান করে তাহা নহে। **যুদ্ধনিবারণ কি করিয়া করা যায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে শান্তি রক্ষা করা যায়** ইত্যাদি ব্যাপারেও মনোবিদ্যা পরামর্শ দান করে।[১১]

মনোবিদ্যার যে শাখা বিশেষ প্রকার যোগ্যতার আলোচনা করে বর্তমানের অনেক লেখক উহার বিষয়বস্তুর নাম দিয়াছেন *Human Engineering* (মানবীয় যন্ত্রবিদ্যা)। যুদ্ধক্ষেত্রে বা শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহার করাই পর্যাপ্ত নহে—উপযুক্ত দক্ষতাবিশিষ্ট লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হইলেই উহার সার্থকতা।

৯ গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলি স্বদেশে ও বিদেশে কিরূপ প্রচারকার্য চালাইত, সে সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন P. M. A. Lineberger—নাম *Psychological Warfare.*

১০ এই প্রসঙ্গে আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি :

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাই যে, অত্যুজ্জ্বল আলোকে কোন কাজ করিবার পর হঠাৎ কোন অন্ধকার স্থানে কাজ করিতে যাইলে প্রথমে কিছুক্ষণ কিছুই দেখা যায় না। তাহার পর ক্রমশঃ অন্ধকার-প্রতিযোজন ( dark-adaptation ) হয়। যুদ্ধকালে অনেক সময় এমন হইত যে, আলোকিত স্থান হইতে অন্ধকারে হঠাৎ কাজ করা প্রয়োজন হইত ; অথচ সুষ্ঠু প্রতিযোজনের জন্য কিছু সময় ( প্রায় ৩০ মিনিট ) নষ্ট হইয়া যাইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ওয়ালটার মাইলস্ ( Walter R. Miles ) এক উপায় উদ্ভাবন করেন। অন্ধকারে কাজে যাইবার পূর্বে যদি কিছুক্ষণ লালরঙের চশমা ( red goggles ) পরিয়া আলোকিত স্থানে কাজ করা যায় তাহা হইলে আলোকিত স্থান হইতে অন্ধকার স্থানে যাইলে কাজ করিবার কোন অসুবিধা হয় না।

উপরের এই উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, কত 'সামান্য' পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়া মনোবিদ্‌রা বিভিন্ন কার্যের সুবিধা করিয়া দেন। ( Mann & Pirie, *The Science of Seeing*, p. 102 এবং H. Ruja, *Psychology for Life*, p. 7 দ্রষ্টব্য। )

১১ Krech and Crutchfield, *Theory & Problems of Social Psychology*, Ch. XV দ্রষ্টব্য।

উপসংহার :

আমাদের জীবনের সকল ব্যাপারেই মনোবিদ্যার সাহায্য প্রয়োজন।[১২] নিজের সম্বন্ধে ও অপরের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, নিজের ও অপরের মানসিক অস্বাভাবিকতা বা অসুস্থতা দূরীকরণ এবং মানসিক উন্নতিসাধন, অপরাধ-প্রবণতা নিরাকরণ, পরস্পরের সহিত সুষ্ঠু মানসিক সম্বন্ধ-স্থাপন, শিল্পোন্নতি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষার মান উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি-স্থাপন ইত্যাদি বহু বিষয়েই মনোবিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সাহায্য দান করিয়া থাকে।[১৩]

১২ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :

"চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্নস্তি জগত্রয়ম্।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণম্ তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥"

১৩ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ ও উহার উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য। J. S. Gray-সম্পাদিত *Psychology in Use.*

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## স্নায়ুতন্ত্র

### ১। মনের দৈহিক 'ভিত্তি' ( Physiological basis of mental life ) :

দেহ ও মনের সম্বন্ধ যে কত নিবিড় তাহা আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি। দেহের সুস্থতা বা অসুস্থতা মনের উপর যেরূপ ছায়াপাত করে, সেইরূপ মনের সুস্থতা বা অসুস্থতা দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণে মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়াগুলিকে সুষ্ঠুভাবে জানিতে হইলে উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট দৈহিক অবস্থা ও ক্রিয়াগুলিকে জানিতে হইবে। বাহ্য জগতের জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য মনকে দেহের উপর নির্ভর করিতে হয়, আবার বাহ্য জগতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিবার জন্যও মনকে দেহের মাধ্যমেই কাজ করিতে হয়; অর্থাৎ শারীরিক অবস্থা দ্বারাই সাধারণ মানসিক অবস্থা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং মনকে জানিবার জন্য দেহকে জানা আবশ্যক।[১]

### ২। নিউরোনের গঠন ও কার্য ( Structure and function of a neuron ) :

আমাদের দেহের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ হইল প্রধান স্নায়ুতন্ত্র ( central nervous system )। ইহা মস্তিষ্ক ( brain ) এবং সুষুম্নাকাণ্ড ( spinal cord ) লইয়া গঠিত। এই স্নায়ুতন্ত্রকে বুঝিতে হইলে ইহার ক্ষুদ্রতম অংশকে প্রথমে জানিতে হইবে। **স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম অংশ বা 'একক'** ( unit ) **হইল নিউরোন** ( neuron )।

সাধারণতঃ নিউরোনের তিনটি অংশ থাকে : (১) একটি কোষ-দেহ (cell-body ), এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট (২) এ্যাক্সন (axone) ও (৩) ডেনড্রাইট-সমূহ ( dendrites )। ( ১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য )।

---

১ পৃঃ ৮ ও পৃঃ ৮২-৮৪ দ্রষ্টব্য।

(১) এই **কোষ-দেহ** (cell-body)-এর গঠন-বৈশিষ্ট্য আবার এইরূপ :

(ক) ইহার একটি কেন্দ্র বা সারাংশ ( nucleus ) আছে ;

(খ) ঐ সারাংশটি একপ্রকার তরল পদার্থের মধ্যে অবস্থিত ;

এবং (গ) ঐ তরল পদার্থের মধ্যে আবার অতি সরু সরু পদার্থ ( যাহাদের বরফের কুঁচির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে ) ভাসিতে থাকে।

(২) **এ্যাক্‌সন্** ( axone ) :

**ইহা কোষ-প্রকোষ্ঠ হইতে বর্ধিত দীর্ঘ ও সরু সূত্র-বিশেষ।** ইহার দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে—এক মিলিমিটার অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে পারে, আবার এক মিটার অপেক্ষাও দীর্ঘ হইতে পারে। সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু ( neurofibril ) লইয়া ইহা গঠিত। সাধারণতঃ একটি কোষের একটিমাত্র এ্যাক্‌সন্ থাকে।

**আবরণ** ( cover ) :—এ্যাক্‌সনের আবরণ দুই প্রকারের হইতে পারে :

(ক) কোষ-দেহ হইতে নির্গমনের কিছু পরে উহা একটি স্নেহ-বিশিষ্ট আবরণে আবৃত হয়। ( উহাকে myelin sheath বা medullary sheath বলে )। অন্তরণ বা আবরণের কার্য ( insulation ) ব্যতীত অন্য কার্যও ইহা দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া মনে হয় ; যথা, পুষ্টি-সাধন ( nutrition ) এবং স্নায়বিক শক্তি-পরিবহন ( conduction of nervous impulse )।

(খ) অনেক এ্যাক্‌সনের আবার উপরে বর্ণিত এই আবরণ ব্যতীত আর-একটি প্রাথমিক আবরণ থাকে ( ইহাকে sheath of Schwann বা neurilemma বলে )। কোন কোন এ্যাক্‌সনের কেবলমাত্র এই আবরণটি থাকে, অথচ প্রথমোক্ত আবরণ থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন এ্যাক্‌সনের প্রথমোক্ত আবরণ আছে, দ্বিতীয়টি নাই ; কাহারও কাহারও দ্বিতীয়টি আছে, প্রথমটি নাই ; আবার কতকগুলি এ্যাক্‌সনের দুইটি আবরণই আছে।

**অন্তভাগ** ( terminus বা end ) :—অন্তভাগে আসিয়া অ্যাক্‌সন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হয় ( ইহাদের বলা হয় end brushes )। এই সব ক্ষুদ্র শাখাগুলির পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে (ক) অপর কোন নিউরোনের ডেন্‌ড্রাইট্-পুঞ্জের মধ্যে, অথবা (খ) কোন পেশীর মধ্যে, অথবা (গ) কোন গ্রন্থির মধ্যে, অথবা (ঘ) কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে।

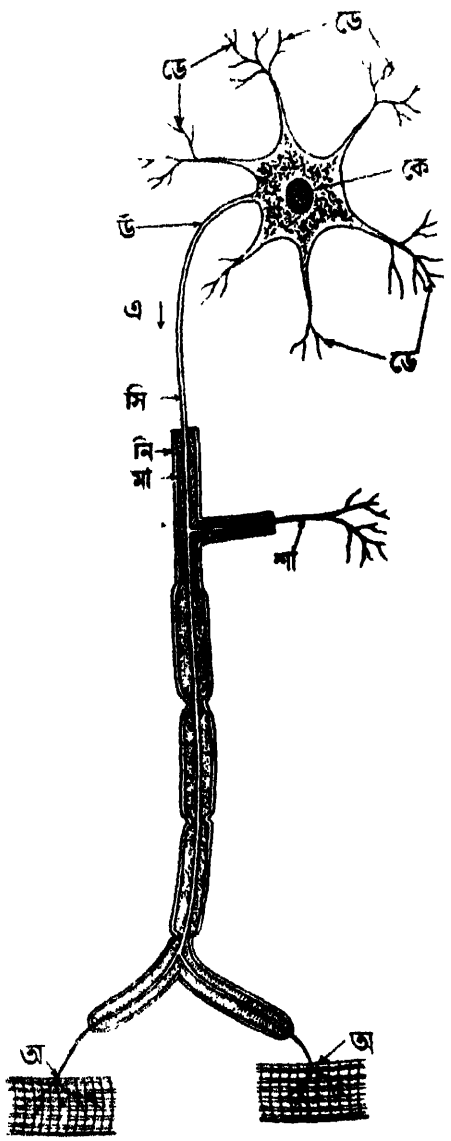


১ নং চিত্র। নিউরোন ( উপরের এইটি ক্রিয়াবাহী বা motor )।
কে=কেন্দ্র ; উ=এ্যাক্সনের উদ্গমন ( axone hillock ) ; এ=এ্যাক্সন্ ; সি=অনাবৃত সিলিণ্ডার ( cylinder ) এবং উহার নিম্নগমন ( পেশী-অভিমুখে ) ; নি=নিউরিলিমা ; মা=মাইলীন আবরণ। ডে=ডেনড্রাইট্ পুঞ্জ ; শা=শাখা ; অ=অন্তভাগ।

**শাখা ( collaterals ) :**—প্রধান স্নায়ুতন্ত্রে ইহার অগ্রগমনের পথে এ্যাক্সন্ বাহু বিস্তার করিতে পারে ; এই সব নূতন শাখার পরিসমাপ্তি ঘটে অন্য কোন নিউরোনের ডেন্ড্রাইট্-পুঞ্জের মধ্যে।

**(৩) ডেনড্রাইট্ (Dendrites) : ইহারা কোষ-দেহ হইতে বর্ধিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-বিশেষ।** ইহারা সংখ্যায় বহু এবং কোষ-দেহের সন্নিকটেই বহু শাখা-প্রশাখা সমেত একটি 'গুল্ম' ( bush ) রচনা করিয়াই পরিসমাপ্ত হয়।[২] ডেন্ড্রাইট্সমূহ পুষ্টি-সাধন এবং পরিবহনের কার্যে লিপ্ত থাকে বলিয়া অনুমিত হয়।

এ্যাক্সনের তুলনায় ডেন্ড্রাইট্-গুলির আকারগত পার্থক্য এইরূপ :

(ক) একটি কোষের একটি এ্যাক্সন্ থাকে, কিন্তু ডেন্ড্রাইট্গুলি সংখ্যায় বহু।

(খ) এ্যাক্সন্ আকারে লম্বা, কিন্তু ডেন্ড্রাইট্গুলির দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র বা

২ ইহার একটি ব্যতিক্রম আছে। সুষুম্নার অন্তর্মুখী নিউরোন ( afferent spinal neuron)-এর ডেনড্রাইট্ আকারে দীর্ঘ, মসৃণ এবং আচ্ছাদিত। এই পর্যন্ত এ্যাক্সনের সহিত ইহার মিল আছে। কিন্তু শক্তি-পরিবহনের ব্যাপারে ইহা অন্যান্য ডেন্ড্রাইটের ন্যায়—কোষ-দেহের প্রতি ইহা শক্তি চালিত করে, কোষ-দেহ হইতে শক্তি চালিত করে না। ( কোষ-দেহ হইতে শক্তি-চালনা এ্যাক্সনের কার্য )।

(গ) এ্যাক্সনের ব্যাস বা পরিধি মোটামুটি সুসম, কিন্তু ডেন্‌ড্রাইট্‌-গুলির পরিধি অসম।

(ঘ) এ্যাক্সন্ আকারে মসৃণ, কিন্তু ডেন্‌ড্রাইট্‌সমূহ অমসৃণ।

(৪) **নিউরোনের প্রকার ভেদ :**

নিউরোনের অংশগুলি পরিবহনের কার্য করে, সুতরাং সমগ্রভাবে নিউরোন এই কার্য করে বলা যাইতে পারে।[৩]

তবে পরিবহনের পার্থক্য অনুসারে নিউরোনগুলি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। নিউরোনগুলি মস্তিষ্কের শক্তি-কেন্দ্র হইতে পেশীসমূহে শক্তি সঞ্চালিত করে, অথবা ইন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্কে উদ্দীপন বহন করে, অথবা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে নিউরোন যথাক্রমে তিন প্রকারের হইতে পারে :

(ক) বহির্মুখী ( efferent বা motor ) [ ১ নং চিত্র ] ;,

(খ) অন্তর্মুখী ( afferent ) [ ২(ক) নং চিত্র ] ;

(গ) মস্তিষ্করাজ্যে সংযোগ-স্থাপন-কারী ( interconnecting central neurone ) [ ২(খ) নং চিত্র ]।

আকারের দিক হইতে নিউরোনের কোষ-দেহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) দ্বিমুখী ( Bipolar cells ) এবং (খ) বহুমুখী ( Multipolar cells )।

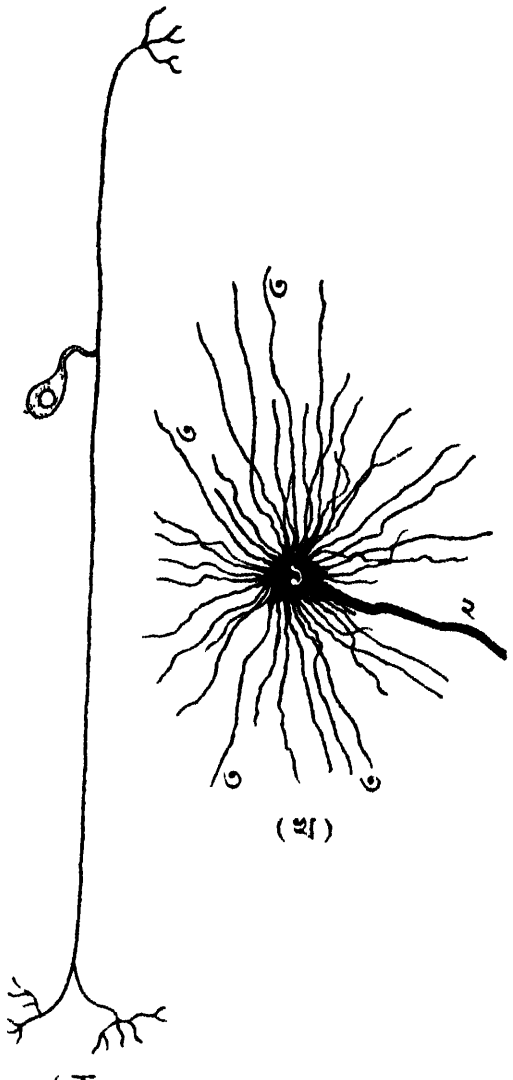


২নং চিত্র। দুই প্রকারের নিউরোন।
ক—অন্তর্মুখী নিউরোন ;
খ—গুরুমস্তিষ্কের নিউরোন (১—কোষদেহ, ২—এ্যাক্সন্, ৩—ড্রেন্‌ড্রাইট্ সমুদয়)।

৩ নিউরোন সম্বন্ধে বলা হয় : "It is an *anatomical, functional* and *tropic* unit."

(ক) দ্বিমুখী কোষ—এই কোষ আকারে সূতা কাটিবার "টাকু" ( spindle )-এর ন্যায় এবং ইহার দুইটি বিপরীত দিক্ হইতে যথাক্রমে একটি এ্যাক্সন্ এবং ডেন্ড্রাইট্‌পুঞ্জ নির্গত হয়। এই কোষগুলি অন্তর্মুখী নিউরোন শ্রেণীভুক্ত।

(খ) বহুমুখী কোষ—এই কোষগুলির অধিকাংশ আকারে বহুভুজক্ষেত্র ( Polygon )-এর ন্যায়; অপরগুলি পিরামিড্ ( Pyramid )-এর ন্যায়, অথবা বর্তুলাকার ( spherical )। এইগুলি বহির্মুখী নিউরোন শ্রেণীভুক্ত।

৩। **প্রান্তসন্নিকর্ষ ( Synapse ) ঃ**

**যে সঙ্গমস্থলে একটি নিউরোনের এ্যাক্সনের অন্তভাগ অপর এক নিউরোনের ডেন্ড্রাইট্‌গুলির সহিত মিলিত হয়, সেই মিলন-স্থলকে প্রান্তসন্নিকর্ষ ( synapse ) বলে।** ( ৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য )।

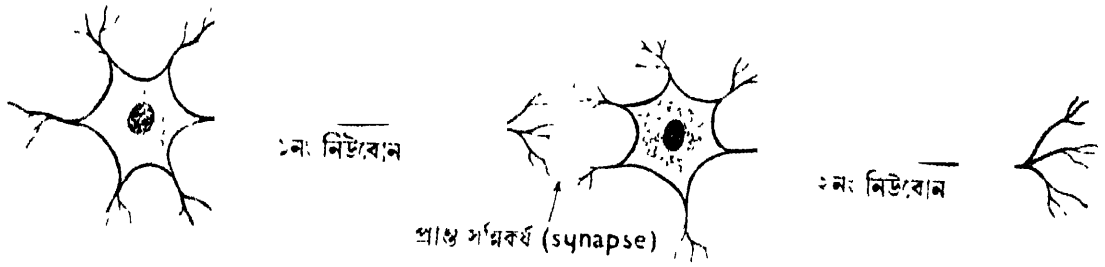


৩নং চিত্র।

১নং নিউরোনের এ্যাক্সন্ ও ২নং নিউরোনের ডেনড্রাইটের মিলনস্থল বা প্রান্তসন্নিকর্ষ।

প্রান্তসন্নিকর্ষীয় সম্বন্ধের স্বরূপ লইয়া মতভেদ আছে এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও এই সংযোগস্থলের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বুঝা যায় না। তবে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরই মতে **এক নিউরোনের এ্যাক্সনের অন্তভাগের সহিত অপর নিউরোনের ডেনড্রাইটের এই সংযোগ বা সংস্পর্শ অবিচ্ছিন্ন ( continuous ) সম্বন্ধ নহে—ইহা সান্নিধ্যের ( contiguity ) সম্বন্ধ।**[৪] যেমন, দুইটি সুবৃহৎ বৃক্ষ পাশাপাশি থাকিলে তাহাদের শাখা-প্রশাখা এমনভাবে পরস্পরের সহিত জড়াইয়া থাকে যে, দূর হইতে দুইটি বৃক্ষের দুইটি পৃথক্ শাখাকে একটি অবিচ্ছিন্ন শাখা মনে হয়, সেইরূপ এক নিউরোনের এ্যাক্সনের প্রান্তভাগের সহিত অপর নিউরোনের ডেনড্রাইট্‌গুলি এমনভাবে ঘন-সন্নিবেশিত হইয়া থাকে যে, উহাদের মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত-

৪ এই কারণ Synapse-কে 'place of functional contact' বলা হয়।

পক্ষে কিন্তু এই সম্বন্ধ ঘন-সান্নিধ্যের সম্বন্ধ। এই মতবাদকে **'নিউরোন-মতবাদ'** ( neurone doctrine ) বলা হয়।[৫]

এইরূপ সম্বন্ধ যে ঘন-সান্নিধ্যের সম্বন্ধ, এই অভিমতের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করা হইয়া থাকে :

(১) একটি প্রত্যাবর্তক বৃত্তাংশ (reflex arc)-এর মধ্য দিয়া স্নায়বিক শক্তি ( nerve-impulse ) পরিবাহিত হইতে যে সময় লাগে, তাহা ঐ প্রত্যাবর্তক বৃত্তাংশের ন্যায় একই দৈর্ঘ্যের স্নায়ুকাণ্ড ( nerve trunk )-এর মধ্য দিয়া যাইবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময় অপেক্ষা অধিক। ইহার কারণ প্রত্যাবর্তক বৃত্তাংশের মধ্যে এক বা একাধিক প্রান্তসন্নিকর্ষীয় সংযোগস্থল থাকে; সুতরাং স্নায়ুকাণ্ডের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন গতিপথ না থাকায় প্রত্যাবর্তক বৃত্তাংশপথে স্নায়বিক শক্তি পরিবাহিত হইতে একটু বেশী সময়ের প্রয়োজন।

(২) একটি স্নায়ু-তন্তু ( nerve-fibre )-তে স্নায়বিক শক্তি যে-কোন দিকেই যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যাবর্তক বৃত্তাংশপথে উহা সম্ভব নহে ; কারণ ঐ পথে এক বা একাধিক প্রান্তসন্নিকর্ষ থাকে এবং স্নায়বিক শক্তি সর্বদাই এ্যাক্সন্ হইতে ডেন্ড্রাইটের অভিমুখে যায়, উহার বিপরীত দিকে নহে। যদি এক নিউরোনের এ্যাক্সন্ ও অপর নিউরোনের ডেন্ড্রাইটের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা থাকিত, তাহা হইলে উভয় দিকেই স্নায়বিক শক্তি প্রবাহিত হইতে পারিত।

(৩) স্নায়ু-তন্তুকে বার বার উদ্দীপিত করিলেও সহজে ক্লান্তি আসে না, কিন্তু প্রত্যাবর্তক-বৃত্তাংশকে কয়েক বার উদ্দীপিত করিলেই সহজে ক্লান্তি আসে। কারণ উদ্দীপনার ফলে এ্যাক্সন্ ও ডেনড্রাইট্সমুদয়ের মধ্যে সান্নিধ্য কমিয়া যায়।

এই সকল কারণে প্রান্তসন্নিকর্ষীয় সম্বন্ধকে নিরবচ্ছিন্নতার সম্বন্ধ না বলিয়া **সান্নিধ্যের সম্বন্ধ** ( relation of contiguity ) বলাই ভাল।

সান্নিধ্য-জনিত যে ঘনিষ্ঠতা তাহার তারতম্য ঘটিতে পারে। এই তারতম্য মোটামুটি তিন প্রকারের হইতে পারে[৬] ; যথা :

৫ তুলনীয় : "The arrangement has been aptly compared to that of two trees growing alongside one another with their branches intermingling and touching, but obviously not continuous. This conception is usually termed the *neurone doctrine*." (Lickley, *The Nervous System*, p. 12. )

৬ G. L. Freeman, *Physiological Psychology*, p. 129 দ্রষ্টব্য।

(ক) সুষুম্নাকাণ্ডে যে সান্নিধ্য দেখা যায় তাহা হইল এ্যাক্সন্ ও ডেনড্রাইট্সমুদয়ের মধ্যে স্থূল সান্নিধ্য—অর্থাৎ একটি নিউরোনের এ্যাক্সন্ অপর নিউরোনের ডেনড্রাইট্পুঞ্জের অতি নিকটে আসিয়া পরিসমাপ্ত হয়।

(খ) গুরুমস্তিষ্ক ( cerebrum )-এ এক নিউরোনের অন্তভাগগুলি অপর নিউরোনের ডেনড্রাইটের প্রায় প্রতিটি শাখা-সূত্রের সন্নিধিলাভের চেষ্টা করে। অতএব এই সান্নিধ্য অতি নিবিড়।

(গ) লঘুমস্তিষ্ক ( cerebellum )-এ দেখা যায় যে, একটি নিউরোনের এ্যাক্সনের প্রান্ত-শাখাসমূহ একাধিক নিউরোনের ডেনড্রাইট্পুঞ্জের সহিত সান্নিধ্য-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। অতএব এইরূপ স্থলে সান্নিধ্য অতি ব্যাপক।

**৪। স্নায়বিক শক্তির বৈশিষ্ট্য ( Nature and characteristics of neural or nervous impulse ) :**

স্নায়ু-তন্তুর দুইটি বিশেষ কার্য হইল—উদ্দীপন ( excitation ) এবং পরিবহন ( conduction )। সুতরাং স্নায়ু-তন্তু উদ্দীপিত হইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং উদ্দীপিত হইলে যে শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহা উহা বহন করে।

স্নায়বিক উত্তেজনা বলিতে আমরা নিউরোনের **উদ্দীপিত অবস্থা** বুঝি; এই উদ্দীপন বাহ্য উদ্দীপক দ্বারা জাগরিত হয়। আমরা স্নায়বিক উত্তেজনার স্বরূপ পূর্ণভাবে জানি না; তবে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতবাদ গৃহীত হইয়াছে।

স্নায়বিক শক্তি **বিদ্যুৎ-শক্তির সহিত তুলনীয়**। এই শক্তি স্নায়ুপথে সঞ্চারিত হয়। অন্তর্মুখী নিউরোন উদ্দীপিত হইলে সংবেদন ( sensation ) এবং বহির্মুখী নিউরোন উদ্দীপিত হইলে পেশী-সংকোচন ( muscular contraction ) হয়। যদিও বাহ্য উদ্দীপকের দ্বারা নিউরোন উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলেও উদ্দীপক হইতে দেহমধ্যে কোন শক্তি সঞ্চারিত হয় না—ঐ শক্তি দেহমধ্যেই সৃষ্ট হয়।

এই শক্তি-সঞ্চারণ কালে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। মানুষের বহির্মুখী নিউরোনে এই শক্তির গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১২৫ মিটার। নানা কারণে ( যথা, উত্তাপ-পরিবর্তনে ) এই গতির পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

নিউরোনগুলিতে একটি বিশেষ নিয়মে স্নায়বিক শক্তি পরিবাহিত হয়। একটি বিশেষ নিউরোনে ঐ শক্তি সর্বদাই ডেনড্রাইট্ হইতে অ্যাক্সন্ অভিমুখে যায়; **কিন্তু যখন এক নিউরোন হইতে অপর নিউরোনে প্রান্তসন্নিকর্ষীয় সংযোগের মধ্য দিয়া স্নায়বিক শক্তি বাহিত হয়, তখন উহা সর্বদাই এ্যাক্সন্ হইতে ডেনড্রাইটের পথে যায়**—অর্থাৎ স্নায়বিক শক্তি এক নিউরোন হইতে উহার এ্যাক্সনের পথে অপর নিউরোনে উহার ডেন্ড্রাইটের মাধ্যমে পৌছে ($a \rightarrow d$)। ইহাকে **সম্মুখ-পরিবহন-নীতি ( Law of Forward Conduction )** বলে।

অন্তর্মুখী নিউরোনকে উদ্দীপিত করিতে হইলে উদ্দীপক এক বিশেষ পরিমাণের হওয়া চাই, অর্থাৎ উহা যদি অতি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে উহা নিউরোনকে উদ্দীপিত করিতে পারিবে না। আবার উদ্দীপকের তীক্ষ্ণতার একটা সর্বোচ্চ সীমারেখা আছে যাহার পরে আর নিউরোনকে উদ্দীপিত করা যাইবে না। তাহা ছাড়া, একটি নিউরোন কতক্ষণ উদ্দীপিত থাকিতে পারিবে তাহা উদ্দীপকের অস্তিত্বের উপরই কেবলমাত্র নির্ভর করে না। উদ্দীপনের কার্যকারিতার সময় নির্ভর করে স্নায়ু ও পেশীর ক্ষমতার উপর। একটি নিউরোন উদ্দীপিত হইতে যে সর্বনিম্ন সময়ের প্রয়োজন, তাহাকে বলে ক্রোনাক্সি ( chronaxie )।

এই প্রসঙ্গে আমরা **পূর্ণ-বা-ব্যর্থ-সূত্র ( All-or-None Law )** আলোচনা করিব।

কোন একটি স্নায়ুতে উদ্দীপক প্রয়োগ করিলে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট পেশীর সঙ্কোচন ঘটে। কিন্তু এই সঙ্কোচন কী পরিমাণের হইবে, তাহা কি উদ্দীপকের তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা ( intensity )-র উপর নির্ভর করে? পূর্বে বিশ্বাস করা হইত যে, প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা ও ব্যাপকতা নির্ভর করে উদ্দীপকের তীব্রতার উপর; এখন কিন্তু এই বিশ্বাস পরিত্যক্ত হইয়াছে। **যখনই কোন স্নায়ু প্রতিক্রিয়া করে, তখনই ঐ স্নায়ু হয় উহার পূর্ণশক্তি অনুসারে প্রতিক্রিয়া করে, আর নয় একেবারেই কোন প্রতিক্রিয়া করে না।** অর্থাৎ স্নায়ু-বিশেষে যতটা শক্তি উদ্দীপক-প্রয়োগের সময় পাওয়া যায়, তাহার সবটাই প্রতিক্রিয়া-কালে ব্যয়িত হইবে, অথবা মোটেই কিছু ব্যয়িত

হইবে না (যাহার ফলে কোন প্রতিক্রিয়াই হইবে না)। কোন আতসবাজী পুড়াইবার সময় আমরা এমন ব্যবস্থা করিতে পারি না যে, অল্প আগুন দিলে অল্প বারুদ পুড়িবে, আবার বেশী আগুন দিলে বেশী বারুদ পুড়িবে; স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ার কালেও তদনুরূপ হয়—উদ্দীপকের পরিমাণের তারতম্যের

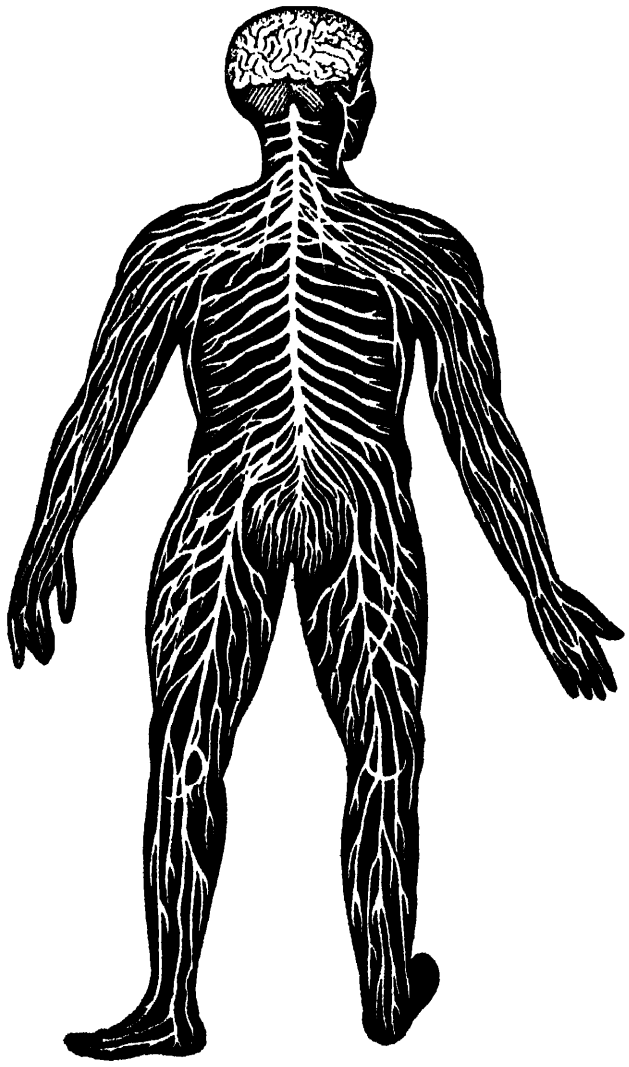

৪নং চিত্র।

স্নায়ুতন্ত্র

উপরের চিত্রে মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং স্নায়ুরাশি দেখা যাইতেছে

উপর প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে না। প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে প্রতিক্রিয়াকারী নিউরোনের সংখ্যার উপর—অধিক

সংখ্যক নিউরোন এককালে প্রতিক্রিয়া করিলে প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।[৭]

## ৫। স্নায়ুতন্ত্রের বিভাগ (Division or Parts of the Nervous System):

দেহযন্ত্রের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া উহাদের সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করে স্নায়ুতন্ত্র। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড বা দণ্ডরজ্জু এবং স্নায়ুবৃন্দ

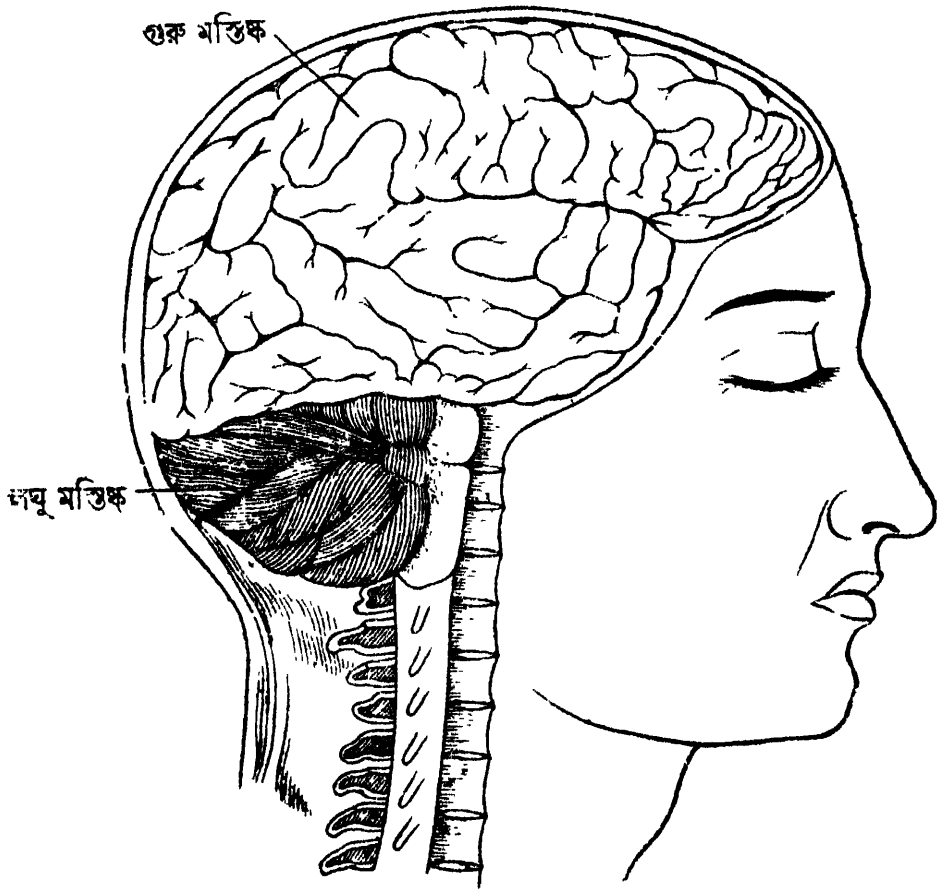


৫নং চিত্র।

উপরের চিত্রে গুরুমস্তিষ্ক, তন্নিম্নে লঘুমস্তিষ্ক এবং তাহার পর দীর্ঘীভূত মজ্জা ও মেরুদণ্ড দেখা যাইতেছে।

লইয়া প্রধান স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। ইহা অন্তর্মুখী স্নায়ুদ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত এবং বহির্মুখী স্নায়ুদ্বারা পেশীসমূহের সহিত সংযুক্ত। (৪নং চিত্র)।

---

৭ তুলনীয়: "You cannot graduate the force of the explosion (of dynamite) by varying the force of the spark with which you set it off. The charge can differ in amount, but whatever amount is present explodes as a unit.....Similarly, a single nerve fibre discharges all of its available energy when it discharges at all. A stimulus may be too weak to arouse the fibre, but if it is strong enough to arouse any response, it arouses the full response of which the fibre is capable at that particular moment." (Woodworth, *Psychology*, 12th. Ed., pp. 253-4.).

স্নায়ুতন্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়: প্রধান ( central ), স্বতঃক্রিয় ( autonomic ) এবং প্রান্তবর্তী ( peripheral )।

(ক) প্রধান স্নায়ুতন্ত্র হইল মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড লইয়া গঠিত। মস্তিষ্কের আবার বিভিন্ন অংশ আছে, যথা, সুষুম্নাশীর্ষক বা দীর্ঘীভূত মজ্জা ( medulla oblongata ), লঘুমস্তিষ্ক ( cerebellum ), মধ্য-মস্তিষ্ক ( mid-brain ), গুরুমস্তিষ্ক ( cerebrum ) ( ৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য )।

(খ) স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দুইটি প্রধান বিভাগ—সমবেদী ( Sympathetic ) এবং পরাসমবেদী ( Parasympathetic )।

(গ) প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্রের দুইটি বিভাগ হইল: মস্তিষ্ক-স্নায়ু ( cranial nerves ) এবং সুষুম্না-স্নায়ু ( spinal nerves )।

নিম্নলিখিত তালিকাতে স্নায়ু-তন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগকে দেখান হইতেছে:

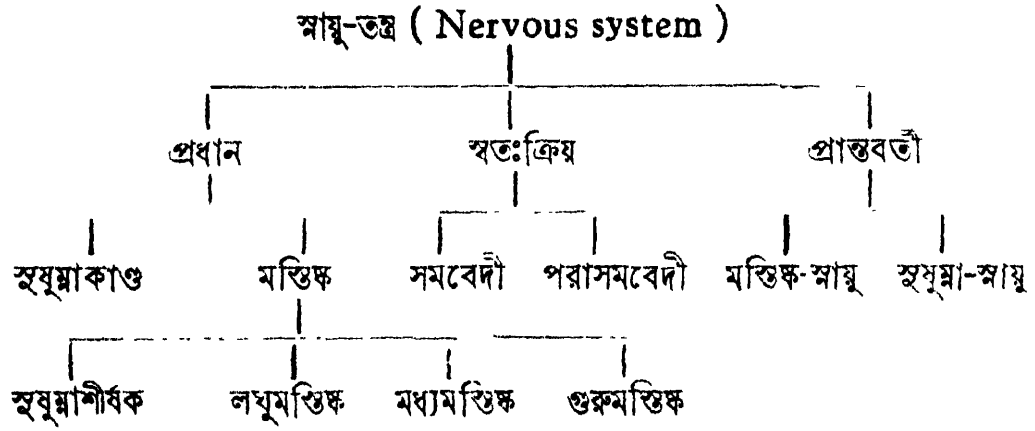


**৬। প্রধান স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও ক্রিয়া (Structure and function of the different parts of the central nervous system ):**

আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে স্নায়ু-কেন্দ্রের বিভিন্ন অংশগুলির অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছি। বর্তমান অনুচ্ছেদে আমরা প্রধান স্নায়ু-কেন্দ্রের এক একটি অংশের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা দিব।

**(ক) সুষুম্নাকাণ্ড বা কশেরুমজ্জা বা দণ্ডরজ্জু (Spinal Cord):**

**গঠন-বৈশিষ্ট্য ( Structure )—**

**আমাদের পৃষ্ঠভাগে বস্তিগহ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্কন্ধদেশ পর্যন্ত যে অস্থিমালা বিদ্যমান তাহাকে বলে মেরুদণ্ড।** এই অস্থিমালা

উপর্যুপরি স্থাপিত অস্থি লইয়া সংগঠিত। এই অস্থিগুলিকে দণ্ডাস্থি বলা হয় ( ৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য )।

এই অস্থিগুলির অভ্যন্তরে গহ্বর আছে এবং অস্থিগুলি এমনভাবে সজ্জিত যে, একটির গহ্বর-মুখ অপরটির গহ্বর-মুখের উপর স্থাপিত; সুতরাং উহাদের মধ্য দিয়া সর্বোচ্চ অস্থি হইতে সর্বনিম্ন অস্থি পর্যন্ত একটি নালিকার সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ নালিকা-পথে একটি কোমল সূত্রবৎ পদার্থ মস্তিষ্ক হইতে সর্বনিম্ন অস্থি পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে—উহাকে বলে দণ্ডরজ্জু বা সুষুম্নাকাণ্ড ( Spinal Cord )।

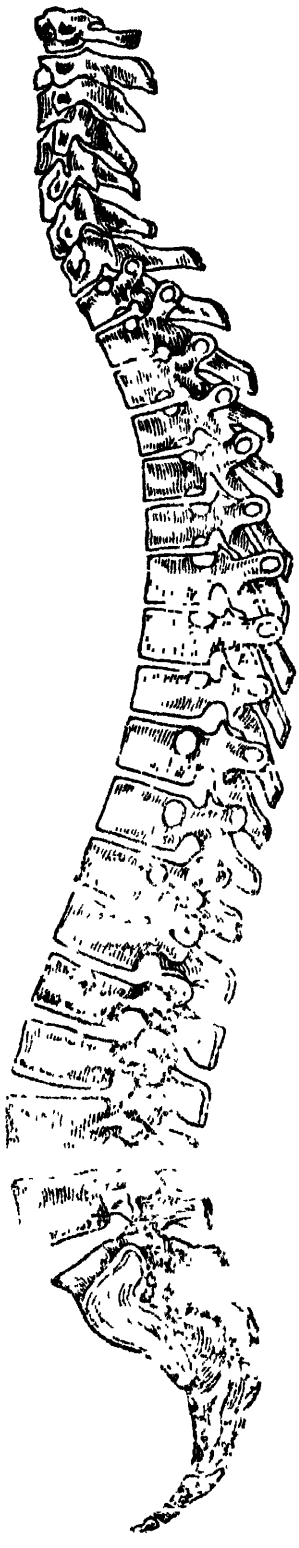

৬নং চিত্র। মেরুদণ্ড।

মেরুদণ্ড দুইটি অর্ধনালী দ্বারা দক্ষিণ ও বাম এই দুই অংশে বিভক্ত মেরুদণ্ডের পরিধির সর্বত্র সমরূপতা ( uniformity ) নাই—গ্রীবাদেশ ( cervical region )-এ এবং কটিদেশ ( lumbar region )-এ ইহার পরিধি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক।

সুষুম্না স্নায়ুসমূহ ( spinal nerves ) মস্তিষ্ক ব্যতীত দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত সকল গ্রাহক ( receptor ) এবং সাধনযন্ত্র ( effector)-এর সহিত সংযুক্ত। **প্রতিটি স্নায়ু মেরুদণ্ডে প্রবেশ-মুখে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে।** পশ্চাৎবর্তী ( dorsal ) মূল-অংশ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে অন্তর্মুখী বা উদ্দীপন-পরিবহনকারী ( incarrying, afferent বা sensory ) স্নায়ু এবং সম্মুখবর্তী ( ventral ) মূলাংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ক্রিয়াবাহী ( efferent বা motor ) স্নায়ু। সুষুম্না-স্নায়ুর গঠন ও কার্যের এই বিভাগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন চার্লস্ বেল্ ( Sir Charles Bell ) এবং ম্যাজেণ্ডী ( Magendie ); এইজন্য সুষুম্নার এই ব্যবস্থার নাম-করণ করা হইয়াছে **বেল্-ম্যাজেণ্ডী-নীতি ( Bell-Magendie Law )**

সুষুম্নাকাণ্ডের প্রতি দিকে ৩১টি স্নায়ু আছে; সুতরাং সর্বসমেত ৩১ জোড়া বা ৬২টি সুষুম্না-স্নায়ু আছে। ইহারা নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত আছে: প্রতি দিক্ হইতে (ক) ৮টি প্রবেশ করে সুষুম্না-কাণ্ডের গ্রীবাংশে ( cervical region-এ ); (খ) ১২টি প্রবেশ করে উহার বক্ষঃভাগে ( thorasic region-এ ); (গ) ৫টি প্রবেশ করে কটিদেশের ( lumbar region-এর ) পথে; (ঘ) ৫টি প্রবেশ করে ত্রিকাস্থির অংশে ( sacral region-এ ) এবং (ঙ) ১টি প্রবেশ করে অনুত্রিকাস্থির অংশে ( coccygeal region-এ )।

প্রস্থচ্ছেদ ( cross-section ) করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার বাহিরের অংশ শ্বেতবর্ণের এবং অভ্যন্তরীণ অংশ ধূসরবর্ণের।[৮] ধূসরবর্ণ-রঞ্জিত অংশটি আকারে কতকটা ইংরাজী 'H' অক্ষরের ন্যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মেরুদণ্ডটি দক্ষিণ ও বাম অংশে অর্ধনালী দ্বারা বিভক্ত; প্রতি অংশের ধূসর এবং শ্বেত প্রত্যেক ভাগটি সম্মুখবর্তী ( ventral ), পশ্চাদ্‌বর্তী ( dorsal ) এবং পার্শ্ববর্তী ( lateral ), এই তিন ভাগে বিভক্ত। ( ৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য )।

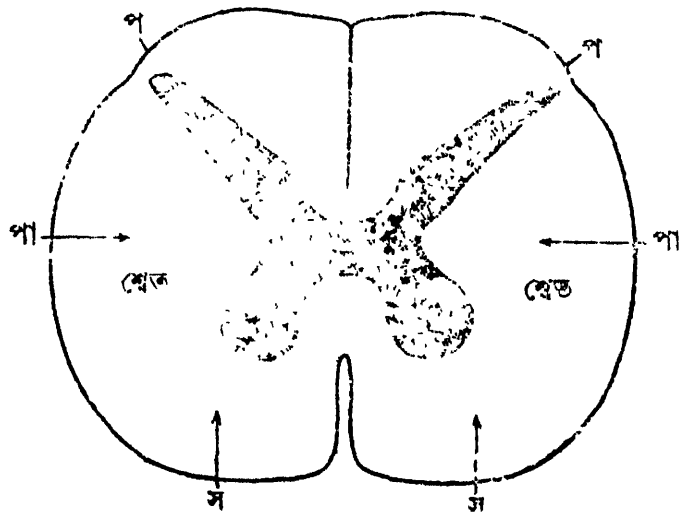


৭নং চিত্র। মেরুদণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ;
( স=সম্মুখবর্তী; প=পশ্চাদ্‌বর্তী; পা=পার্শ্ববর্তী )।

ধূসরপদার্থের এক এক অংশের সহিত দেহযন্ত্রের এক এক অংশ সম্বন্ধযুক্ত আছে। যথা, সুষুম্নাকাণ্ডের গ্রীবাংশে অবস্থিত আছে মধ্যচ্ছদা (diaphragm)-র

৮ এই ব্যবস্থা গুরুমস্তিষ্কের ব্যবস্থার বিপরীত। গুরুমস্তিষ্কে অভ্যন্তরীণ অংশ শ্বেতবর্ণ এবং বহিরংশ ধূসরবর্ণ।